বৈষ্ণব-মঞ্জুষার সমাহৃতি।

(প্রথম সংখ্যা)

অধ্যক্ষ

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী-সম্পাদিত।

প্রাচীন নবদ্বীপ

শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণাদি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা কার্য্যালয়ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন,

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড।

মাধব ৪৩৫, গৌরাব্দ।

মূল্য ৸৵০ আনা।

SHRI KESHABJI GOUDIYA MATH (U.P.)

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতির

উপোদ্ঘাত।

গ্রন্থপাঠের পূর্ব্বেই পাঠকের মনে হইতে পারে যে 'মঞ্জুষা' কি এবং তাহায় সমাহৃতিই বা কি? 'মঞ্জুষা' শব্দে পেটারিকে বুঝায়। এই মঞ্জুষায় কোন্ কোন্ দ্রব্য ছিল, আছে বা থাকিবে, তদুত্তরে সম্বন্ধ-বিচারে বলা যাইতে পারে যে, ইহা বৈষ্ণবের মঞ্জুষা সুতরাং 'বৈষ্ণব' কাহাকে বলে, জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল স্বাভাবিক।

বিষ্ণুর সেবকের নাম বৈষ্ণব। অবৈষ্ণব তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনিত্য, অজ্ঞান ও নিরানন্দের সেবক। যে বস্তু সত্য অর্থাৎ নিত্যকাল অবস্থিত, যে বস্তু নিত্যকাল অচিৎমিশ্রাতীত চিন্মাত্র এবং যাহা নিত্যকাল চিন্মাত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দময়, তাহাই বিষ্ণু। বৈষ্ণবগণ সত্যস্বরূপ-লক্ষণান্বিত পরমেশ্বর বিষ্ণুরই এক মাত্র আশ্রিত। বৈষ্ণব, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছুরই সেবা করেন না। বিশ্ববাসিগণ সকলেই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও যাঁহারা আপনাদের নিজ নিত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া নিজ নিত্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া দ্বৈতজ্ঞানের সেবায় চঞ্চল, তাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে না পারিয়া অনভিজ্ঞ। যাঁহারা আপনাদিগের নিত্যস্বরূপ বৈষ্ণব জানেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব গুরুর চরণাশ্রিত। অপরে; নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরত বা

স্বকর্ম্ম-ফলানুসন্ধানমূলে অনিত্য স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর দ্বারা ভোগ-পরায়ণ। বৈষ্ণব নিত্য, সুতরাং, অবৈষ্ণবাভিমানী জীবের ন্যায় মিশ্রচিদ্বৃত্তির আকর মন এবং অচিদ্বৃত্তিগঠিত স্থূলদেহকে 'নিত্য আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্ বিষ্ণুই, বৈষ্ণবেতর যোগী বা ব্রাহ্মণের নিকট পরমাত্মা ও ব্রহ্ম-শব্দে উদ্দিষ্ট হন। বৈষ্ণব, বেদান্তদর্শনের ভাষায় ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের ভেদাভেদ-প্রকাশ, সুতরাং, বিবর্ত্তবাদী না হইয়া শক্তিপরিণাম-বাদ স্বীকার করেন। বিবর্ত্তবাদ, বহু বস্তুর খণ্ড জ্ঞান হইতে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আক্রমণে 'আরোহ'-পন্থায় স্বীয় সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নির্ম্মূলনে ব্যস্ত। শক্তিপরিণাম-বাদ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন পরিণতিময়। উহা 'অবরোহ'-পন্থায় অবস্থিত হইয়া নিত্য কেবলচিদানন্দের বৈভব-বিলাস। সেই চিদ্বিলাস, অচিন্মিশ্র খণ্ড, পরিণামশীল অজ্ঞানের দ্বারা অনভিভাব্য। বৈষ্ণবের মঞ্জুষায় রক্ষিত দ্রব্যসমূহ নিত্য, অপরিণামশীল ও অক্ষয়। সেই গুলিতে মিথ্যা অজ্ঞান বা মিশ্রভাব নাই। তাহা নিরবচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ আনন্দময়। বর্ত্তমানকালে বদ্ধজীবের বৈষ্ণবতার অন্তরালে বিবর্ত্তবাদের যে অধিষ্ঠান দেখা যায়, তাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার জন্য কণ্টক দ্বারা কণ্টক-নিরাসের ন্যায়। বস্তুতঃ, বিবর্ত্তবাদাশ্রিত চেষ্টাসমূহ সূক্ষ্ম-শরীরের স্থূলচেষ্টার মিশ্রহকারী মাত্র।

বৈষ্ণবমঞ্জুষায় 'আরোহ'-পন্থায় যে সকল দ্রব্য সন্নিবেশিত

পাঠক দেখিতে পাইবেন, তাহা শক্তিপরিণাম-বিচার অবলম্বন করিয়া মনোনিগ্রহের উদ্দেশে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা জানিবেন। জড়জ্ঞান-বিধ্বস্ত-নিগৃহীত মন দুরন্তপার তমঃ অতিক্রম করিয়া 'অবরোহ'-মহাজনপথে মুকুন্দ-সেবা করিতে করিতে সত্য জ্ঞানানন্দে সর্ব্বতোভাবে আশ্রিত বুঝিতে পারিবেন। বিষ্ণু কি, বৈষ্ণব কি, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষত্ব বর্ত্তমান, তাঁহাদের পরস্পরের পরিভাষাগুলি যাহাতে বিবাদ সৃষ্টি করিতে না পারে, সেই সকল কথা বৈষ্ণব-মঞ্জুষায় সংরক্ষিত। আরোহ-পথের পথিক নিজেন্দ্রিয় দ্বারা পূর্ব্ব দিবসের অনভিজ্ঞতা অপনোদন করিয়া পরদিবসীয় অভিজ্ঞান-সংজ্ঞাকে আবাহন করেন এবং তৎপরদিবস উহাকেই অনভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বলিয়া পরিহার করেন, সুতরাং, আরোহ-পন্থার চেষ্টার ফল্গুত্ব উপলব্ধি করাইতে আমাদের প্রয়াস করিতে হইবে না। আরোহ-পন্থী নিজের চেষ্টার অকর্ম্মণ্যতা দেখিবার একদিন না একদিন সুযোগ পাইবেন। বৈষ্ণব বা সবিশেষবাদিগণ তাদৃশ পথ পরিহার করিয়া সত্য পরমেশ্বরের অবরোহ-পথের পথিক। অনভিজ্ঞ বা অবৈষ্ণব যে কালে অভিজ্ঞ, বৈষ্ণব গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তখন আর তাঁহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি-পরিচালনের অবকাশ থাকে না। তিনি নিত্যসত্য নষ্ট করিবার জন্য গুর্ব্ববজ্ঞা করেন না।

মাতৃকাক্রম অবলম্বিত হইলে এই বিরাট্ গ্রন্থের প্রকাশে

বিলম্ব হইবে জানিয়া সমাহৃতির বর্ত্তমান আকারে প্রচার-কার্য্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষতঃ সমাহরণ-কার্য্যে যে সকল অভাবাদি রহিয়া যাইতেছে, তাহাও ভবিষ্যতে সংযোজিত হইবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

সমাহৃত বিষয়সমূহ ক্রমশঃ সংখ্যাকারে প্রকাশিত হওয়ায় প্রত্যেক সংখ্যার বর্ণক্রম ও পত্রাঙ্কের বিভিন্নতা অপরিহার্য্য। সমাহৃত উপাদানসমূহের নির্ঘণ্টও যথাকালে প্রকাশিত হইবে।

মঞ্জুষার সঙ্কলনকার্য্যে বৈষ্ণবসমাজ-হিতৈষী বদান্যবর কাশীম-বাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই বাহাদুর মাসিক দুই শত টাকা হিসাবে বর্ষত্রয়ে সাত হাজার টাকা আনুকূল্য-প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের ফললাভ-কালে সকলেই বৈষ্ণব মহারাজের নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন। গ্রন্থের প্রকাণ্ড আয়তন ও কার্য্যের বিপুলতা দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্রথমেই এরূপ স্বল্পপরি-মিত অর্থসাহায্যে কিরূপে এই সুবৃহৎ কার্য্য সমাধা হইবে,—তদু-ত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ভগবৎসেবানিরত জড়ভোগে উদাসীন অনেক কৃতবিদ্য মহাত্মাই এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'সমাহৃতি'র নির্দ্দিষ্ট অতি অল্প সংখ্যাই মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে এবং উহার প্রারম্ভিক প্রকাশ-কার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ধার্য্য হইতেছে। তদ্দ্বারাই ঐ ব্যয় সঙ্কুলান হইবে আশা করা যায়।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

মঞ্জুষা-সমাহৃতি।

প্রথম সংখ্যা।

অক্ :—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই দশ বর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণগণ অক্ বলেন। ইহার অপর সংজ্ঞা সমান। হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে এই দশটী বর্ণের সংজ্ঞা দশাবতার। তৃতীয় সূত্র হরিনামামৃত ব্যাকরণ দশ দশাবতারাঃ।

অকৃপা :—নির্দ্দয়তা। নির্দ্দয়ত্বম্ (নীলকণ্ঠ মহাভারত উদ্‌যোগ অ ৪৩।১৬ শ্লোক)।

অগ্রদাস :—বল্লভাচার্য্য (?) সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক বৈষ্ণবাচার্য্য। মহারাজ মানসিংহের গুরু (?) বল্লভাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের শিষ্য অগ্রদাস ও কিল। একদা কৃষ্ণদাসের জন্য অগ্রদাস ও কিল বনে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়াছেন, তথায় একটী মাতাপিতৃত্যক্ত শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া গুরুর আদেশক্রমে নিজাশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক লালন পালন করেন। বলা বাহুল্য অন্ধশিশুর চক্ষু অগ্রদাস ও কিল কর্ত্তৃক নির্ম্মল জলে ধৌত হইলে সে নয়নদ্বয়ে দৃষ্টিলাভ করিল। অগ্রদাসের আনীত বালক, বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্টাদি প্রাপ্তিবলে অচিরেই বৈষ্ণব সংস্কার সম্পন্ন হইলেন

এবং নাভদাস নামে বিখ্যাত হন। এই নাভদাসই ভক্তমাল রচয়িতা এবং ভারতে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম দেশীয় বৈষ্ণব-সাধারণ সকলেই নাভাজীর হিন্দি ব্রজভাষার ভক্তমাল কণ্ঠাগ্র করিয়া-থাকেন। নাভদাসের গুরু বলিয়া অগ্রদাসের পরিচয় হইয়াছে। গুরু অগ্রদাস একদিন রামপূজায় নিমগ্ন, শিষ্য নাভদাস গুরুসেবা চামর ব্যজনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্রদাসের শিষ্য এক বণিকের নৌকা অচল হইয়াছে। গুরুর মালা ও অচল; তখন শিষ্য নাভদাস পশ্চাৎ হইতে নৌকা চলিয়াছে বলিয়া চীৎকার করায় শিষ্যের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া অগ্রদাস তাঁহাকে ভক্তমাল রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করেন।)

অঘোষঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ এবং শ ষ স এই ত্রয়োদশবর্ণকে অঘোষ অথবা খস্ সংজ্ঞা দেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণে ইহাদের সংজ্ঞা যাদব। দ্বাত্রিংশ সূত্র যাদবা অন্যে। গোপালে-ভ্যোঽন্যে বিষ্ণুজনা যাদবনামানঃ। এতে অঘোষাঃ খসশ্চ।

অচঃ—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই চতুর্দ্দশ বর্ণ প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মতে অচ্ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদিগকে স্বরবর্ণ বলে। ইহারা অন্য বর্ণের সাহায্যব্যতীত স্বতন্ত্রোচ্চারিত হয় বলিয়া হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে "সর্ব্বেশ্বর" সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। হরি-নামামৃত ব্যাকরণ দ্বিতীয় সূত্র "তত্রাদৌ চতুর্দ্দশ সর্ব্বেশ্বরাঃ।" বৃত্তিঃ—তস্মিন্ বর্ণক্রমে আদৌ চতুর্দ্দশবর্ণাঃ সর্ব্বেশ্বরনামানো ভবন্তি।

অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থঃ—ইনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের গুরু। উদীপি-মঠের গুরুপরম্পরা সৎকথা নামক ক্যানারিজ ভাষায় লিখিত গ্রন্থে যেরূপ প্রদর্শিত আছে তাহা লিখিত হইল। ঐ গ্রন্থ কামলাপুর নিবাসী ভীমরাব স্বামিরাব নামক এক ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া রচনা করিয়াছেন এবং

ধারবাড়ের প্রসাদরাঘবযন্ত্রে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত টি, এ. গোপীনাথরাও এম্, এ ১৩১১ বঙ্গাব্দে মঞ্জুষা সম্পাদককে দিয়াছিলেন।

১। হংস নামক পরমাত্মা ২। চতুর্ম্মুখব্রহ্মা ৩। সনকাদি ৪। দুর্ব্বাসা ৫। জ্ঞাননিধি ৬। গরুড় বাহন ৭। কৈবল্য তীর্থ ৮। জ্ঞানেশ তীর্থ ৯। পরতীর্থ ১০। সত্যপ্রজ্ঞ তীর্থ ১১। প্রাজ্ঞ তীর্থ ১২। অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থ ১৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য (১০৪০ শক)

শৃঙ্গেরিমঠস্থ আত্মানন্দ নামক এক ব্যক্তি রচিত গুরুপরম্পরাস্তোত্রে লিখিত হইয়াছে যে

১। শঙ্করাচার্য্য ২। পদ্মপাদ ৩। জ্ঞানানন্দ ৪। বিজ্ঞান তীর্থ ৫। যোগানন্দ ৬। নিরঞ্জন মৌনী ৭। ব্রহ্মেন্দ্র নায়ক ৮। সত্যব্রত ৯। যতিরত্ন ১০। চিদানন্দ ১১। সচ্চিদানন্দ ১২। শঙ্কর ১৩। পদ্মপাদ। ১৪। অচ্যুতপ্রেক্ষ্য, যাদব প্রকাশ ও বিদ্যারণ্য তিনি আরও লিখিয়াছেন যে

অচ্যুতপ্রেক্ষ্য নাম্নস্তু শিষ্যো মধ্বাভিধো যতিঃ।
তেনৈব ভেদসিদ্ধান্তঃ স্থাপিতো গুর্ব্বসম্মতে॥

ইঁহার অপর নাম শ্রীপুরুষোত্তম তীর্থ।

আত্মানন্দের গুরুপরম্পরা বিশ্বাস করিতে হইলে শ্রীরামানুজের গুরু যাদব প্রকাশ, অচ্যুতপ্রেক্ষ এবং বিদ্যারণ্যকে সমকালীয় ব্যক্তি স্বীকার করিতে হয়। ইহা ইতিহাস বিরুদ্ধ। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের পঞ্চম অধস্তন ত্রয়োদশশক শতাব্দীতে বেদান্ত দেশিক, অচ্যুতপ্রেক্ষের শিষ্য পরম্পরায় ষষ্ঠ অধস্তন অক্ষোভ্য তীর্থ এবং সপ্তম অধস্তন জয়তীর্থের সমসাময়িক। দশম শকশতাব্দীতে যাদব প্রকাশ, একাদশ শকশতাব্দীতে

অচ্যুতপ্রেক্ষ এবং ত্রয়োদশ শকশতাব্দীতে বিদ্যারণ্য উদ্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং কালবিচারে এই পরম্পরার অসত্যতা উপলব্ধি হয়।

বাসুদেব বা শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বীয় উদীপি গ্রামস্থিত মঠাচার্য্য অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থের নিকট বাল্যাবধি পাঠাভ্যাস করিতেন এবং স্মার্ত্ত ও পরমার্থ ধর্ম্মের ভেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গক্রমে বাসুদেবের স্মার্ত্ত ধর্ম্মাবলম্বনে পিতা মাতার অভিলষিত গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ ধর্ম্মপথের অন্তরায় জানিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পিতা মাতার সমক্ষে অচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্থ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কিছুদিন তাঁহার মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া বদরিকাশ্রমে পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য, ব্যাসদেবের সাক্ষাৎলাভ করেন এবং ব্যাসের অভিপ্রায় মত পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন রচনা করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অচ্যুতপ্রেক্ষের অন্য শিষ্য বিষ্ণুতীর্থ মধ্বাচার্য্যের সতীর্থ। তিনি গুরুমঠের আধিপত্য লাভ করেন।

অধিকরণ চিন্তামণি :—এই গ্রন্থে বৈদিক দেবতা-কাণ্ডের তালিকা সাধারণতঃ উক্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ।

অন্ :—অ আ ই ঈ উ ঊ এই ছয়টী স্বরবর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণগণ অন্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে এই ছয়টী স্বরবর্ণের সংজ্ঞা অনন্ত। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দশম সূত্র "অ আ ই ঈ উ ঊ অনন্তাঃ।" আনশ্চ।

অনঙ্গ মঞ্জরী :—ইনি শ্রীবৃষভানু রাজার কন্যা। ইঁহার মাতার নাম কীর্ত্তিদা। জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম শ্রীদাম এবং জ্যেষ্ঠসহোদরা শ্রীমতী রাধিকা। ইঁহার স্বামীর নাম দুর্ম্মদ। দুর্ম্মদ অভিমন্যুর কনিষ্ঠ। ইঁহার

বর্ণ অতীব মনোহারিণী বসন্ত কেতকী পুষ্প সদৃশ। পরিধেয় নীলপদ্মের বর্ণ সদৃশ। ইনি রাধাকৃষ্ণের তাম্বূল সেবাপরায়ণা এবং অনঙ্গাম্বুজ-কুঞ্জবাসিনী। প্রণাম ও বিবরণ। অনঙ্গমঞ্জরীং বন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়কারিণীং। শৃঙ্গাররসরূপাঞ্চ দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিনীং। নীলতারাবলীবস্ত্রাং দুগ্ধালক্তসমপ্রভাং। শৃঙ্গাররসমর্ম্মজ্ঞাং দ্বয়োঃ কেলিপ্রমোদিতাং। নানাভরণভূষাঢ্যাং মৃদুমন্দ-মধুস্মিতাং। তাম্বূলসেবিকাং দেবীং প্রৌঢ়াং সুযৌবনান্বিতাম্। অনঙ্গাম্বুজ-কুঞ্জস্থামনঙ্গমঞ্জরীং ভজে॥ শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায়াং।

"বসন্তকেতকী কান্তি মঞ্জুলানঙ্গমঞ্জরী।
যথার্থাক্ষরনামেয়মিন্দীবরনিভাম্বরা॥ ১১৯॥
দুর্ম্মদো মদবানস্যাঃ পতির্যো দেবরঃ স্বসুঃ।
প্রিয়াসৌ ললিতাদেব্যা বিশাখায়া বিশেষতঃ॥ ১২০॥

পরিশিষ্টে :—বৃষভানু পিতা তস্য মাতা চ কীর্ত্তিদা সতী।
রাধানঙ্গমঞ্জরী চ কনিষ্ঠা ভগিনী ভবেৎ॥ ৩৯॥

নিত্য কৃষ্ণলীলা সঙ্গিনী বলিয়া তাঁহার নিত্য বয়স দ্বাদশ বর্ষ। ইনি চপলভাষিণী এবং অষ্ট সখীর সদৃশ "বর" নামক যূথান্তর্গত। কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা এতদষ্টককল্পাভিরষ্টাভিঃ কথিতো বরঃ। এতাঃ দ্বাদশবর্ষীয়াশ্চলবাণ্যঃ ইত্যাদি—

বৃন্দাবনীয় পদ্মমধ্যে উত্তর দলদ্বয়ের দক্ষিণাংশে উপদলে ইঁহার অবস্থিতি। যথা অথাষ্টোপদলেষ্বেবমনঙ্গমঞ্জরীমুখাঃ। সযূথাঃ যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রোত্তরদলদ্বয়ে। অনঙ্গমঞ্জরী তস্যা বামে মধুমতী মতা।

মতান্তরে অনঙ্গমঞ্জরীর সেবা-বেশ। যথা "পালী কুসুমশয্যায়াং বেশে চানঙ্গমঞ্জরী।" ইনি ললিতা ও বিশাখাদেবীর সহিত অত্যন্ত

প্রণয়ান্বিতা। (অনঙ্গমঞ্জরী অষ্টযূথেশ্বরীর মধ্যে আদিম। ইহাঁর অধীনস্থ যূথদ্বয়ের অধীশ্বরী লবঙ্গমঞ্জরী ও রূপমঞ্জরী। (গৌরলীলায় বসুধা বা জাহ্নবা দেবীকে অনঙ্গমঞ্জরী বলিয়া কথিত হয়।) শ্রীকবিকর্ণপূররচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় "কেচিৎ শ্রীবসুধা দেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে। অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিৎ জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে॥ ৩৬॥ উভয়ন্তু সমীচীনং পর্ব্বং ন্যায়াৎ সতাং মতম্।

(শ্রীনিতানন্দপ্রভুর গণে যাঁহারা মধুররসে উপাসনা করেন তাঁহারা প্রভু নিত্যানন্দকে অনঙ্গমঞ্জরী স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। সখ্যরসে বলরাম কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠমূর্ত্তি। তিনিই আবার শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী-রূপে মধুররসে প্রকটমানা। যাঁহাকে (সন্ধিনীশক্তিমূর্ত্তি) বলেন তিনি শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।)

অনন্ত :—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে অ আ ই ঈ উ ঊ এই ছয় স্বরবর্ণের অনন্ত সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এই ছয় বর্ণকে অন্ আখ্যা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দশম সূত্র "অ আ ই ঈ উ ঊ অনন্তাঃ" অনশ্চ।

অনাবরণ :—মুক্ত। প্রকাশিত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথমলহরী। অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ জ্ঞান ও কর্ম্মবিচারে যে যোগ্যতা স্থির হয় ঐ যোগ্যতা দ্বারা আবৃত হইয়া মনুষ্য অনুকূলভাবে কৃষ্ণচর্চ্চা করিলেও উত্তমা ভক্তিলাভের যোগ্য হন না। কর্ম্ম ও জ্ঞানের অধীনতার আবরণ মুক্ত হইয়া উত্তমা ভক্তিলাভের যোগ্যতা হয়।

অনুনাসিক :—চন্দ্রবিন্দুকে বৈয়াকরণেরা অনুনাসিক বলেন। নাসিকা হইতে এই বর্ণ উচ্চারিত হয় বলিয়া চন্দ্রবিন্দুর ঐ প্রকার সংজ্ঞা।

হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহার সংজ্ঞা বিষ্ণুচাপ। পঞ্চদশ সূত্র "অ ইতি বিষ্ণুচাপঃ। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবর্ণো বিষ্ণুচাপনামা। অনুনাসিকশ্চ নাসিকা ভবোঽয়ং। সানুনাসিকস্তু মুখনাসিকাভবঃ।

অনুস্বার: বৈয়াকরণেরা অনুস্বারের উচ্চারণ জন্য অকার যোগে অনুস্বারকে অং বলেন। অনুস্বারের অন্য নাম বিন্দু এবং লব। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহার সংজ্ঞা বিষ্ণুচক্র। হরিনামামৃত ব্যাকরণ চতুর্দ্দশ সূত্র "অং ইতি বিষ্ণুচক্রম্। অকার উচ্চারণার্থঃ। বিন্দুস্বরূপো বর্ণো বিষ্ণুচক্রনামা। অনুস্বারো বিন্দুর্লবশ্চ।

অন্তস্থবর্ণ:—য র ল ব এই চারিবর্ণকে বৈয়াকরণেরা অন্তস্থবর্ণ বা যর্ নামে সংজ্ঞিত করেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহাদের সংজ্ঞা হরিমিত্র। সপ্তবিংশ সূত্র "য র ল বা হরিমিত্রাণি। অন্তস্থা। যলশ্চ। এতে স বিষ্ণুচাপা নির্ব্বিষ্ণুচাপাশ্চ।" চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ও চন্দ্রবিন্দুহীন অন্তস্থবর্ণ।

অপরাধ ভঞ্জন পাট:—শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ও চাপাল গোপাল কৃষ্ণানন্দ তান্ত্রিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অপরাধ মার্জ্জনা হওয়ায় কুলিয়া গ্রামকে অপরাধভঞ্জন পাট বলিয়া কথিত হয়। কাঁচড়াপাড়ার নিকট কুলিয়া বলিয়া যে স্থান আছে তাহা ভ্রমক্রমে ভৌগলিক সংস্থান রহিত হইয়া বলাগড় নিবাসী কোন গঙ্গাবংশীয় ঐরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ত্তমান সময়ে যেখানে মিউনিসিপাল টাউন নবদ্বীপ বসিয়াছে উহাই কুলিয়া গ্রাম। চৈতন্য ভাগবত বলেন "সবে মাত্র গঙ্গা নবদ্বীপ কুলিয়ায়। নবদ্বীপ একপারে মধ্যে গঙ্গা ও অপর পারে কুলিয়া।

চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়

"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি।
সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ সবে পার হইল।
ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ।
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকলে ক্ষমিয়া প্রভু করিয়া প্রসাদ॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

নিত্যানন্দ প্রভু

খালাছাড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড প্রথম অধ্যায়

কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল বিপ্রেরে ক্ষমা শ্রীবাস অপরাধ॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে॥

চৈতন্যমঙ্গলে

গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তার মর্ম্ম॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে

তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া নামগ্রামে মাধবদাস-বাট্যামুত্তীর্ণবান্। এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনা এব চলিতবান্।

শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য বিংশতিসর্গে

অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারেগঙ্গং পশ্চিমে কাপি দেশে।

চৈতন্য ভাগবতে মধ্য ২১ অধ্যায়

একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ।
চারিদিকে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দপণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥

এই গ্রামে যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র বাস করিতেন। ছকড়ি তিনকড়ি ও দোকড়ি। তাঁহাদের প্রকৃত নাম মাধবদাস, হরিদাস ও কৃষ্ণ-সম্পত্তি ইহা বংশীলীলামৃত সংস্কৃতগ্রন্থে লিখিত আছে। ছকড়ি চট্টের পুত্র বংশীবদন শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস করিবার পরে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী পাহাড়পুর গ্রাম ছিল তাহার কোন নিদর্শন সম্প্রতি নাই।

সম্প্রতি কুলিয়ার গঞ্জ তেঘরির কোল, কোল আমাদ প্রভৃতি স্থান এবং কুলিয়ার দহ নামক গঙ্গাপূর্ব্ব-খাত সংজ্ঞিত হইতেছে।

অপ্রারব্ধ পাপ :—উত্তমাভক্তি উদিতা হইলে ছয়প্রকার ফলোদয় হয়। তন্মধ্যে ক্লেশসংহারিণী অন্যতম। ক্লেশ তিনপ্রকার

পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা। পাপ দুই প্রকার অপ্রারব্ধ পাপ ও প্রারব্ধ পাপ। যে পাপ অফলোন্মুখ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ কালের প্রারম্ভ উপস্থিত হয় নাই অথচ পাপফল সঞ্চিত আছে। তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ প্রথম লহরীতে

ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা।
অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্দ্বিধা॥

ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে অপ্রারব্ধ পাপ অর্থাৎ যে পাপের ফলারম্ভ হয় নাই তাহা ও ধ্বংশ হয় শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধে

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

অভিনিষ্ঠান :—বৈয়াকরণেরা (ঃ) বিসর্গবর্ণকে অভিনিষ্ঠান, বিসৃষ্ট, বিসর্জ্জনীয় এই ত্রিবিধ আখ্যা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা বিষ্ণুসর্গ। ষোড়শসূত্র "অঃ ইতি বিষ্ণুসর্গঃ। বিন্দুদ্বয়াকারো বর্ণো বিষ্ণুসর্গনামা বিসর্গঃ বিসর্জ্জনীয়ঃ বিসৃষ্টোঽভিনিষ্ঠানশ্চ।

অমোঘ :- মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও বিদ্যাবাচস্পতি। বাসুদেবের কন্যার নাম ষাঠি। তাহার সহিত অমোঘের বিবাহ হওয়ায় অমোঘ সার্ব্বভৌমের জামাতা। অমোঘ শ্রীপুরুষোত্তমে সার্ব্বভৌমের বাটীতে থাকিতেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ ও সাধুনিন্দা পরায়ণ ছিলেন।

একদিন মহাপ্রভুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজগৃহে নিমন্ত্রণ স্বীকার করাইয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী বঙ্গদেশীয় ও উৎকলদেশীয় পাকপ্রণালী মতে বিবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা প্রভুর সন্তর্পণ করাইতেছেন। ভট্টাচার্য্য স্বয়ং

তথায় অমোঘসদৃশ নিন্দকের আসিবার অবসর দিতেছেন না কিন্তু যেমন একটু অমনোযোগী হইয়াছেন অমনি জামাতা অবসর বুঝিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং খাদ্য সমূহ দর্শন করিয়া নিন্দাবাদ অবলম্বনে বলিতে লাগিলেন এই দশজনের খাদ্য একজন সন্ন্যাসী কিরূপে আহার করিবেন। মহাপ্রভুর নিকট এরূপ কঠোর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী বক্ষে ও শিরে করাঘাত করিয়া নিজ মন্দভাগ্যের কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য্য লগুড় লইয়া অমোঘের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অমোঘ ভয়ে আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিলেন। পরিশেষে ভট্টাচার্য্য তাহার মৃত্যুকামনা করিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন। নিজকন্যাকে তাদৃশ পতিতপতির সঙ্গবর্জ্জন করিবার উপদেশ দিলেন। আত্মবিনাশ বা অমোঘবিনাশজনিত ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইবেন ভাবিয়া তাহার আজীবন মুখদর্শনে বিরত থাকিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিলেন। মহাপ্রভুকে নানা অনুনয় বিনয়বাক্যদ্বারা নিজের অপরাধ ক্ষমাপণ করাইবার বহুল প্রয়াস পাইলেন এবং অবশেষে বিপ্র-দম্পতি নিরশনে দিবস যাপন করিলেন। রাত্রে অমোঘের বিসূচিকা ব্যাধি হইল। ভট্টাচার্য্যের ভগিনীপতি গোপীনাথ মহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে সকল কথাই বলিলেন। করুণাময় শচীনন্দন অমোঘের নিকট আসিয়া কহিলেন, তুমি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণের রসতিযোগ্য হৃদয় লাভ করিয়া তথায় মাৎসর্য্য চণ্ডাল স্থাপন করিয়া স্থান অপবিত্র করিলে কেন? সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে তোমার সকল কলুষ নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে উঠিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর, অচিরে ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন। অমোঘও নিরাময় হইয়া উঠিয়া কৃষ্ণনাম বলিলেন এবং সেইদিন হইতে ভক্তিলাভ করিলেন। শ্বশুর শ্বশ্রূ উভয়েই শান্ত হইলেন। অমোঘ

মহাশয় শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যতা লাভ করিলেন। চরিতামৃত মধ্যপঞ্চদশে এই ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে।

অব্রহ্মণ্য :—পাল্যদিগের অপালন। ইহা ত্রয়োদশ নৃশংসের অন্যতম। মহাভারত নীলকণ্ঠ টীকা উদ্‌যোগ পর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৮ শ্লোক। "শক্তৌ সত্যাং স্বীকৃত স্ত্র্যাদেঃ পালনমকুর্ব্বন্।" অত্যন্ত হিংস্র নৃশংস ছয়টী পাপের মধ্যে ইহা একটী।

অর্ব্বৎ :—অশ্ব। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।২১ শ্লোক "এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃ স্মৃতঃ। হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্নদান্তস্যার্ব্বতো মুহুঃ॥"

অল্ :—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ। ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ। এই সকল বর্ণকে অল্ বলে। ইহাদের অন্য সংজ্ঞা অক্ষর। শ্রীনারায়ণ হইতে এই বর্ণক্রম সমুদ্ভূত হইয়াছে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ। প্রথমসূত্র "নারায়ণা-দুদ্ভূতোয়ং বর্ণক্রমাঃ।"

অষ্টপদী :- শ্রীজয়দেব প্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থের দাক্ষিণাত্য দেশে প্রচলিত নামবিশেষ। এই গ্রন্থে আটটী অধ্যায় সংস্কৃত পদসমূহ আছে বলিয়া ইহার নাম অষ্টপদী। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত টীকা গুলি আছে।

১। বালবোধিনী (চৈতন্যদাস)

২। অর্থরত্নাবলী (চৈতন্যদাস)

৩। অর্থরত্নাবলী (গোপাল)

৪। কৃষ্ণদাস টীকা

৫। কৃষ্ণদত্ত টীকা

৬। পদদ্যোতনী (নারায়ণ ভট্ট)
৭। পদভাবার্থচন্দ্রিকা (শ্রীকান্ত মিশ্র)
৮। তিলকোত্তম (হৃদয়াভরণ)
৯। পীতাম্বর টীকা
১০। ভাববিভাবিনী (উদয়নাচার্য্য)
১১। ভাবাচার্য্য টীকা
১২। প্রথমাষ্টপদী বিবৃতি (দীক্ষিত)
১৩। শ্রীহর্ষ টীকা
১৪। মানঙ্ক টীকা
১৫। মাধুরী (রাম দত্ত)
১৬। মাধুরী (রাম তারণ)
১৭। বচন কলিকা
১৮। রত্নমালা (কমলাকর)
১৯। রসিকপ্রিয়া (কুম্ভকর্ণ মহেন্দ্র)
২০। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী (নারায়ণ দাস)
২১। রসকদম্ব কল্লোলিনী (ভগবদ্দাস)
২২। স্বানন্দ গোবিন্দ (রূপদেব)
২৩। স্বানন্দ গোবিন্দ (লক্ষ্মণ ভট্ট)
২৪। শ্রুতিরঞ্জিনী (লক্ষ্মণ সূরি)
২৫। শ্রুতিরঞ্জিনী (বনমালি ভট্ট বা দাস)
২৬। শ্রুতিরঞ্জিনী (বিশ্বেশ্বর ভট্ট)
২৭। রসমঞ্জরী (শঙ্কর মিশ্র)
২৮। শালিনাথ টীকা

২৯। সাহিত্য রত্নাকর (শেষ রত্নাকর)

৩০। পূজারী গোস্বামী টীকা।

অষ্টপ্রমাণ :—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব এবং ঐতিহ্য।

"১। অর্থসন্নিকৃষ্টং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষং।

২। অনুমিতিকরণং অনুমানং। অগ্ন্যাদিজ্ঞানমনুমিতিঃ তৎকরণং ধূমাদিজ্ঞানং।

৩। আপ্তবাক্যং শব্দঃ।

৪। উপমিতিকরণং উপমানং। গোসদৃশো গবয় ইত্যাদৌ সংজ্ঞা-সংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানমুপমিতিঃ তৎকরণং সাদৃশ্যজ্ঞানং।

৫। অসিদ্ধ্যদর্থদৃষ্ট্যা সাধকান্যার্থকল্পনমর্থাপত্তিঃ। যথা দিবাভুঞ্জানে পীনত্বং রাত্রিভোজনং কল্পয়িত্বা সাধ্যতে।

৬। অভাবগ্রাহিকানুপলব্ধিঃ ভূতলে ঘটানুপলব্ধ্যা যথা ঘটাভাবো গৃহ্যতে।

৭। সহস্রে শতং সম্ভবেদিতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনা সম্ভবঃ।

৮। অজ্ঞাতবক্তৃকং পরম্পরাপ্রসিদ্ধমৈতিহ্যং যথেহ তরৌ যক্ষোঽস্তি।"

(শ্রীমদ্ বলদেব টীকা তত্ত্বসন্দর্ভ সংখ্যা ৯)

অসূয়া :—পরগুণেষু দোষদর্শনং (মহাভারত, উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোক নীলকণ্ঠ টীকা)

অস্পর্শী :—স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণ অস্পর্শী। ক চ ট ত প বর্গ পাঁচটী স্পর্শী এবং অন্তস্থবর্ণগুলি ঈষৎ স্পর্শী। হরিনামামৃত ব্যাকরণ চতুস্ত্রিংশ সূত্র। অস্পর্শী প্রযত্ন সর্ব্বেশ্বরাণাং স্পর্শী বিষ্ণুবর্গাণাং ঈষৎ স্পর্শী হরিমিত্রাণাম্। স্বরবর্ণগুলি বৈয়াকরণেরা অস্পর্শবর্ণ বলিয়া স্থির করেন।

অং :—বৈয়াকরণেরা অনুস্বারের উচ্চারণ জন্য অকার যোগে অনুস্বার উচ্চারণ করিয়া থাকেন। অনুস্বারের অন্য নাম বিন্দু এবং লব। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা বিষ্ণুচক্র। হরিনামামৃত ব্যাকরণ চতুর্দ্দশ সূত্র "অং ইতি বিষ্ণুচক্রম্" অকার উচ্চারণার্থঃ। বিন্দুস্বরূপো বর্ণো বিষ্ণুচক্রনামা অনুস্বারো বিন্দুর্লবশ্চ।

অঁ :—চন্দ্রবিন্দুকে বৈয়াকরণেরা অনুনাসিক বা সানুনাসিক বলেন। এই বর্ণ মুখ ও নাসা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া ঐরূপ সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে এই বর্ণের সংজ্ঞা বিষ্ণুচাপ। পঞ্চদশ সূত্র "অঁ ইতি বিষ্ণুচাপঃ।" অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবর্ণো বিষ্ণুচাপনামা। অনুনাসিকশ্চ নাসিকা ভবোঽয়ং। সানুনাসিকস্তু মুখনাসিকাভবঃ।

অঃ :—এই বর্ণকে বৈয়াকরণেরা বিসর্গ, বিসর্জ্জনীয়, বিসৃষ্ট এবং অভিনিষ্ঠান সংজ্ঞা প্রদান করেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে বিসর্গের নাম বিষ্ণুসর্গ। ষোড়শ সূত্র "অঃ ইতি বিষ্ণুসর্গঃ বিন্দুদ্বয়াকারো বর্ণো বিষ্ণুসর্গনামা। বিসর্গঃ বিসর্জ্জনীয়ঃ বিসৃষ্টোঽভিনিষ্ঠানশ্চ।

আগম :—বৈয়াকরণেরা প্রকৃতিপ্রত্যয়ের মধ্যে যে নূতনভাবে বর্ণবিধান প্রবর্ত্তন করেন তাহাকে "আগম" আখ্যা দেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে আগমকে বিষ্ণু বলে। চত্বারিংশ সূত্র "আগমো বিষ্ণুঃ। বিষ্ণুর্যথা মধ্যতঃ স্বয়ং আবির্ভূয় পোষকো ভবতি তথা যো বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স আগমো বিষ্ণুশ্চোচ্যতে।

আচার্য্য হৃদয় :—এই নিরপেক্ষ গ্রন্থে নিম্নবর্ণজাত মহাপুরুষগণের উচ্চাধিকার সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৈশিক (বরাহ) পুরাণ পরাশর ভট্টাচার্য্যের টীকায় ঐরূপ মতের পোষণ দেখা যায়।

আঢ্‌বর্‌ বা আল্‌বর্‌ঃ—ইহা একটি দ্রাবিড়ী শব্দ, তামিল ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ দিব্যসূরি বা দিব্য যোগী বা নিত্যযোগী। বিশিষ্টাদ্বৈত বিশ্বাসমতে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের অতি প্রাচীন সিদ্ধপার্ষদ মহাত্মাগণ এইরূপ সংজ্ঞায় কথিত হইতেন।

আল্‌বরগণের সংখ্যা কাহারও মতে দশ এবং অন্য মতে দ্বাদশ। বৈকুণ্ঠ হইতে এই সকল নারায়ণপার্ষদ ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত দিব্যসূরি চরিতম্‌ ও প্রপন্নামৃতং গ্রন্থে তামিল ও সংস্কৃত মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত গুরুপরম্পরা প্রভাব, প্রবন্ধসার, উপদেশ রত্নমালা, এবং দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত পঢ়নড়ই বিলক্কম্‌ নামক গ্রন্থচতুষ্টয়ে উল্লিখিত আছে।

প্রপন্নামৃতের ৭৪ অধ্যায় ১৫ শ্লোকে লিখিত আছে যে ঃ—কাষারভূত মহদাহ্বয়ভক্তিসারাঃ শ্রীমচ্ছঠারি-কুলশেখর-বিষ্ণুচিত্তাঃ। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু মুনিবাহচতুষ্কবীন্দ্রাঃ তেদিব্যসূরয় ইতি প্রথিতা দশোর্ব্যাং॥ গোদাযতীন্দ্র-মিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্‌ বিদুর্ব্বুধাঃ। বিসৃজ্য গোদাং মধুর কবিনা সহ সত্তম॥ কেচিদ্দ্বাদশসংখ্যাতান্‌ বদন্তি বিবুধোত্তমাঃ।

১। কাষার মুনি, বা সরযোগী (দ্রাবিড় ভাষা পয়গই আল্‌বর্‌)

২। ভূত যোগী (দ্রাবিড়—পুদত্ত আল্‌বর্‌)

৩। ভ্রান্ত যোগী বা মহদ্‌ (দ্রাবিড়—পে আল্‌বর্‌)

৪। ভক্তিসার (দ্রাবিড়—তিরুমঢ়িসাইপ্পিরাণ আল্‌বর্‌)

৫। শঠারি, শঠকোপ, পরাঙ্কুশ, বকুলাভরণ (দ্রাবিড় —নম্মাল্‌বর্‌)

৬। কুলশেখর (দ্রাবিড়—কুলশেখর আল্‌বর্‌)

৭। বিষ্ণুচিত্ত (দ্রাবিড়—পেরি ই আলবর্‌)

৮। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (দ্রাবিড়—তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আল্‌বর্)

৯। মুনিবাহ, যোগীবাহ, প্রাণনাথ (দ্রাবিড়—তিরুপ্পাণি আল্‌বর্)

১০। চতুষ্কবি, পরকাল (দ্রাবিড়—তিরুমন্‌গই আল্‌বর্) এই দশজন সর্ব্ববাদিসম্মত দিব্যসূরি ব্যতীত অন্য কেহ

১১। গোদা (দ্রাবিড়—আণ্ডাল)

১২। রামানুজ (দ্রাবিড় যংবারুমানার, উদইয়াবার বা ইলাই অল্‌বর্) দ্বাদশটীকে আল্‌বর্ বা দিব্যসূরি বলিয়া থাকেন। অপরে গোদাদেবীকে বাদ দিয়া মধুরকবিকে দিব্যসূরি তালিকার অন্তর্গত করেন।

১৩। মধুর কবি (দ্রাবিড় মধুরকবিগল্ আল্‌বর্)

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে স্বতন্ত্রভাবে এবং শ্রীপেরম্বেদুরে এই দিব্যসূরিগণের মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয় দেখিয়াছি।

আদেশ :—বৈয়াকরণেরা যে বিধান দ্বারা একবর্ণের স্থানে অন্য বর্ণ পরিবর্ত্তন করেন তাহারই আদেশ সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে উহার বিরিঞ্চি সংজ্ঞা। উনচত্বারিংশ সূত্র। "আদেশো বিরিঞ্চিঃ।" বিরিঞ্চির্ব্রহ্মা যথৈকং বস্তূপাদায় অন্যৎ করোতি তথা যো বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স আদেশো বিরিঞ্চিশ্চোচ্যতে।

ইক্ :—ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই আটটী স্বরবর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণগণ ইক্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে এই আটটী স্বরবর্ণের সংজ্ঞা ঈশ। হরিনামামৃত ব্যাকরণ নবম সূত্র "দশাবতারা ঈশাঃ।" অ আ বর্জ্জিতা দশাবতারা ঈশনামানঃ।

ইচ্ :—ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই বারটী স্বরবর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণগণ ইচ্ বলেন। ইহার অপর সংজ্ঞা নামী। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে এই বারটী স্বরবর্ণের সংজ্ঞা "ঈশ্বর"।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ অষ্টমসূত্র "অআবর্জ্জিতাঃ সর্ব্বেশ্বরা ঈশ্বর-নামানঃ।"

ইন্ ঃ—ই ঈ উ ঊ এই চারি স্বরবর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ইন্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে এই চারি বর্ণের সংজ্ঞা "চতুঃসন।" হরিনামামৃত ব্যাকরণ একাদশ সূত্র "ই ঈ উ ঊ চতুঃসনাঃ।" ইনশ্চ।

ঈর্ষা ঃ—পরের ভাল দেখিতে অসমর্থতা। "পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুত্বং।" মহাভারত নীলকণ্ঠী টীকা উদ্‌যোগ পর্ব্ব অ ৪৩ শ্লোঃ ১৬।

ঈশ ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই আটটী স্বরবর্ণের ঈশ সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ ইহাদিগকে ইক্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ নবম সূত্র "দশাবতারা ঈশাঃ।" অ আ বর্জ্জিতা দশাবতারা ঈশনামানঃ।

ঈশ্বর ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই বারটী স্বরবর্ণের ঈশ্বর সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ ইহাকে নামী অথবা ইচ্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ অষ্টম সূত্র "অ আ বর্জ্জিতাঃ সর্ব্বেশ্বরা ঈশ্বরাঃ।" অ আ ইতি বর্ণদ্বয়বর্জ্জিতাঃ সর্ব্বেশ্বরা ঈশ্বরনামানঃ।

উক্ ঃ—উ ঊ ঋ ঌ এই চারি স্বরবর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা উক্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে এই চারিবর্ণের সংজ্ঞা "চতুর্ভুজ।" হরিনামামৃত ব্যাকরণ দ্বাদশসূত্র "উ ঊ ঋ ঌ চতুর্ভুজাঃ।" উকশ্চ। প্রয়োজনাভাবাৎ ৯ ঌ ন গৃহ্যতে।

উপদেশ রত্নমালা ঃ—শ্রীকান্তোপয়ন্তৃ মুনি প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আলবার এবং আচার্য্যদিগের কালনির্দ্দেশ, স্থান-নির্দ্দেশ ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ সমূহের সংক্ষেপ উল্লেখ। এই গ্রন্থে

৭৫টী শ্লোক আছে। শ্রীমণবাড় মুনি রচিত এই নামে যে তামিল গ্রন্থ আছে তাহাতে অনেকগুলি অধ্যায়। এই গ্রন্থে একটী মাত্র অধ্যায়। তবে বর্ণনীয় বিষয় এক বলিয়াই মনে হয়।

আদি শ্লোক ঃ—

প্রাক্ শ্রীগিরীন্দ্রগুরুরাড়ুপদিষ্টমার্গং
কার্ৎস্নেন সন্নিগদতো রুচিরোপয়ন্তঃ।
স্বপ্রেমতঃ সুকলিতামুপদেশরত্ন-
মালাং বহন্তি হৃদি যে মম তে শরণ্যাঃ॥ ১॥

অন্তিম শ্লোক ঃ—

রুচিরবরমুনেঃ কৃতিং প্রতীতাং দ্রবিড়ময়ীমুপদেশরত্নমালাম্।
অনুসমধিসিতাৎ পদাবলীনামনুপদি কল্পপদাভি জাতপদ্যৈঃ॥ ৭৫॥

উপদেশ রত্নমালই ঃ—শ্রীমণবাড় মহামুনি রচিত কতিপয় অধ্যায় যুক্ত তামিল ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আচার্য্য-গণের তালিকা এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী বর্ণিত আছে এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায় তৃতীয় শ্লোক "অড়বার্গল বঢ়ি অরুলিচ্চাইয়ল বাঢ়ি" অর্থাৎ "আলয়ারগণ জয়যুক্ত হউন তাঁহাদের আশীর্ব্বচন সমূহের জয় হউক।"

উষ্ম ঃ—বৈয়াকরণেরা শ ষ স হ এই চারি ব্যঞ্জনবর্ণকে উষ্ম সংজ্ঞা দেন। ইহার অন্য সংজ্ঞা ষিট্ এবং শল্। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহাদের সংজ্ঞা হরিগোত্র। অষ্টাবিংশ সূত্র। "শষসহা হরিগোত্রাণি। উষ্মানঃ ষিটঃ শলশ্চ।

একমাত্র ঃ—হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ একমাত্র। দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ মাত্রায় দ্বিগুণ এবং প্লুত স্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব

স্বরের উচ্চারণ মাত্রায় ত্রিগুণ এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ মাত্রা পরিমাণে সার্দ্ধৈকগুণ। ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণমাত্রা অর্দ্ধ প্রমিত হইয়াছে। একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে একমাত্র হ্রস্বস্বরের বামন সংজ্ঞা।

একাত্মক ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে দশাবতারের বা সমান বর্ণের বা অকের ক্রমান্বয়ে দুই দুইটী বর্ণ প্রত্যেকে এবং পরস্পর একাত্মক সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ চতুর্থসূত্র "তেষাং দ্বৌ দ্বাবেকাত্মকৌ।" তেষাং দশাবতারাণাং মধ্যে ক্রমেণ দ্বৌ দ্বৌ বর্ণৌ প্রত্যেকং পরস্পরঞ্চৈকাত্মকৌ জ্ঞেয়ৌ। যথা, অ আ ইতি দ্বৌ একাত্মকৌ ই ঈ ইতি দ্বৌ এবং উ ঊ ইত্যাদি অত্র সবর্ণ সংজ্ঞা চ।

এচ্ ঃ—এ ঐ ও ঔ এই চারি স্বরবর্ণকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এচ্ বলেন। অপরে সন্ধ্যক্ষর সংজ্ঞা প্রদান করেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে এই চারিবর্ণের "চতুর্ব্যূহ" সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ত্রয়োদশ সূত্র "এ ঐ ও ঔ চতুর্ব্যূহাঃ। সন্ধ্যক্ষরাণি এচশ্চ। এতে সর্ব্ব এব ত্রিবিক্রমাঃ। চতুর্ব্যূহ বা এচ্ দীর্ঘস্বর বলিয়া গণ্য।

কড়াং মঠ ঃ—কড়াং কটক হইতে ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে। তথায় শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ আছেন। শ্রীধ্যানচন্দ্রের শিষ্য শ্রীগোপাল দাস ইহা স্থাপন করেন। গুরুপরম্পরা যথা ঃ—শ্রীদামোদর দাস। শ্রীগুরেখ দাস। শ্রীকল্পতরু দাস। শ্রীবৃন্দাবন দাস। শ্রীলক্ষ্মণ দাস। শ্রীগোপীচরণ দাস। শ্রীরাধাচরণ দাস। শ্রীমীনচরণ দাস। শ্রীনারায়ণ দাস। কড়াং গ্রাম, তীরতল থানা, তীরতল ডাকঘর। কটক জিলা। ১০।১২ বাটী জমি আছে।

ক বর্গ ঃ—ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটী স্পর্শবর্ণকে কবর্গ বলে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা ক বিষ্ণু বর্গ। অপর বৈয়াকরণেরা "কু" সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ উনবিংশ সূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণু বর্গাঃ।" তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণু বর্গাঃ ভবন্তি। ক খ গ ঘ ঙ ইতি কবর্গঃ। প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে কবর্গ সবর্ণ এবং হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে সবর্গ। উনবিংশ সূত্রবৃত্তি" তত্র সমানবর্গঃ সবর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ।

কান্তিমালা টীকা ঃ—ইহা শ্রীবিষ্ণুপুরী কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের সার সংগ্রহ গ্রন্থ "ভক্তিরত্নাবলীর" সংস্কৃত টীকা। শ্রীবিষ্ণুপুরী নিজেই ঐ উদ্ধৃত শ্লোক গুলির সংস্কৃত টীকা লিখিয়া তাঁহার মূল গ্রন্থে এরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

ইত্যেষা বহুযত্নতঃ খলু কৃতা শ্রীভক্তিরত্নাবলী
তৎ প্রীত্যৈব তথৈব সম্প্রকটিতা তৎকান্তিমালা ময়া।

শ্রীবিষ্ণুপুরী তৈরভুক্ত পরমহংস বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তীরভুক্তি বা তিরহুট বা ত্রিহুত দেশীয় বলিয়া অনেকে বিষ্ণুপুরীর তৈরভুক্ত নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেন। বিষ্ণুপুরীর সতীর্থ শ্রীপুরুষোত্তমপুরী হইতে গুরুপরম্পরা ক্রমে কলিপাবনাবতার চৈতন্যচন্দ্র সপ্তম অধস্তন। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিষ্ণুপুরী বারাণসীতে বিন্দুমাধবের নিকট অবস্থানকালে ভক্তিরত্নাবলী সংগ্রহ এবং তাহার কান্তিমালা টীকা রচনা করেন। ভক্তিরত্নাবলীর একটী বাঙ্গালা পদ্যানুবৃত্তি আছে। উহা শ্রীহট্ট লাউরিয়া নিবাসী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুচর কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক রচিত। ১৫৫৫ শকাব্দে সকান্তিমালা ভক্তিরত্নাবলী সিদ্ধ হইল বলিয়া যে শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয় তাহা লেখকের, গ্রন্থকারের নহে।

কামঃ—স্ত্রী বাসনা। কামঃ স্ত্র্যভিলাষঃ নীলকণ্ঠটীকা মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

কুঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচটী বর্ণকে কু সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে কবর্গ বিষ্ণুবর্গ সংজ্ঞা। উনবিংশ সূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ। "তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। এতে বর্গাশ্চ। ক খ গ ঘ ঙ ইতি কবর্গঃ। এবং চবর্গঃ টবর্গঃ তবর্গঃ পবর্গশ্চ। এতে কু চু তু টু পু নামানশ্চ। স্পর্শাস্তু সর্ব্ব এব। প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে ক বর্গ সবর্ণ এবং হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে সবর্গ উনবিংশ সূত্রবৃত্তি "তত্র সমানবর্গঃ সবর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ।

কুরালঃ—তামিল ভাষায় লঘুপদী চ্ছন্দকে কুরাল চ্ছন্দ বলে। শঠকোপদাস কুরাল চ্ছন্দে কতিপয় তামিল কবিতা রচনা করিয়াছেন। কুরাল ভাষ্যকার পরিমেল আড়্‌গর শঠকোপের কুরাল চ্ছন্দ নিজভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। এই চ্ছন্দ তামিল ভাষার শেষ পরিণতি সময় সৃষ্ট হইয়াছে কেহ কেহ অনুমান করেন। পাণ্ড্যদেশকে কুড়াল দেশ কহে।

কূরেশ বিজয়ঃ— এই গ্রন্থ কূরনাথ বিরচিত। ইহাতে নারায়ণের পারতম্য প্রমাণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থ পাঠে জানা যাইবে।

কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীঃ—ইনি রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র এবং বালুচরের গাম্ভিলা নামক পল্লীবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য এবং দত্তক বা পালিত পুত্র। রামকৃষ্ণ আচার্য্য বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যতা লাভ করিয়া তদীয় অন্যতম শিষ্য রাঢ়ীশ্রেণীস্থিত শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর সহিত বিশেষ প্রণয়সূত্রে

আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক রূপে প্রদান করেন। শ্রীনরোত্তম বিলাস "শ্রীকৃষ্ণ চরণ চক্রবর্ত্তী দয়াময়। রামকৃষ্ণ আচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয়॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ গুণ না পারি কহিতে। যৈছে শিষ্য হৈল তাহা কহি সংক্ষেপেতে॥ রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ এক প্রাণ। দেহমাত্র ভিন্ন লোকে করে এক জ্ঞান॥ শ্রীঠাকুর চক্রবর্ত্তী সন্তানরহিত। কে বুঝিতে পারে তাঁর অকথ্য চরিত॥ আচার্য্য জানিয়া মনোবৃত্তি হর্ষ মনে। অল্পকালে দিলা পুত্র গঙ্গানারায়ণে॥ শ্রীকৃষ্ণচরণ ভক্তিরস আস্বাদনে। তার্কিকাদি পাষণ্ডিগণের নাহি গণে॥

গুরুপরম্পরা ঃ—১। শ্রীমন্মহাপ্রভু। ২। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী। ৩। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর। ৪। শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ৫। শ্রীকৃষ্ণ চরণ চক্রবর্ত্তী।

শিষ্যপরম্পরা ঃ—১। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী। ২। শ্রীরাধারমণ। ৩। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ৪। শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। পুত্র নরহরি দাস (ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বীয় স্তবামৃত লহরী গ্রন্থে পরম গুরু প্রভুবরাষ্টক নামে যে নয়টী মহিমাময় পদ্য লিখিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে কৃষ্ণচরণ বিশেষ ভক্তিমান্ থাকিয়া ব্রজজনের মহিমা প্রচার পূর্ব্বক জীবগণের পার্থিব আসক্তি ত্যাগ করাইয়াছিলেন এবং নিজে যমুনাতটে কুটীরে বাস করিতেন। ব্রজললনাগণের ভাব সার্ব্বভৌম কি প্রকারে হয়, তাঁহাদের ভাবানুগমনের সাধন কিরূপ, কে যোগ্য অধিকারী এই সকল উপদেশ বিষয়ে এবং বিরুদ্ধ মতবাদিদিগের সম্যক্ পরাজয়ে নিপুণ ছিলেন। তিনি বার্ষভানবীর বেশভূষা ও আহার্য্য বিষয়িণী অষ্টকাল সেবায় দিনপাত করিতেন। ভাবভরে নৃত্য কীর্ত্তন এবং ভক্তিশাস্ত্র

ব্যাখ্যা করতঃ স্বয়ং ও শ্রোতৃবর্গকে অপূর্ব্ব আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন করিতেন। তিনি গঙ্গাতীরে শ্রীমদন মোহন দেবের সেবায় রসিকভক্তসঙ্গে বাস করিয়া অনুগতজনের প্রতি ক্ষমাশীল ও বিষয়ীদিগকে ঘৃণা করিয়া পতিতগণের উদ্ধার করিতেন।

মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সৈয়দাবাদ গ্রামে কৃষ্ণচরণ অবস্থান করিতেন।

কৃষ্ণমঙ্গল ঃ— শ্রীপরশুরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত বাঙ্গালা পয়ারাদি গীতিচ্ছন্দে কৃষ্ণলীলা লিখিত। এই গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গলের অনুকরণে রচিত হয় এবং ইহার গান অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। গ্রন্থ খানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। (একখণ্ড অসম্পূর্ণ হস্তলিপি শ্রীযুত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত দেখিলাম) প্রায় ১৫০ পৃ।

কেশব কাশ্মীরী ঃ—শ্রীচৈতন্য প্রথম শতাব্দীর প্রথম পাদান্তে কাশ্মীর দেশীয় কেশব নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের নানাস্থানে পণ্ডিতকুলকে জয় করিয়া বঙ্গদেশে নবদ্বীপ নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক এই ক্ষমতা ছিল যে তিনি সরস্বতীকৃপাবলে অনর্গল শ্লোক রচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার আগমনে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ অনেকেই বিহ্বল হইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সেইকালে সুরধনীতীরে বিদ্বদ্বর্গ সমাবৃত হইয়া বিদ্যাবিলাসে কালক্ষেপ করিতেন। দিগ্বিজয়ী তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে নব্য বৈয়াকরণ জ্ঞানে নিজের পাণ্ডিত্যবিকাশের অবসর পাইলেন। চতুর্দ্দশ ভুবনপতি তাঁহাকে গঙ্গামাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শ্লোকরচনা করিতে বলিলেন। তদনুসারে কেশব পণ্ডিত অনেকগুলি শ্লোক রচনাপূর্ব্বক বলিয়া গেলেন। শ্রীমহাপ্রভুদ্বারা নিজ শ্লোক রচনার প্রশংসাবাদ করাইবার অভিপ্রায়ে

গুণবর্ণনে অনুরোধ করায় বিশ্বম্ভর তাঁহার রচিত শ্লোকাবলীর সমগ্র গুণ ও দোষ দেখাইয়া দিলে কেশব বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া অভীষ্ট দেবীর নিকট অনুযোগ উপস্থিত করায় ভুবনৈকবন্দ্যের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহার গরিমার অসারতা উপলব্ধি করিয়া তিনি দিগ্বিজয় বৃত্তি ত্যাগ করিলেন। ইনি শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে ইনি বিশেষ প্রভুতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে তাঁহার গুরু পরম্পরা এবম্প্রকার লিখিত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকরোদ্ধৃত কেশব কাশ্মীরীর গুরু পরম্পরা।

গুরুপরম্পরা—

১। শ্রীনারায়ণ	১৪। শ্যামাচার্য্য
২। হংস	১৫। গোপালাচার্য্য
৩। সনকাদি চতুঃসন	১৬। কৃপাচার্য্য
৪। নারদ	১৭। দেবাচার্য্য
৫। নিম্বাদিত্য	১৮। সুন্দর ভট্ট
৬। শ্রীনিবাসাচার্য্য	১৯। পদ্মনাভ ভট্ট
৭। বিশ্বাচার্য্য	২০। উপেন্দ্র ভট্ট
৮। পুরুষোত্তমাচার্য্য	২১। রামচন্দ্র ভট্ট
৯। বিলাসাচার্য্য	২২। বামন ভট্ট
১০। স্বরূপাচার্য্য	২৩। কৃষ্ণ ভট্ট
১১। মাধবাচার্য্য	২৪। পদ্মাকর ভট্ট
১২। বলভদ্রাচার্য্য	২৫। শ্রবণ ভট্ট
১৩। পদ্মাচার্য্য	২৬। ভূরি ভট্ট

২৭। মাধব ভট্ট
২৮। শ্যাম ভট্ট
২৯। গোপাল ভট্ট
৩০। বলভদ্র ভট্ট।
৩১। গোপীনাথ ভট্ট
৩২। কেশব ভট্ট
৩৩। গোকুল ভট্ট
৩৪। কেশব কাশ্মীরী দিগ্বিজয়ী

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট কেশব যে গঙ্গাস্তোত্র মুখে মুখে রচনাকরেন তাহার একটী শ্লোক চরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্য-চরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

দিগ্বিজয়ীর শ্লোকটীতে পাঁচটী দোষ আছে প্রভু দেখাইয়া দিলেন ১।২ অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ দুই স্থলে আছে ৩। বিরুদ্ধমতি দোষ ৪। ভগ্নক্রম দোষ ৫। পুনরাত্ত দোষ।

১। অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ ঃ— বিধেয় অর্থে সাধ্য অজ্ঞাত বস্তু। অনুবাদ অর্থে উদ্দেশ্য, জ্ঞাতবস্তু। ইদং শব্দ অনুবাদ জ্ঞাতবস্তু; গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য অজ্ঞাত বস্তু। কিন্তু কাব্যপ্রকাশ বলেন অনুবাদ অর্থাৎ উদ্দেশ্য জ্ঞাত বস্তুর কথা অগ্রে না বলিয়া বিধেয় অর্থাৎ অজ্ঞাত সাধ্য বস্তুর কথা পূর্ব্বে বলিবে না। এরূপ অলঙ্কার দোষকে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ বা বিধেয়াবিমর্শ সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

২। অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ ঃ—দ্বিতীয় শব্দ বিধেয় তাহা অগ্রে উক্ত হওয়ায় দ্বিতীয় শব্দ সমাসের অংশবিশেষ হওয়ায় লক্ষ্মীর সমতা অর্থ নষ্টকরিয়াছে।

৩। বিরুদ্ধমতি ঃ—ভবের স্ত্রী ভবানী। ভবানীপতি বলিতে গেলে বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয়।

৪। ভগ্নক্রম ঃ—প্রথমপাদে ৫টী তকার ও ৩টী মকার আছে। তৃতীয় পাদে ৫টী রকার আছে। চতুর্থ পাদে ৪টী ভকার আছে। কেবল দ্বিতীয় পাদে অনুপ্রাস নাই। ২য় পাদে অনুপ্রাস ভগ্ন হইয়াছে।

৫। পুনরাত্ত ঃ—বাক্য সমাপ্ত করিবার পর পুনরায় বলিবার প্রয়াস বিভবতি ক্রিয়া পদ সমাপ্তির পর পুনর্ব্বার "অদ্ভুত গুণা" বিশেষণ শব্দ।

গুণ কথন ঃ—শব্দালঙ্কার ২টী ও অর্থালঙ্কার ৩টী।

১ শব্দালঙ্কার ঃ—অনুপ্রাস তিন চরণে আছে।

২ শব্দালঙ্কার ঃ—শ্রীলক্ষ্মী একার্থ বাচক শুনা গেলেও ভিন্নার্থ বোধক ইহা পুনরুক্তবদাভাস শব্দালঙ্কার।

১ অর্থালঙ্কার ঃ—লক্ষ্মীরিব উপমা প্রকাশ অর্থালঙ্কার।

২ অর্থালঙ্কার ঃ—গঙ্গাজলে কমল জন্ম এখানে পদকমলে গঙ্গাজন্ম বলায় বিরোধাভাস।

৩ অর্থালঙ্কার ঃ—হেতুর দ্বারা সাধ্যের জ্ঞান। সাধন হইতে অনুমান বিনাশ করিয়া সাধ্যের জ্ঞান। বিষ্ণুপদ হইতে উৎপত্তিরূপ হেতুর দ্বারা সাধ্য বস্তু গঙ্গার মহত্ত্ব জ্ঞান হইল বলিয়া অনুমানালঙ্কার।

কেশব কাশ্মীরী বা কেশবাচার্য্য তাঁহার সাম্প্রদায়িক মূলাচার্য্য শ্রীনিম্বার্কের রচিত বেদান্তসূত্রের পারিজাত ভাষ্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের পারিজাত ভাষ্যের টীকা বেদান্ত কৌস্তুভ উভয়ের অনুগমন পূর্ব্বক "কৌস্তুভ প্রভা" নাম্নী চূর্ণিকা রচনা করেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের এক খানি টীকা রচনা করেন ও লঘুকেশব নামে এক গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ও কেশবের কথা বর্ণিত আছে।

কোলেরুন্ঃ— কাবেরির যে ধারা ত্রিচিনপল্লী শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রের পার্শ্বে প্রবাহিতা। কোল্লড়ম্ বা কল্লেড়ম্ অন্য নাম।

ক্রোধঃ— ইচ্ছা সফল না হইলে তাহা হইতে যে আক্রোশ-তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ হয় তাহাই ক্রোধ। "ক্রোধঃ ইচ্ছা প্রতীঘাতোত্থ আক্রোশতাড়নাদিহেতুর্মনস্তাপঃ।" নীলকণ্ঠটীকা মহাভারত উদ্-যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

খফ্ বা খয়্ঃ— বৈয়াকরণেরা বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ণ গুলিকে খফ্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সাত্বত সংজ্ঞা ত্রয়স্ত্রিংশ সূত্র "শৌরিবর্জ্জিতাস্তু সাত্বতাঃ।" শৌরিবর্জ্জিতাস্তু যাদবাঃ সাত্বতনামানঃ। খয়শ্চ। ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ।

খস্ ঃ— প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ এবং শ ষ স এই ত্রয়োদশ বর্ণকে খস্ বা অঘোষ সংজ্ঞা দেন। হরি-নামামৃত ব্যাকরণে ইহাদের সংজ্ঞা যাদব। দ্বাত্রিংশসূত্র "যাদবা অন্যে।" গোপালেভ্যোঽন্যে বিষ্ণুজনা যাদবনামানঃ এতে অঘোষাঃ খসশ্চ।

গদাধর দাসঃ—কলিকাতা হইতে চারিক্রোশ উত্তরে ভাগীরথী তীরে এঁড়িয়াদহ গ্রাম। এই গ্রামে দাস গদাধর বাস করিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে কালে নীলাচল হইতে গৌড়দেশে ভক্তিপ্রচারের জন্য শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হন তৎকালে ১৪৩৪ শকাব্দে গদাধর তাঁহার প্রচারকার্য্যে একজন প্রধান সহায় হন।

শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্য গোঁসাঞীর ভক্ত রহে তাঁর পাশ॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিল তাঁর সাথে॥ চৈ চ আদি

যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥
রামদাস গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে॥　চৈ চ

শ্রীগৌরাঙ্গ শাখা বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈ চ আদি লিখিয়াছেন।

শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি॥

শ্রীগদাধর দাস সকলকে হরি নাম করিতে উপদেশ করিতেন। সেই গ্রামের কাজী কীর্ত্তনবিরোধী ছিলেন। শ্রীদাস গদাধর একদিন রাত্রকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজী উদ্ধারের মানসে তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে কাজী আগামী কল্য হরি বলিব বলায় শ্রীগদাধর দাস প্রেমসুখ পূর্ণ হইয়া বলেন ঃ—

আর কালি কেনে।
এইত বলিলা হরি আপন বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণে।
যখনে করিলা হরিনামের গ্রহণে॥　চৈ ভা

শ্রীকবিকর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশে লিখিয়াছেন।

রাধা বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তি পুরা ব্রজে।
সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ্যো গদাধরঃ।
পূর্ণানন্দো ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণী।
সোপি কার্য্যবশাদেবং প্রাবিশত্তং গদাধরম্।

শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রীদাস গদাধর শ্রীরাধিকার বিভূতিস্বরূপ চন্দ্রকান্তি

এবং গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। ইঁহাতেই শ্রীবলদেবের প্রিয়াগ্রণী প্রবেশ করিয়াছেন। নীলাচল হইতে গৌড়াগমনপথে শ্রীদাস গদাধর শ্রীরাধা-ভাবে মহা অট্টহাস্য সহ দধিবিক্রয়িণী হইয়া বাহ্য পরিচয় ভুলিয়াছিলেন। এড়িয়াদহে তাঁহার গৃহে নিত্যানন্দ প্রভু দেখিলেন গদাধর গোপীভাবে বিভোর হইয়া গাঙ্গতোয়পূর্ণ কুম্ভ মস্তকে লইয়া দুধ বিক্রয় করিতেছেন। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিতেছেন।

গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদাধর দাসে।
নিরবধি আপনারে গোপী হেন বাসে॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যেবার গৌড়মণ্ডল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করেন সেকালে পাণিহাটী গ্রামে রাঘব ভবনে উপস্থিত হন। চৈ ভা

রাঘব মন্দিরে শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর॥
প্রভুর পরম প্রিয় গদাধর দাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যাঁর বিগ্রহ প্রকাশ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তাঁর শিরে॥

এড়িয়াদহে গদাধরের ভবনে তাঁহার প্রকটকালে বাল গোপাল মূর্ত্তি ছিলেন। শ্রীমাধবানন্দ ঘোষ শ্রীগোপাল বিগ্রহের সম্মুখে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও শ্রীদাস গদাধরের সাহায্যে দানখণ্ড অভিনয় দ্বারা নৃত্যগীত করেন। শ্রীগদাধরের তিরোভাবে ঐ গ্রামে তাঁহার সমাধি হয়। সমাধিটী সংযোগী বৈষ্ণবগণের অধিকারে ছিল। কাল্‌নার শ্রীভগবান্ দাস বাবাজীর অনুজ্ঞামত নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী পরলোকপ্রাপ্ত মধুসূদন মল্লিক তথায় পাটবাটী স্থাপন পূর্ব্বক ১২৫৬ সালে শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা

করেন। এক্ষণে ঐ সেবা উহার পৌত্র বলাই বাবুর অধিকারে আছে।

গুণ রত্ন কোষ :— শ্রীকূরেশের পুত্র পরাশর ভট্টর প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ।

২১ শ্লো　　"যদ্দূরে মনসো যদেব ইত্যাদি—

গুণলেশ সূচক বা শ্রীনিবাস গুণলেশ-সূচকঃ—এই গ্রন্থের তিন চারিটী সংস্কৃত শ্লোক শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থে শ্রীনিবাস চরিত বর্ণনে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীকর্ণপূর কবিরাজ কৃত।

গুরুপরম্পরাপ্রভাবম্ :—শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের গুরু-গণের ও তৎপূর্ব্বের সিদ্ধভক্তমহাত্মগণের বৃত্তান্ত। পিম্বড়গিয় জীয়র নামক যতি মণিপ্রবাল অর্থাৎ সংস্কৃত ও তামিলমিশ্র ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। রামানুজের কালদ্বয় ব্যতীত অন্য কাহারও কাল ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থকারের গুরুপরম্পরা

রামানুজ　　পেরম্বেদুরের রামানুজীয়গণের নিকট এই গ্রন্থের এক
|
গোবিন্দ　　শ্লোক পাইয়াছি।
|
পরাশরভট্ট　　কল্যব্দে দিব্যকুম্ভে বুধজনবিদিতে বৎসরে পিঙ্গলাখ্যে
|
বেদান্তী (মাধব)　　চৈত্রে মাসে গতে চ ত্রিযুতদশদিনে দীপ্যমানে হিমাংশৌ।
|
নম্বিল্লাই নম্বুরবরদরাজ　　পঞ্চম্যার্দ্রা সমেতে সুরুগুরুদিবসে কর্কটাখ্যে চ লগ্নে
|
পিন্‌বড়গিয়জিয়ার　　শ্রীমান্ রামানুজার্য্যঃ সমজনি নিগমান্যার্থাসংরক্ষণার্থং ॥

গুরুপরম্পরা প্রভাবম্ :— তৃতীয় ব্রহ্মতন্ত্রস্বতন্ত্র জীয়র্ প্রণীত। ইহাতে বড়গলই গুরুপরম্পরা এবং বেদান্ত দেশিকের ধারা

কথিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের বৃহৎ ও লঘু গুরুপরম্পরা প্রভাবম্ নামক দুইখানি গ্রন্থ আছে। বৃহৎগ্রন্থে দ্বাদশ সহস্র ও লঘু গ্রন্থ যাহা মুদ্রিত হইয়াছে উহাতে তিন সহস্র শ্লোক আছে। মহীশূরে পরকালস্বামিমঠে বৃহৎগ্রন্থ আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

গোপ্পণার্য্য ঃ—ত্রয়োদশ শকশতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিজয় নগরাধিপতি রাজা কম্পন্ন উদৈয়র কর্ত্তৃক সেন্‌জি বা গিঞ্জি নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হন। ইনি শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে মুসলমানগণের দ্বারা শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির আক্রান্ত হইলে শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণ ইহাঁর শরণাপন্ন হন। এই মহাত্মার বিক্রমবলে দাক্ষিণাত্য হইতে মুসলমানগণ সর্ব্বতোভাবে তৎকালে বিতাড়িত হন। শ্রীরঙ্গনাথ মূর্ত্তি কতিপয় বর্ষের জন্য তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তথা হইতে গোপ্পণার্য্য সেন্‌জির নিকট সিংহপুরম্ বা সিংহবরম্ নামক স্থানে তিনবৎসরকাল রঙ্গনাথের সেবা করেন। পরে রঙ্গক্ষেত্রে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গদেব পুনঃ সংস্থাপিত হন। শ্রীবেদান্ত দেশিকাচার্য্যের অন্তিম বয়সে শ্রীরঙ্গনাথদেব স্বস্থানে পুনঃস্থাপিত হইয়াছেন জানিয়া গোপ্পণার্য্যের প্রতি তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের প্রথম প্রাকারের পূর্ব্ব ভিত্তিতে বেদান্ত দেশিক প্রণীত যে দুইটী শ্লোক লিখিত আছে তদ্দ্বারা গোপ্পণার্য্য চিরদিনের জন্য লোকের স্মরণ পথে আছেন। তাহা এই—

আনীয়ানীলশৃঙ্গদ্যুতিরচিতজগদ্রঞ্জনাদঞ্জনাদ্রে-
শ্চেঞ্চ্যামারাদ্ধ কঞ্চিৎ সময়মথ নিহত্যোদ্ধনুষ্কাংস্তু লুষ্কান্।
লক্ষ্মীক্ষ্মাভ্যামুভাভ্যাং সহ নিজনগরে স্থাপয়ন্ রঙ্গনাথং
সম্যগ্বর্য্যাম্ সপর্য্যাং পুনরকৃতযশোদর্পণো গোপ্পণার্য্যঃ।

বিশ্বেশং রঙ্গরাজং বৃষভগিরিতটাৎ গোপণঃ ক্ষৌণিদেবো
নীত্বা স্বাং রাজধানীন্নিজবলনিহতোৎসিক্ত তৌলুষ্কসৈন্যঃ।
কৃত্বা শ্রীরঙ্গভূমিং কৃতযুগসহিতাস্তন্তু লক্ষ্মীমহীভ্যাং
সংস্থাপ্যাস্যাং সরোজোদ্ভব ইব কুরুত সাধুচর্য্যাং সপর্য্যাম্॥

গোপাল ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চমবর্ণ অন্তস্থ বর্ণ এবং হ এই গুলির সংজ্ঞা গোপাল। অপর বৈয়াকরণেরা ইহার নাম ঘোষবান্ এবং হব্ দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ এক ত্রিংশ সূত্র "হরিগদা হরিঘোষ হরিবেণু হরিমিত্রাণি হশ্চ গোপালাঃ। এতে গোপালনামানঃ এতে ঘোষবন্তো হবশ্চ। গোপাল সংজ্ঞায় গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ এই বর্ণগুলি বুঝায়।

গোপীচরণ দাস ঃ—ইনি উদাসীন বৈষ্ণব। শ্রীল জীব গোস্বামী বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত বৈষ্ণব ব্যাকরণের বাল তোষণী নাম্নী সংস্কৃত টীকা পরিশোধন কর্ত্তা। শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য ঐ টীকা রচনা করিয়া ইহাঁর দ্বারা শোধন করাইয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধনমঠের গ্রন্থাবলী ঃ—পূর্ব্ব সমুদ্রোপকূলস্থ পুরীর প্রধান শঙ্করমঠের সংগৃহীত গ্রন্থসমূহের তালিকা। শ্রীযুত কমলাপ্রসাদ দত্ত এম এ, বি এল, এফ আর ই এস্, এম্ আর এ এস্ মহাশয় দ্বারা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন B বা ব অঙ্কিত গ্রন্থগুলি বঙ্গাক্ষরে N চিহ্নিত গ্রন্থ নাগরাক্ষরে, U চিহ্নিত গ্রন্থগুলি উড়িয়া অক্ষরে এবং T চিহ্নিত গ্রন্থ সমূহ ত্রৈলঙ্গাক্ষরে জানিতে হইবে।

১। গীতাভাষ্য বিবেচনং ভগবদানন্দ (ব)

২। বেণী সংহার নাটক ভট্টনারায়ণ (ব) পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকং (খণ্ডিত) (ব) সুরেশ্বরাচার্য্য ক্রিয়া যোগসার ব শান্তি পর্ব্বদানধর্ম্ম ব দৈত্য নির্ণয় ব বাচস্পতিমিশ্র গীতাভাষ্যং ব শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত বিন্দু সটীক ব বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ব বেদান্তসার ব আথর্ব্বণতাপনীয়োপনিষদ্ ভাষ্য ব রসমঞ্জরী B ভানু।

৩। সিদ্ধান্তবিন্দু সটীক N মধুসূদন সরস্বতী উত্তর গীতা B বেদান্তস্তব N মুণ্ডকোপনিষদ্ N মীমাংসা ভাষ্যং B সাঘভাষ্য শবরস্বামী ভক্তিরত্নাবলী B বিষ্ণুপুরী।

৪। বিষ্ণু পুরাণং N বাল বোধিনী B শঙ্করাচার্য্য আনন্দ লহরী B শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণু ভাগবত (দশমস্কন্ধ) B

৫। ভগবদ্গীতা (মূল) B অনুমান খণ্ডটীকা B গদাধর ভট্টাচার্য্য ঐ B মথুরা নাথ কৃত প্রত্যক্ষ খণ্ডটীকা B ঐ শব্দখণ্ড টীকা B ঐ

৬। সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শনং সটীক N যোগী বরুণী। লঘু সিদ্ধান্ত সারস্বত সটীক N শিবনন্দন কর্ত্তা। শব্দাঙ্কুরম N বার্ত্তিক B কেনোপনিষদ ভাষ্য বিবরণং B ব্রাহ্মণ তাৎপর্য্যং B বার্ত্তিক B শারীরক মীমাংসা B

৭। শারীরক ন্যায় নির্ণয় N আনন্দজ্ঞান

৮। গণেশদিব্য দুর্গম্ N সমাস বাদ B রামভদ্র সার্ব্বভৌম

৯। মুণ্ডকোপনিষদ্ B হস্তামলক ভাষ্য B শঙ্করাচার্য্য কার্ত্তিকমাহাত্ম্য B যোগ বাশিষ্ঠসার B একাদশী মাহাত্ম্য B ছান্দোগ্যোপনিষদ্ B সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা N

১০। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি B

১১। কাব্য সংহিতা ভাষ্য B শ্রীমদ্ ভাগবতং B

১২। গীতা মাহাত্ম্য B পরমহংসানাং সমাধিবিধি B পুরুষ সূক্তং B পঞ্চীকরণ বিবরণ B ব্রহ্মোপনিষদ্ B কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদ B সংন্যাসীসন্ধ্যাবিধি B পঞ্চদশী B নারায়ণোপনিষদ্দীপিকা B ছান্দোগোপনিষদ্ভাষ্য B

১৩। শ্রীরাম পদ্ধতি N অপরোক্ষানুভূতি N কৃষ্ণকর্ণামৃতং N হরিভক্তি কল্পলতিকা N পাতঞ্জলযোগ সূত্রবৃত্তি B বিষ্ণু পুরাণ B

১৪। অনুমান খণ্ড মাধুরী B

১৫। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণং B

১৬। শ্রীরাম জন্মরহস্যং N

১৭। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণং B

১৮। গোবিন্দ লীলামৃতম্

বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্ ভাষ্য B শঙ্করাচার্য্য

জীবন্মুক্তি বিবেক B ঐ

শারীরক মীমাংসা ভাষ্য B ঐ

বিষ্ণু সহস্র নাম ভাষ্য B ঐ

পঞ্চীকরণ বিবরণং B ঐ

১৯। বাল বোধনী B ঐ

ত্রিপুরী B ঐ

বেদান্ত কল্পতরু B ঐ

২০। শিরোমণেরনুমান খণ্ডন টীকা B ঐ

২১। বৈষ্ণব নিত্য কৃত্যং B শঙ্করাচার্য্য

২২। কৃদ্‌বৃত্তি B. দুর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তি পঞ্জিকা B ত্রিলোচন দাস উন্মেদ B. গদসিংহ

২৩। মোক্ষোপায় B. প্রমাণ মালা B. আনন্দ বোধভগবান্ অধিকরণ নয়মালা B. ভারতী তীর্থ

২৪। সাংখ্য সন্ততি B. শ্রীকৃষ্ণমিশ্র সপ্তশ্লোকী গীতা B বৃহন্নারদীয় পুরাণ B সহস্রদীপিকা (খণ্ডিত) B পার্থ সারথিমিশ্র গীত গোবিন্দটীকা P. জগদ্ধর শারীরক মীমাংসা ভাষ্যম্ B. শঙ্করাচার্য্য হিতোপদেশ B. মনোরমাটীকা B. রামানন্দ

২৫। ভেদধিক্কার সংক্রিয়া B. নারায়ণাশ্রম
শারীরক মীমাংসা ভাষ্যং B.

২৬। বেদান্ত তত্ত্বসার N. রামানুজ
ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি B. ধর্ম্মভট
শ্রুতবোধ N. সর্ব্বার্থ চিন্তামণি N.

২৭। শ্রীমদ্‌ভাগবতং B.

২৮। বিষ্ণুপুরাণং B.

২৯। পদ দীপিকা B. রামকৃষ্ণ
বিধিবিবেক টীকা N. বাচস্পতি মিশ্র

৩০। দেবী মাহাত্ম্যং N.
পঞ্চপাদিকা বিবরণং B. প্রকাশাত্ম যতি
পঞ্চ পাদিকা B.

৩১। শক্তিবাদস্য গাদাধরী B. সত্যপ্রতিপক্ষ (গাদাধরী)

অবয়বস্থ (গাদাধরী) B.

সিদ্ধান্ত মুক্তাবল্লী B. কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম

৩২। কৈবল্য দীপিকা B. হেমাদ্রি

৩৩। সংক্ষিপ্ত সারবৃত্তি বিবরণং B. বেদান্ত সার B.

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ B.

৩৪। প্রক্রিয়া কৌমুদী N. রামচন্দ্র

৩৫। যোগবাশিষ্ঠ সার B. আনন্দ লহরী ব্যাখ্যা B.

৩৬। ভামতি B. বাচস্পতিমিশ্র।

৩৭। গীতাভাষ্যং B. শঙ্করাচার্য্য ভাষাপরিচ্ছেদ B.

৩৮। যোগসূত্রবৃত্তি N. ভোজদেব ন্যায় সিদ্ধান্ত মঞ্জরী N.

আখ্যাত বাদ N. ন্যায় সূত্র N. তত্ত্বদীধিতি N.

ন্যায়সিদ্ধান্তমালা N. প্রমাণমালা N.

৩৯। আনন্দ লহরী B. আনন্দ লহরী টীকা B.

সন্ধ্যাপঞ্চীকরণ মহাবাক্যং N. শঙ্করাচার্য্য

৪০। গীতাভাষ্যং N. কার্ত্তিক মাহাত্ম্যম্ N.

৪১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ N. শ্রীমদ্ভাগবত N.

৪২। দেবী মাহাত্ম্য (Naibari Type). মন্ত্রদেব প্রকাশিকা N.

বিষ্ণুসহস্র নামস্তোত্র N.

৪৩। শ্রীমদ্ ভাগবতং (Newari).

৪৪। ভামতী B.

৪৫। গর্গগীতা N. অমরকোষ N.

৪৬। আদিপুরুষ রহস্যং B.

৪৭। তত্ত্ববিবেক দীপনং N. ভগবদ্গীতা N
অনুমান নিরুক্তি N. পদার্থমালা প্রকাশক N.

৪৮। অদ্বৈতমকরন্দ টীকা B.

৪৯। শ্রীমদ্ভাগবতং N.

৫০। আদিত্য হৃদয়ং N. আত্মমন্দির স্তোত্রং N.

৫১। বেদান্তসার B. ভগবদ্গীতা B.

৫২। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী N. ভাষা পরিচ্ছেদ N.
সপ্তপদার্থী টীকা N. কৃত কল্পতরু N.

৫৩। সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণং B.

৫৪। ন্যায় রক্ষামণি B. ছান্দোগ্যোপনিষদ বৃত্তি B.

৫৫। রামজন্ম কথা N.

৫৬। দান পক্ষী N তিথি নির্ণয় N. মহালক্ষ্মী ব্রত কথা N.
অদ্ভুত রামায়ণ N. কার্ত্তিক মাহাত্ম্য N. আচারাদর্শ N.

৫৭। শারীরক মীমাংসা ভাষ্যং B.

৫৮। উত্তর তাপনীয় রহস্যার্থ দীপিকা N. শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকা N.
জাবালোপনিষদ্দীপিকা B. অথর্ব্বশিরোপনিষদ্দীপিকা B.
অমৃত বিন্দূপনিষদ্ দীপিকা B. নীল তন্ত্রং B.

৫৯। ভগবদ্ভক্তি রত্নাবলী N. ভক্তমাল N.

৬০। স্বরূপবিবরণং B. আত্মজ্ঞানোপদেশটীকা B.

৬১। সংক্ষিপ্তসারটীকা B.

৬২। বাঘেল বংশবর্ণনং N. বিল্বমঙ্গল N.

৬৩। তত্ত্ববিবেক ব্যাখ্যা B. পঞ্চদশী B. মন্ত্রোপনিষদ্ দীপিকা।

৬৪। প্রপঞ্চসার B. শিবগীতা B. গোবিন্দপ্রবন্ধ N. হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু N.

৬৫। পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য B.

৬৬। হরিবংশ B. শ্রীমদ্‌ভাগবত B.

৬৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (Printed) N.

৬৮। বৃহদারণ্যকোপনিষদ N. ভোজসিদ্ধান্ত সংগ্রহ বিবৃতি B. ভগবদ্গীতা B. সাবিত্রী পঞ্জর N. একারাদি রাম সহস্রনামস্তোত্র N.

৬৯। আদিত্য হৃদয়ং N.

৭০। বেদান্তসার B. বাক্যবৃত্তি B. আত্মজ্ঞানোপদেশপ্রকরণ B. বালবোধিনী B. বালবোধিনীপ্রক্রিয়া B. ত্রিপুরী B.

৭১। বেদান্তকল্পতরু B.

৭২। প্রক্রিয়াকৌমুদী B.

৭৩। বিন্দু সন্দীপনং B. রামসহস্রনামস্তোত্রম্ B.

৭৪। ক্রমদীপিকা B. কৃষ্ণোপনিষদ্ B. ব্রহ্মসংহিতা B. গোবিন্দবৃন্দাবন B.

৭৫। পঞ্চপাদিকা B. সিদ্ধান্তবিন্দুলঘুটীকা B. কারকপ্রক্রিয়া B. সরস্বতীপ্রক্রিয়া B. পাণ্ডবগীতা N.

৭৬। বেদান্তসার B. বিষ্ণুপুরাণ B.

৭৭। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী B. শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌বিবরণং B.

৭৮। হেত্বাভাসস্য গাদাধরী B. পক্ষতায়া গাদাধরী B. ব্যাপ্তিবাদ রহস্যং B.

৭৯। মুক্তিচিন্তামণি B. তন্ত্রসার B.

৮০। বজ্রসূচিকোপনিষদ্ B. মানস উল্লাসং B.

৮১। রামায়ণং B.

৮২। অবয়ব টিপ্পনী B. অনুমান দীধিতি B. অনুমান দীধিতি প্রকাশিকা B.

৮৩। মুগ্ধবোধ টীকা B.

৮৪। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা N. জিমুত পুত্রিকা ব্রতকথা N. কৃষ্ণ কর্ণামৃতং N.

৮৫। শারীরকনয়নির্ণয় N.

৮৬। অনুমান প্রমাণাবধি সামান্যলক্ষণ পর্য্যন্ত গ্রন্থ টীপ্পনী B.

৮৭। শ্রীমদ্ভাগবতং B.

৮৮। ঐ B.

৮৯। যোগবাশিষ্ঠসারটীকা N. বিবরণ টীপ্পনী N.

৯০। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণং N.

৯১। ঐ N. বিষ্ণু সহস্রনাম B.

৯২। শারীরক মীমাংসা ভাষ্যং B. সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি (বেদান্ত) B.

৯৩। রামায়ণ টীকা B.

৯৪। শিবগীতা B.

৯৫। দেবীমাহাত্ম্যং B. পদার্থমালা B. কালীতন্ত্র N.

৯৬। ভগবদ্গীতা N. মুগ্ধবোধ ব্যাকরণং N.

৯৭। দেবীমাহাত্ম্যং N.

৯৮। একাদশস্কন্ধ ভাষা B.

৯৯। ভট্টিকাব্যং B. সরস্বতী প্রক্রিয়া B.

১০০। হারলতা B.

১০১। শ্রীরামপদ্ধতি N.

রামসহস্র নাম স্তোত্রং N.

১০২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ N. সংক্ষেপ শারীরকটীকা N.

১০৩। বৃহদারণ্যকভাষ্যটীকা B.

১০৪। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ N. জৈমিনি শামোপনিষদ্ N.

বালাত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রং N. বেদান্তকল্পলতিকা B.

১০৫। ভগবদ্গীতা B.

১০৬। তিথিনির্ণয় N.

১০৭। হোম পদ্ধতি N. ভগবদ্গীতা N.

১০৮। লঘুসিদ্ধান্ত কৌমুদী N. মনুস্মৃতি N.

দানবাক্যাবলী B.

১০৯। শ্রীমদ্ভাগবতং B.

১১০। পক্ষতায়াশিরোমণি ব পরামর্ষ (শিরোমণি) ব পক্ষতায়া জাগদীশী ব ব্যাপ্তি গৃহস্থ মাথুরী ব

১১১। যোগবাশিষ্ঠটীকা ব

১১২। আদিব্রহ্মপুরাণং ব

১১৩। অধ্যাত্মরামায়ণটীকা N.

১১৪। শীঘ্রবোধ N. ভামতী B. অমৃতনাদোপনিষদ্-দীপিকা B. গর্ভোপনিষদ্দীপিকা B. বৃহন্নারদীয়পুরাণং B.

১১৫। মহানাটকং N.

১১৬। বাক্যবৃত্তি ব্যাখ্যা N. ভাবসার B. ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী N. কেনোপনিষদ্ N. কণ্ডিক সংখ্যা N.

১১৭। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ব সিদ্ধান্তলেষা ব

১১৮। প্রমাণরত্নমালানিবন্ধ ব

১১৯। শ্রীমদ্ভাগবতং ব

১২০। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রতত্ত্বং ব পঞ্চীকরণং ব ত্রিপুরীবিধি ব আত্মজ্ঞানোপদেশটীকা ব আনন্দগিরি। বাক্যবৃত্তি টীকা ব রবরূপবিবরণং ব অদ্বৈতমকরন্দ ব আত্মবোধ ব হস্তামলকভাষ্যং ব

১২১। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণং ব পাতঞ্জল যোগসূত্রবৃত্তি ব

১২২। অদ্বৈতদীপিকাবিবরণং ব সনৎসুজাতবিবরণং ব গীতাভাষ্যং ব

১২৩। বৃহদারণ্যকভাষ্য তাল্যপটীকা ব ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যং ব সুরেশ্বর বার্ত্তিকটীকা ব বেদান্তসার ব

১২৪। উপদেশ সহস্রী ব

১২৫। ভক্তিকল্পতরু ব ছান্দোগ্যোপনিষদ্ N. যতিধর্ম্ম সমুচ্চয় N.

১২৬। পাতঞ্জল ভাষ্য টীকা ব বেদান্ত পরিভাষা ব

১২৭। বিষ্ণুপুরাণং ব

১২৮। শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী ব

১২৯। সংক্ষেপ শারীরক ব্যাখ্যা ব বেদান্ত কল্পতরু ব

১৩০। ন্যায় নিবন্ধ প্রকাশ ব

১৩১। জ্যোতিষসিন্ধুতরী ব সম্বন্ধ নির্ণয় ব শুদ্ধিদীপিকা ব গীত গোবিন্দ ব

১৩২। কৈবল্যোপনিষদ্ দীপিকা ব পঞ্চপাদিকা ভাষ্য ব্যাখ্যা বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ ব

১৩৩। যতিধর্ম্ম সমুচ্চয় ব

১৩৪। মহাভারত আদিপর্ব্ব (Naibari Character).

১৩৫। কৃষ্ণজন্ম রহস্য ব (বঙ্গভাষা)

১৩৬। ভক্তিরত্নাকর ব ভাগবতদশমস্কন্ধ পদাবলী ব (বঙ্গভাষা)

১৩৭। সন্ন্যাস দীপিকা ব বিষ্ণুসহস্র নাম ব ভগবদ্গীতা ব

১৩৮। শ্রীমদ্ ভাগবতং ব

১৩৯। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণং ব অশ্বমেধ পর্ব্ব ব

১৪০। শারীরক ন্যায় নির্ণয় ব তারা সহস্র নাম ব

১৪১। ব্যাকরণ ভূষণ সার N. লঘুদর্পণম্ ব গৌতমীয় তন্ত্রং ব

১৪২। ভক্তিচন্দ্রিকা ব

১৪৩। ন্যায় শাস্ত্রং ব

১৪৪। শ্রীমদ্ভাগবতম্ N. সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা N. ঈশাবাস্যোপনিষদ্ ভাষ্যং N.

১৪৫। লীলাবত্যাপায় দীধিতি রহস্যং N. পিঙ্গলচ্ছন্দ ব কৃত্যতত্ত্বং ব

১৪৬। মুহূর্ত্ত চিন্তামণি ব

১৪৭। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণং ব বৃহদারণ্যক ভাষ্যবার্ত্তিকপ্রস্থানংব

১৪৮। অনুষ্ঠান পদ্ধতি B. তোতাদ্রি মঠস্য গুরুপরম্পরা N. দত্তাত্রেয় সহস্রনাম N. ষট পদী মঞ্জরী B. ষট্ পঞ্চাশিকা Uria. সিদ্ধান্ত বিন্দু B.

১৪৯। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বিবরণং B.

১৫০। শব্দকৌস্তুভ N.

১৫১। শারীরক ন্যায় নির্ণয় B.

১৫২। শ্রীমদ্ ভাগবতং

১৫৩। আত্মপুরাণং (মুদ্রিতং) N. ভারত সার (মুদ্রিতং) N.

১৫৪। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণং N.

১৫৫। মহাভারতং N.

১৫৬। ,, ,,

১৫৭। অদ্বৈতসিদ্ধি (খণ্ডিতং) N. অদ্বৈতসিদ্ধি সটীক (ঐ) N.

১৫৮। শ্রীমদ্ ভাগবতং ব

১৫৯। শারীরক মীমাংসা ভাষ্যং ব ভামতী ব অমৃত বিন্দু-উপনিষদ্ ব্যাখ্যা ব

১৬০। লক্ষ্মীনৃসিংহ সহস্র নামস্তোত্রং N. নৃসিংহ সহস্র নাম N. বিষ্ণু সহস্র নাম N. বেদবেদান্ত সার N. সংক্ষেপ শারীরক টীকা B.

১৬১। মহাভারত B.

১৬২। ঋগ্‌বেদ সংহিতা (বঙ্গভাষা) B.

১৬৩। রামষড়ক্ষর মন্ত্রকল্প N. বিভূতি যোগ। অনন্ত ব্রত কথা। অধ্যাত্ম রামায়ণ। বৈদিক গ্রন্থ (হিন্দিভাষা) আখ্যাত প্রক্রিয়া, গীতা টীকা, জাতকাভরণং, হনুমৎ মহানাটক।

১৬৪। শালগ্রাম নির্ণয়। প্রৌঢ় মনোরমা (মুদ্রিত) N.

১৬৫। নির্ণয় সিন্ধু N. আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রবৃত্তি N.

১৬৬। রমল শাস্ত্র মুদ্রিতং N. রামসার সংগ্রহণং N. আত্মবোধ B. আগম শাস্ত্র বিবরণং B. শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ বিবরণং B. আত্মবোধ প্রকরণ N. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ N. পঞ্চদশী B.

১৬৭। তত্ত্ব কৌমুদী টীকা B. ন্যায়কুসুমাঞ্জলী N.

১৬৮। ব্যাকরণশাস্ত্রং B.

১৬৯। দ্রব্য কিরণবল্লী N. গীতা মাহাত্ম্য B.

১৭০। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণং B. কবিকল্পদ্রুম B.

তালপত্র পুথি।

১। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বিবরণং B.

২। সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা U.

৩। ন্যায়রত্নমালা U.

৪। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ B. শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ B.
তলবকারোপনিষদ্ B. নারায়ণোপনিষদ্ B.

৫। ধাতুরূপাবলী U.

৬। অষ্টশ্লোকী ব্যাখ্যা U.

৭। যমপুরাণং U.

৮। নরসিংহ কবচং U. শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শতনাম U.
নৃসিংহোত্তর তাপনীয় U. কাণ্ব সংহিতা U.

৯। ভগবদ্গীতা B.

১০। শারীরক মীমাংসা ভাষ্যং B.

১১। হরিবংশ B.

১২। মার্কণ্ডেয় পুরাণং U.

১৩। মোক্ষোপায় B.

১৪। শ্রীমদ্ ভাগবতং B.

১৫। শ্রাদ্ধ পদ্ধতি B.

১৬। বিবেক চূড়ামণি U.

১৭। রাঘব পাণ্ডবীয় কাব্য B.
১৮। অদ্বৈত মকরন্দ টীকা B.
১৯। বৃষোৎসর্গ পদ্ধতি B.
২০। প্রায়শ্চিত্ত বিধি U.
২১। শারদাতিলক U. ভুবনেশ্বরী পূজাবিধি U.
২২। পূজাবিধি U.
২৩। মহাভারতাদি পর্ব্ব B.
২৪। মোক্ষধর্ম্ম টীকা B.
২৫। শারীরক মীমাংসা ব্যাখ্যা U.
২৬। অমরকোষ U.
২৭। ভগবদ্গীতা N.
২৮। সিদ্ধান্ত কৌমুদী U.
২৯। নৈষধ চরিত্রং B.
৩০। শাস্ত্র দীপিকা B.
৩১। বৃহদারণ্যক ভাষ্যং B.
৩২। ন্যায়শাস্ত্রং B.
৩৩। তন্ত্রোক্ত পূজা পদ্ধতি B.
৩৪। শ্রীমদ্ভাগবতং B.
৩৫। শিবচূড়ামণি U.
৩৬। ভক্তি রত্নাবলী B.
৩৭। পুরুষার্থ রত্নাকর U.
৩৮। কাণ্ব সংহিতা U.
৩৯। শারদাতিলক U.

৪০।	কুসুমাঞ্জলী-প্রকাশ	B.
৪১।	অধ্যাত্ম রামায়ণ	U.
৪২।	দেবী মাহাত্ম্য	B.
৪৩।	ন্যায়শাস্ত্রং	B.
৪৪।	প্রক্রিয়া কৌমুদী	N.
৪৫।	ভগবদ্ গীতা	U.
৪৬।	গ্রহযজ্ঞবিধি	U.
৪৭।	স্মার্ত্ত ব্যবস্থার্ণব	B.
৪৮।	প্রয়োগতত্ত্ব	B.
৪৯।	রামায়ণ	U.
৫০।	দুর্গোৎসব চন্দ্রিকা	U.
৫১।	প্রক্রিয়া কৌমুদী	U.
৫২।	অধ্যাত্ম রামায়ণ	B.
৫৩।	বর্ণমালা তন্ত্র	B.
৫৪।	ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা	B.
৫৫।	ভট্টদীপিকা	U.
৫৬।	কুমার সম্ভব	U.
৫৭।	পৈঠিনসী সংহিতা	B.
৫৮।	ভক্তিরত্নাবলী	B.
৫৯।	মহাভারত	B.
৬০।	হরি বংশ Naibari	
৬১।	,,	B.
৬২।	ভগবদ্গীতা	B.

৬৩। বেদান্তশাস্ত্র B.
৬৪। ভগবদ্গীতা B.
৬৫। পঞ্চপাদিকা বিবরণং B.
৬৬। সিদ্ধান্ত রত্নাবলী B.
৬৭। নায়করত্নং U.
৬৮। প্রক্রিয়া কৌমুদী U.
৬৯। রঘুবংশ U.
৭০। বাক্যবৃত্তি প্রকাশিকা B. জীবন্মুক্তি বিবেক B.
৭১। সংক্ষেপ শারীরক ব্যাখ্যা B.
৭২। মহাভারত B.
৭৩। কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদ্ U. কৌপীন পঞ্চক U.
৭৪। ন্যায়সূত্রং B.
৭৫। ন্যায়সূত্র ভাষ্যং B.
৭৬। মহাভারত U.
৭৭। পূর্ব্বমীমাংসা U.
৭৮। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ B.
৭৯। উপনিষদ্ U.
৮০। রামায়ণ U.
৮১। পদ্মপুরাণ U.
৮২। স্মৃতিশাস্ত্র N.
৮৩। ভগবদ্গীতা U.
৮৪। ব্যাকরণ শাস্ত্রং U.
৮৫। মহাভারত U.

৮৬।	গ্রন্থ বিবৃতি	U.
৮৭।	বৃহদারণ্যক ভাষ্যং	B.
৮৮।	দানসাগর	U.
৮৯।	সাহিত্যদর্পণ	B.
৯০।	পুরশ্চরণ দীপিকা	U.
৯১।	হরিবংশ	U.
৯২।	শিশুপালবধ ব্যাখ্যা	U.
৯৩।	মহাভারত	U.
৯৪।	শাস্ত্রদীপিকা	U.
৯৫।	তত্ত্বচিন্তামণি	U.
৯৬।	শিশুপালবধ	U.
৯৭।	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্	B.
৯৮।	তত্ত্বদীপিকা	U.
৯৯।	গীতাবলী	U.
১০০।	গীতগোবিন্দ	U.
১০১।	ভগবদ্গীতা টীকা	U.
১০২।	ভাগবত ভাবার্থ দীপিকা	U.
১০৩।	অবয়বস্ত শিরোমণিঃ	B.
১০৪।	ন্যায় লীলাবতী ভাবপ্রকাশিকা	B.
১০৫।	শ্রীমদ্ভাগবতং	B.
১০৬।	প্রত্যক্তত্ত্ববিবেক টীকা	B.
১০৭।	শারীরক মীমাংসা ভাষ্যং	B.
১০৮।	প্রপঞ্চসার	B.

১০৯। রঘুবংশ N.
১১০। শাস্ত্র দর্পণ U.
১১১। মহানাটক U.
১১২। যোগমণিপ্রভা B.
১১৩। বিশ্বসারতন্ত্রং B.
১১৪। শিবপুরাণ U.
১১৫। শ্রীকৃষ্ণতাপনীয়োপনিষদ্ B. বেদান্তরহস্যং B.
১১৬। বাঙ্ময় বিবেক U.
১১৭। ব্রহ্মপ্রকাশিকা টীকা U.
১১৮। মহাভারত U.
১১৯। সুরেশ্বর বার্ত্তিক টীকা B.
১২০। রঘুবংশ টীকা U.
১২১। অমরকোষ টীকা U.
১২২। অধিকরণ কৌমুদী B.
১২৩। মন্বর্থমুক্তাবলী U.
১২৪। শ্যামা রহস্যং U.
১২৫। ভগবদ্গীতা B.
১২৬। সিদ্ধান্ত কৌমুদী U.
১২৭। মনোরমা U.
১২৮। অগস্ত্য সংহিতা B.
১২৯। শ্রুতবোধ U.
১৩০। পূজা পদ্ধতি U.
১৩১। মনুসংহিতা B.

১৩২। হিতোপদেশ U.
১৩৩। সারস্বত ব্যাকরণ U.
১৩৪। ভাষাবৃত্তি U.
১৩৫। ভগবদ্গীতা U.
১৩৬। সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা U.
১৩৭। শতসূত্র ব্যাখ্যা U.
১৩৮। তন্ত্রোক্ত পূজাবিধি U.
১৩৯। স্বরোদয় U.
১৪০। ব্যাস পূজা U.
১৪১। ঢুণ্ডিরাজকৃত জাতকাভরণ U.
১৪২। শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরংপ্রতি ভীষ্মবাক্যং U.
১৪৩। সন্ন্যাস কর্ম্ম U.
১৪৪। কর্ম্মকাণ্ড U.

বহির্ভাগে সংরক্ষিত গ্রন্থাবলী।

১। শাক্ত প্রমোদ N
২। শব্দামৃত N
৩। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি সটীক N
৪। ভগবদ্গীতা সটীক N
৫। সিদ্ধান্ত কৌমুদী উত্তরার্দ্ধতত্ত্ববোধিনী টীকা N
৬। মনুস্মৃতি সটীক N
৭। অমরকোষ সটীক N
৮। বেদান্ত দর্শন সভাষ্য N
৯। বাজসনেয়ী সংহিতা সভাষ্য N

১০। ব্রহ্ম সূত্র বাদরায়ণ ভাষ্য সমেত N

১১। গরুড় পুরাণ N

১২। বিচার সাগর ভাষা গ্রন্থ N

১৩। বৃহৎ স্তোত্ররত্নাকর N

১৪। পঞ্চদশী সটীক N

১৫। লঘু কৌমুদী N

১৬। পঞ্জী বং B

১৭। পণ্ডিতসর্ব্বস্বভাষাটীকা U

১৮। স্বারাজ্যসিদ্ধি সটীক N

১৯। ঈশাবাস্যাদি দশোপনিষদ মূল N বিবেক চূড়ামণি ব্যাখ্যা সহ N

২০। পর্য্যটন মীমাংসা N কঠোপনিষদ ভাষ্য N কাতন্ত্রচ্ছেদ প্রক্রিয়া N ঋগ্বেদ সংহিতা সভাষ্য B অদ্বৈতামৃত গ্রন্থ সটীক N তৈত্তিরীয় ঐতরেয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদঃ সটীক সভাষ্য আনন্দগিরি কৃতটীকা শঙ্কর ভাষ্য জ্ঞান-কৃত টীকা N মাধ্যন্দিনী শাখা প্রকাশ N কপিলগীতা ভাষানুবাদ সহিত N অষ্টাবক্রগীতা সটীক N

২১। শ্রীমদ্ভাগবত সটীক N

২২। পঞ্চদশী মূল N কুসুমাঞ্জলি সটীক N পাতঞ্জলী যোগদর্শন ব্যাসভাষ্য সমেত N শ্রুতবোধ বৃত্তরত্নাকর সটীক N তৈত্তিরীয় ঐতরেয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদঃ সভাষ্য সটীক আনন্দগিরিকৃত টীকা, শঙ্কর ভাষ্য জ্ঞানকৃত টীকা N বেদান্ত সংজ্ঞাভাষা টীকা N সটীক গীত গোবিন্দ N

ছান্দোগ্যোপনিষদ সভাষ্য আনন্দগিরি টীকা সমেত N
বৃহদারণ্যকোপনিষদ ভাষ্য আনন্দগিরি টীকা সমেত N
ষড়দর্শনং সটীক N

২৩। সপ্তশতী N সিদ্ধান্তমুক্তাবলী কারিকা সমেত N নির্ণয়সিন্ধু N অষ্টাদশ স্মৃতি N শঙ্কর দিগ্বিজয় সটীক N

২৪। যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম Gujrati কবীর লীলামৃত ভাষ্য গ্রন্থ N মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ গুজরাটী টীকা Gujrati উপদেশ চিন্তামণি Gujrati নাথ স্বরোদয় Gujrati কল্যাণী বাণী গুজরাটী টীকা সমেত G+N পরিহার Gujrati টীকা N+G শাস্ত্রার্থ Gujrati টীকা N+G অথর্ব্ববেদীয় আহ্নিক N ঋগ্বেদীয় আহ্নিক সারস্বত ব্যাকরণ গুজরাতি টীকা উপদেশগ্রন্থাবলী অষ্টদশমো শাস্ত্রার্থ প্রবেশনী Guj. ব্রাত্য সংস্কার মীমাংসা G+N শ্রীবিচার N সামবেদীয় আহ্নিক N রহস্য দীপিকা N সত্য দর্পণ ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগ N রহস্য দীপিকা N অথর্ব্ববেদীয় সন্ধ্যা প্রয়োগ N আত্মশক্ত্যুদয় N দ্বিজস্ত্রীকা লঘু আহ্নিক Gujrati সামবেদ আহ্নিক Gujrati

২৫। শীঘ্রবোধ সটীক N ন্যায় পত্র ১০ N তর্কভাষা N তর্কসংগ্রহব্যাখ্যা ন্যায় বোধন্যা N ত্রিকাণ্ডশেষাভিধান তর্কদীপিকা নীলকণ্ঠী টীকা সহিত N সংস্কৃত কাশী ব্যাখ্যান N পদ্মপুরাণান্তর্গত বৈশাখ মাহাত্ম্য N বেদান্ত পরিভাষা সটীক N যতীন্দ্র চরিতামৃত মহোদধি N

২৬। মোদমঞ্জুষা N, দত্তাত্রি পঞ্চাঙ্গ N বালবোধ প্রথম পুথি B মূল রামায়ণং N সাবিত্রী পরিণয়াখ্যং নাটকং U আগরবালাকী উৎপত্তি ভাষাগ্রন্থ N সামুদ্রিক ভাষাটীকা সহিত N বর্ণাশ্রম ধর্ম্মনির্ণয় সটীক N কর্ত্তব্য তত্ত্ব উৎকল দেশস্থ বিচার N সাংখ্যদিবাকর ভাষাটীকা সমেত N অপরোক্ষানুভূতি সটীক N বেদান্ত স্তোত্র সংগ্রহ N তিথি নির্ণয় N

গৃহস্থানাং ক্ষৌরনির্ণয় N ন্যায়সূত্র মূল N

পরিভাষেন্দু শেখর N পরিভাষেন্দু শেখর টিপ্পনী

সারাসারবিবেক N পরিভাষা পাঠ N

কুমার সম্ভব সটীক N কাত্যায়ন মহর্ষি প্রণীতং শুক্ল-

যজু প্রাতিশাখ্যং সটীক N সারস্বত বৃত্তি মূল N.

ঈশকেনকঠপ্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্যোপনিষদঃগৌড়পাদটীকা N

বর্ণাচারশিক্ষা অষ্টাধ্যায়ী মুক্তিকোপনিষদ

২৭। কৈয়টভাষ্য (খণ্ডিতং) U.

২৮। যজুর্ব্বেদ সংহিতা মাধ্যন্দিনীশাখা N. প্রতিজ্ঞাসূত্র N.

যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা N অনুবাক্ সূত্রাধ্যায় N সর্ব্বানুক্রমণীয়ং N

২৯। রত্নাবলী নাটক সটীক B প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক সটীক N

ন্যায়দর্শন বাৎসায়নভাষ্য সমেত N বঙ্গাক্ষর বালবোধিনী পুথি

৩০। ভাষ্য কৈয়ট N

৩১। গায়ত্রী পঞ্চাঙ্গ N জগন্নাথ মাহাত্ম্য N

যতীনাং আহ্নিকঃ N সাংখ্য প্রবচন N

জগন্নাথনিত্যপূজাবিধি N ইন্দ্রাক্ষী স্তোত্র N

মঠ আম্নায় N গোরখ শতক N

রুদ্রীভাষা টীকা N গঙ্গালহরী N

পঞ্চীকরণ বার্ত্তিক N শিব সহস্র নামাবলী N

পরমহংসোপনিষদ N মহোপনিষদ N

সন্ন্যাস পদ্ধতি N কৈবল্যোপনিষদ N

ব্রহ্মোপনিষদ N গঙ্গাষ্টক N

অন্নপূর্ণা স্তোত্র N বর্ণপরিচয় B

চুণ্ডিরাজভুজং প্রপাতাষ্ট N কাত্যায়নি তন্ত্রমতেন মন্ত্র বিভাগ-

কৃত N সন্ন্যাস পদ্ধতি রিশ্বেশ্বরী N ক্ষৌরবিধি N

ব্যাসপূজা N বিষ্ণু সহস্র নামসভাষ্য N

দ্বাদশ মহাবাক্য বিবরণ N দণ্ডক N

পঞ্চীকরণ বিবরণ N ঈশাহর স্তোত্রং N

৩২। মহাপচীশীণীবার্ত্তাভাষা N

৩৩। ঈশাদ্যষ্টোপনিষদ ভাষা টীকা সহিত N

শত্রুঘ্নকৃতমঙ্গলার্থদীপিকা সটীক N রঘুবংশ সটীক। N

বৈদিক পদ্ধতি (সটীক) N সন্ধ্যা N

ত্রিমণি দীপক সটীক N শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সটীক N

মঙ্গল সমাচার N

৩৪। পাতঞ্জল যোগদর্শন ব্যাসভাষ্য সমেত N সপ্তশতী সটীক N

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সটীক N

৩৫। সিদ্ধান্ত কৌমুদী পূর্ব্ব সটীক N নারায়ণ বর্ম্ম N

৩৬। সাংখ্য তথা পাতঞ্জল দর্শন সভাষ্য সটীক N

তৈলঙ্গাক্ষর তালপত্রপুঁথি

১। রামায়ণ টীকা বাল্মিকী T
২। গীতা টীকা T
৩। অধ্যাত্ম রামায়ণং T
৪। জীবন্মুক্তি বিবেক T
৫। বাল্মীকী রামায়ণ টীকা T
৬। মহাভারত T
৭। বাল্মীকী রামায়ণ টীকা T
৮। তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি T
৯। মোক্ষোপায় T
১০। মহাভারত T
১১। " T
১২। শ্রত্যাদিসার সংগ্রহ T
১৩। ভগবদ্গীতা T
১৪। আথর্বণ মাণ্ডুক্যোপনিষদ ভাষ্য T
১৫। ভগবদ্গীতা ভাষ্য T
১৬। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা T
১৭। শ্রীমদ্ভাগবত T
১৮। গীতা ব্যাখ্যা T
১৯। কঠোপনিষদ T
২০। হরিবংশ T

শ্রীবামদেব মিশ্রের আলমারী।

১।	শ্রীজগন্নাথ স্তোত্র নং ৯৬	N	শ্রীপুরুষোত্তম মাহাত্ম্য ৫৬	N
	শ্রীঅন্তর্গ্রহ যাত্রা নং ৩০	N		
২।	মেদিনীকোষ কিরাতার্জ্জুনীয়	N	চরিত্র দর্পণ	N
৩।	শ্রীমদ্ভাগবত	N		
৪।	বিশিষ্ট ধর্ম্ম শাস্ত্র	N	সংস্কৃত শিক্ষা মঞ্জরী	N
	মেঘদূত, কুমারসম্ভব	N	লীলাবতী, বীজগণিত	N
	সামুদ্রিক	N	নিত্যকর্ম্ম	B
৫।	শিব সহস্র নাম	N	আদিত্য হৃদয় স্তোত্র	N
	লঘু কৌমুদী	N	ভামনী বিলাস	N
	রামস্তবরাজ	N	বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী	N
	সিদ্ধান্তবিন্দু সার	N		
৬।	অমর কোষ	N		
৭।	মাথুরী পঞ্চ লক্ষণী	N		
৮।	বেদান্তসার N মনুস্মৃতি	N	কৈবলানন্দ	[illegible]
৯।	অন্তর্গ্রহ যাত্রা নং ৮৬	N		
১০।	পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য নঃ	N		
১১।	সাহিত্যদর্পণ	N	মাঘ পূর্ব্বার্দ্ধ তথা উত্তরার্দ্ধ	N
১২।	সিদ্ধান্তমুক্তাবলী	N		
১৩।	ছন্দোমঞ্জরী	N	হিতোপদেশ	N
	রঘুবংশ	N	ভট্টিকাব্য পূর্ব্ব সর্গং	N
১৪।	শ্রীব্যেঙ্কটাচল ইতিহাস	N	অমর কোষ সটীক	N

১৫। তত্ত্ববোধনী N

১৬। পরিভাষেন্দু শেখর N পাতঞ্জল যোগসূত্র সমাধি পাদমূল N
অষ্টাধ্যায়ী N মহাভাষ্য প্রথমাহ্নিক N

১৭। রঘুবংশ N

১৮। পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য N

১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সটীক N

২০। বাল্মিকী রামায়ণং N

২১। সংস্কৃত গ্রন্থাবলী নং ২ ব শব্দার্থরত্ন ব মনঃশিক্ষা ব
নারদ সংবাদ বস্তু বিচার ব নীতিবোধ, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ব
শব্দার্থ প্রকাশিকা, চণ্ডীমূল, অভিধান ব

২২। মৃত সঞ্জীবনী, নিদানার্থ চন্দ্রিকা নিদান নং ২, দ্রব্যগুণদর্পণ,
আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ, ঔষধসিন্ধুলহরী ব

২৩। পর্য্যায় মুক্তাবলী নং ২০ U

২৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রস কল্লোল U

২৫। পর্য্যায় মুক্তাবলী নং ২৪ U

২৬। জগন্নাথপরীক্ষা, নিস্তাররত্নাকর, সত্যধর্ম্মপ্রকাশ, অন্তঃকরণ-
দর্পণ, গীতসংহিতা,গুণাগুণী, পরাশর সংহিতা, মনুসংহিতা,
শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ U

২৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, হাস্যতরঙ্গিণী, পতিতপাবনাষ্টক, পণ্ডিতসর্ব্বস্ব U

২৮। আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ ব শ্লোকরত্নাবলী U

তালপত্র পুঁথি।

১। গোরক্ষযোগ, পুষ্যানক্ষত্র ফল, আচার প্রস্তুত প্রণালী যোগবাশিষ্ঠ, যোগ সার সংগ্রহ সূচীপত্র, জাতকপত্র সারসংগ্রহ, নাক্ষত্রিকদশা, দ্বাদশভাব, লগ্নমার্ক, জাতকালঙ্কার, কেরল বেয়াল্লিশ সটীক U

২। নন্দীকালরুদ্র দশা, কৌচ্ছমগোত্র বংশাবলী, মেষাদিচন্দ্রনির্য্যাণ কামরত্নউজ্জ্বল, মন্ত্রদেব প্রকাশিকা উজ্জ্বল, নিখিলদেব মন্ত্র অনুষ্ঠান ক্রম U

৩। জ্যোতিষ চিন্তামণী রত্ন পঞ্চক U

৪। জ্যোতিস্কা গ্রন্থ U

৫। কর্ম্মাঙ্গ মন্ত্র স্তোত্রাদি U

৬। শিব পুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ U

৭। পর্য্যায় মুক্তাবলী, আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়ন প্রশংসা, গুণনিরূপণং জিহ্বালক্ষণ, শতকণ্ঠ রত্নাবলী, নাড়ীলক্ষণ, নেত্রমূত্রপুরীষ পরীক্ষা পথ্যাপথ্য বিবেক U

৮। জ্যোতিষ দৈবজ্ঞবিনোদ গ্রহণং ধাতুনির্ণয়, গণেশ সহস্র নাম U

৯। বিশ্বনাথ চিকিৎসা U

১০। স্বরোদয় পঞ্চপক্ষী কাশীনাথপ্রশ্ন U

১১। বীরসিংহ নিদান, দশাভোগনিরূপণ, কর্ম্মবিপাক, চিকিৎসা U

১২। শিবপুরাণ উত্তর ভাগ, একাম্র ক্ষেত্র মাহাত্ম্য

১৩। সন্ধ্যা প্রয়োগ (দশরথকৃত) শনিশ্চর স্তোত্র U

১৪। বৃহদারণ্যক অষ্টমকাণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য U

১৫। বৈদ্যবিশ্বনাথ চিকিৎসা ভাষা সমেত U

১৬। পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য প্রশ্নশ্লোক গোবিন্দ স্তোত্র U

১৭। মহিম্নটীকা U

১৮। মহিম্নটীকা U

১৯। সাহিত্যকল্পদ্রুম, কোচ্ছমবংশাবলী ভাষা, পুরাণ সাহিত্য কল্পদ্রুম, শীতলা ব্রতকথা, সারস্বত, ব্যাকরণ পূর্ব্বার্দ্ধ U

২০। বিপ্রজাত প্রকাশিকা সাহিত্য কল্পদ্রুমছন্দ ইত্যাদি U

২১। রূপাবলী ব্যাকরণ U

ঘোষবান্ঃ—বৈয়াকরণেরা বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ, অন্তস্থবর্গ এবং হ এই গুলিকে ঘোষবান্ এবং হব্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা গোপাল। একত্রিংশ সূত্র "হরিগদা হরিঘোষ হরিবেণূ হরিমিত্রাণি হশ্চ গোপালাঃ।" এতে গোপাল নামানঃ এতে ঘোষবন্তো হবশ্চ। ঘোষবান্ বা হব্ বলিলে গ ঘ ঙ জ ঝ ঞ ড ঢ ণ দ ধ ন ব ভ ম য র ল ব হ এই বর্ণ গুলিকে বুঝায়।

চতুর্ব্যূহঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে এ ঐ ও ঔ এই স্বর-বর্ণ চতুষ্টয় চতুর্ব্যূহ সংজ্ঞক। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ইহাকে এচ্ এবং কেহ কেহ সন্ধ্যক্ষর সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ত্রয়োদশ সূত্র "এ ঐ ও ঔ চতুর্ব্যূহাঃ।" সন্ধ্যক্ষরাণি এচশ্চ। এতে সর্ব্ব এব ত্রিবিক্রমা। চতুর্ব্যূহগুলি সকলেই দীর্ঘস্বর।

চতুর্ভুজঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে উ ঊ ঋ ৠ এই চারিটি স্বরবর্ণের চতুর্ভুজ সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণ ইহাদিগকে উক্ বলেন হরিনামামৃত ব্যকরণ দ্বাদশ সূত্র "উ ঊ ঋ ৠ" চতুর্ভুজাঃ"। উকশ্চ প্রয়োজনাভাবাৎ ৯ ঌ ন গৃহ্যতে।

চতুঃসন ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ই ঈ উ ঊ এই চারিটি স্বরবর্ণের চতুঃসন সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ইহাদিগকে ইন্ বলেন। হরিনামামৃতব্যাকরণ একাদশ সূত্র "ই ঈ উ ঊ চতুঃসনাঃ।" ইনশ্চ।

চপ্ ঃ—বৈয়াকরণেরা ক চ ট ত প কে চপ্ বা বর্গপ্রথম বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে হরিকমল সংজ্ঞা। একবিংশ সূত্র "ক চ ট তপা হরিকমলানি।" প্রথমাশ্চপশ্চ।

চবর্গ ঃ—চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি স্পর্শবর্ণকে চ বর্গ বলে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা চ বিষ্ণুবর্গ। অপর বৈয়াকরণ মতে চু সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ উনবিংশ সূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ।" তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ ভবন্তি। চ ছ জ ঝ ঞ ইতি চবর্গঃ। তত্র সমানবর্গঃ সবর্ণ উচ্যতে সবর্ণশ্চ। সমানবর্গকে হরিনামামৃতে সবর্গ এবং অন্য ব্যাকরণে সবর্ণ অভিধান করিয়াছেন।

চমৎকার চন্দ্রিকা ঃ—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত (সংস্কৃত পদ্য গ্রন্থ।) এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ শকাব্দীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীব্রজমণ্ডলে লিখিত হয়। ইহাতে চারিটি কুতূহল আছে। প্রথম কুতূহলে ৩৭ শ্লোক, দ্বিতীয় কুতূহলে ৩৩ শ্লোক, তৃতীয় কুতূহলে ১০১ শ্লোক এবং চতুর্থ কুতূহলে ৫৫ শ্লোক আছে। সমগ্র গ্রন্থে ২২৬ শ্লোক। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, সুললিত এবং অলঙ্কার বিশিষ্ট। শ্রীএকাদশী হরিবাসর জাগরণ কালে চারি প্রহরের জন্য চারিটি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চমৎকারিতা লিখিত হইয়াছে এবং ঐ গুলি সেই দিবস রাত্রে ভক্তগণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করেন।

আদিশ্লোক ; যৎকারুণ্যং শুচিরস চমৎকারবারাংনিধীংস্তান্
নৃভ্যো রাধাগিরিবরভৃতোঃ স্পর্শয়েত্তর্ষয়েন্নঃ।
অস্যৈবৈক স্পৃষতমচিরাল্লব্ধুমাশাক্ষিদানৈঃ
সোঽব্যান্মন্তোর্দশনবিততেঃ কৃষ্ণচৈতন্যরূপঃ॥

শেষ শ্লোক; স ভ্রুবিভঙ্গকুটিলাস্য সরোজসীধু
মাদ্যন্মধুব্রতবিলাসসুসৌরভাণি।
সংপ্রাপ্য জালবিবরেষু জুঘূর্ণরেব
প্রেষ্ঠালয়ঃ প্রতিপদং প্রমদোর্ম্মিপুঞ্জে॥

চু ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটী বর্ণকে চু সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে চ বর্গ বিষ্ণুবর্গ সংজ্ঞা। উনবিংশ সূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ।" তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। এতে বর্গাশ্চ। চ ছ জ ঝ ঞ ইতি চবর্গঃ এবং কবর্গঃ টবর্গঃ তবর্গঃ পবর্গশ্চ। এতে কু চু তু টু পু নামানশ্চ। স্পর্শাস্তু সর্ব্ব এব। প্রাচীন বৈয়াকরণমতে চ বর্গ সবর্ণ এবং হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে স বর্গ। উনবিংশ সূত্রবৃত্তি "অত্র সমানবর্গঃ স বর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ।

ছফ্ ঃ—বৈয়াকরণেরা বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ খ ছ ঠ থ ফ এই পাঁচ বর্ণের ছফ্ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে বর্গ দ্বিতীয় বর্ণের হরিখড়্গা সংজ্ঞা। দ্বাবিংশ সূত্র। খ ছ ঠ থ ফা হরি-খড়্গাঃ। দ্বিতীয়া শ্ছফশ্চ।

জয় সংহিতা ঃ—দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এই গ্রন্থের এক

শ্লোক যথা :—

আদিদেবো জগন্নাথো বাসুদেবো জগৎপতিঃ।
চতুর্ভুজঃ শ্যামলাঙ্গো পরমে ব্যোম্নি তিষ্ঠতি॥

জব্ঃ—বৈয়াকরণেরা বর্গের তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ 'গ জ ড় দ ব' কে জব্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে হরিগদা সংজ্ঞা। দ্বাবিংশ সূত্র "গজড়দবাঃ হরিগদাঃ। তৃতীয়া জবশ্চ।

জাতবর্ম্ম সুন্দর পাণ্ড্যঃ—পাণ্ড্যবংশীয় একজন সুপ্রভাবসম্পন্ন বৈষ্ণব সম্রাট্। ইনি ১১৭৫ শকাব্দে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী (Central shrine) প্রদেশ সুবর্ণ মণ্ডিত করেন এবং প্রচুর পরিমাণ ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করেন। নিজ শরীরের পরিমাণ ওজনের স্বর্ণপিণ্ড কয়েকবার শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে প্রদান করিয়াছিলেন (Epigraphica Ind. Vol III p 7) তিনি নিজ বাহুবলে উত্তর দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা নম্বুল্ল্যাই বা কলিবৈরিদাস) নামক আচার্য্যের সমসাময়িক।

জুগুপ্সাঃ—পরনিন্দা বা বীভৎসতা। "পরনিন্দা বীভৎসতা বা (নীলকণ্ঠ টীকা মহাভারত উদ্‌যোগ পর্ব্ব ৪৩।১৬)"

জৈমিনী ভারতঃ—এই গ্রন্থ ৩২ অধ্যায় বিশিষ্ট। তাহাতে নারদ উদ্ধব সংবাদ আছে। শ্রীলোচনদাস কৃত চৈতন্য মঙ্গল সূত্রখণ্ডে

জৈমিনী ভারতে—নারদ উদ্ধব সংবাদ।
শুনিয়া লোচনদাসের আনন্দ উন্মাদ॥
আমার বচনে যেবা প্রতীত না যায়।
বিচার করুক পুঁথি বত্রিশ অধ্যায়॥

নৈমিষ্যারণ্যে উদ্ধবের সহিত নারদের মিলন এবং কথোপকথনকালে কলিযুগধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং গৌরাবতারের উল্লেখ বর্ণন করিয়া শ্রীলোচন দাস উপরি উদ্ধৃত চারি পংক্তি লিখিয়াছেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রণীত বৃহদ্ভাগবতামৃতে উল্লিখিত আছে যে জৈমিনী ঋষি জনমেজয় রাজাকে যে গোপনীয় রহস্য প্রেমের সহিত বলিয়াছিলেন উহাই এই ভাগবতামৃত নামক শাস্ত্র বৈষ্ণবগণ শ্রবণ করুন্। শ্রীমহাভারতের অবশিষ্ট যে রসের তাহাতে উল্লেখ নাই উহাই জৈমিনী ভারত গ্রন্থে লিখিত আছে। ভাগবতামৃত প্রথম অধ্যায় ১২-১৪ শ্লোকঃ—

শৃণ্বন্তু বৈষ্ণবাঃ শাস্ত্রমিদং ভাগবতামৃতম্। সুগোপ্যং প্রাহ যৎ প্রেম্না জৈমিনির্জনমেজয়ম্ ॥১২॥ মুনীন্দ্রাজ্জৈমিনেঃ শ্রুত্বা ভারতাখ্যানমদ্ভুতম্। পরীক্ষিন্নন্দনোঽপৃচ্ছৎ তৎখিলং শ্রবণোৎসুকঃ ॥১৩॥ শ্রীজনমেজয় উবাচ। ন বৈশম্পায়নাৎ প্রাপ্তো ব্রহ্মন্ যো ভারতে রসঃ। ত্বত্তো লব্ধঃ স তচ্ছেষং মধুরেণ সমাপয় ॥১৪॥

ঝপ্ঃ—বৈয়াকরণেরা অনুনাসিক বর্জ্জিত বর্গের আদিচতুষ্টয় বর্ণকে ঝপ্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ঝপ্‌কে বিষ্ণুদাস সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। ষড়্‌বিংশ সূত্র। "ত এতদ্বর্জ্জিতা বিষ্ণুদাসাঃ। হরিবেণুবর্জ্জিতা বিষ্ণুবর্গা বিষ্ণুদাসনামানঃ। ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ। প ফ ব ভ। এতে ঝপশ্চ।

ঝভ্ঃ—বৈয়াকরণেরা বর্গের চতুর্থ বর্ণ গুলিকে অর্থাৎ ঘ ঝ ঢ ধ ভ বর্ণকে ঝভ্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা হরিঘোষ। চতুর্ব্বিংশ সূত্র ঘ ঝ ঢ ধ ভাঃ হরিঘোষাঃ। চতুর্থা ঝভশ্চ।

ঝল্ ঃ—বৈয়াকরণেরা ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ। প ফ ব ভ। শ ষ স হ এই বর্ণ গুলিকে ঝল্ বা ধুট্ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা বৈষ্ণব। ত্রিংশ-সূত্র ঃ—"বিষ্ণুদাস হরিগোত্রাণি বৈষ্ণবাঃ। এতানি বৈষ্ণবনামানি। এতে ধুটো ঝলশ্চ।

ঞম্ ঃ—বৈয়াকরণেরা বর্গের পঞ্চম বর্ণকে অর্থাৎ অনুনাসিক ঙ ঞ ণ ন ম কে ঞম্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের নাম হরিবেণু। পঞ্চবিংশসূত্র "ঙ ঞ ণ নমাঃ হরিবেণবঃ।" পঞ্চমানুনাসিকা ঞমশ্চ। এতে চ মুখনাসিকাভবাঃ।

টবর্গ ঃ—ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচটী স্পর্শ বর্ণকে টবর্গ বলে। হরি-নামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা ট বিষ্ণুবর্গ। অপর ব্যাকরণে টু সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট। হরিনামামৃতে ঊনবিংশসূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চপঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ। "তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চপঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। ট ঠ ড ঢ ণ ইতি টবর্গঃ। তত্র সমানবর্গঃ সবর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ। সমান বর্গকে হরিনামামৃতে সবর্গ এবং অন্য ব্যাকরণে সবর্ণ আখ্যা দিয়াছেন।

টু ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচটী স্পর্শবর্ণকে টু সংজ্ঞা দিয়াছেন ; হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে টবর্গ বিষ্ণুবর্গ সংজ্ঞা। ঊনবিংশসূত্র "তে মান্তা পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ। "তে ককারাদয়ো মকা-রান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। এতে বর্গাশ্চ। ট ঠ ড ঢ ণ ইতি টবর্গঃ এবং কবর্গঃ চবর্গঃ তবর্গঃ পবর্গশ্চ। এতে কু চু টু তু পু নামানশ্চ। স্পর্শাস্তু সর্ব্বএব। প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে টবর্গ সবর্ণ এবং হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে সবর্গ। ঊনবিংশসূত্রবৃত্তি "তত্র সমান বর্গঃ সবর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ।

তত্ত্বত্রয় ঃ—এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় তৃতীয় অধ্যায়ে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি চতুর্ব্যূহ এবং পুরুষাবতার কথা আছে।

তত্ত্ব নির্ণয় ঃ—বরদরাজ (অম্মাল) প্রণীত গ্রন্থ। শ্রীনারায়ণের পারতম্য ইহাতে বর্ণিত আছে।

ত বর্গ ঃ—ত থ দ ধ ন এই পাঁচটী স্পর্শ বর্ণকে ত বর্গ বলে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা ত বর্গ বিষ্ণুবর্গ। অন্য ব্যাকরণ মতে টু সংজ্ঞা। হরিনামামৃতে উনবিংশসূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ। তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। ত থ দ ধ ন ইতি ত বর্গঃ। তত্র সমান বর্গঃ সবর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ। সমান বর্গকে হরিনামামৃতে সবর্গ এবং অন্য ব্যাকরণে সবর্ণ আখ্যা দিয়াছেন।

তত্ত্ব শেখর ঃ—এই গ্রন্থ লোকাচার্য্য কৃত। ইহাতে বিশেষ করিয়া নারায়ণের সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তত্ত্বসার ঃ—গ্রন্থে শ্রীসম্প্রদায়ের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতা কূরেশাচার্য্যের প্রপৌত্র শ্রীবেদব্যাস ভট্টর, শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য্য বা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য। গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত।

তাৎপর্য্য দীপিকা ঃ—শ্রীরামানুজের "বেদার্থ সংগ্রহ" নামক বেদান্ত গ্রন্থের টীকা। কূরেশের প্রপৌত্র সুদর্শনাচার্য্য বা শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য্য এই টীকা রচনা করেন। ম, ম শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী কাশী হইতে ঐ টীকা সহ বেদার্থ সংগ্রহ "পণ্ডিত" নামক সাময়িক পত্রে ও পরে স্বতন্ত্রাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

তিরুপ্ পল্লিয়েড়ুচ্চি ঃ—একখানি তামিল কবিতা গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তোণ্ডরড়িপ্পড়ি আলোয়ার। এই গ্রন্থে অপ্রা-

কৃত চিদ্দেহ দ্বারা ভগবানের সেবা করাই জীবের সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি ও ভগবদ্দাসদাসের সেবাই মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত। এই গ্রন্থের অর্থ (সংস্কৃত নাম) পরমাত্মার জাগরণ।

তিরুমলই ঃ—একখানি তামিল কবিতা গ্রন্থ। শ্রীরঙ্গনাথের স্তবোদ্দেশে ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তোণ্ডারড়িপ্পড়ি আলোয়ার রচিত। এই গ্রন্থের সংস্কৃত নাম "ধন্যমালিকা।" গ্রন্থকার ২৮৮ কলিগতাব্দে উদ্ভূত হইয়া ১০৫ বৎসর বয়সে ৩৯৩ কলিগতাব্দে ইহ লীলা সমাপ্ত করেন। ইহাঁর রচিত আর একখানি তামিল কাব্য গ্রন্থ আছে। তাহার নাম "তিরুপ্পল্লিয়েড়ুচ্চি" বা "পরমাত্মার জাগরণ।" তিরুমলই গ্রন্থে প্রাকৃত বস্তু নিরাস পূর্ব্বক অপ্রাকৃত চিন্ময় জীব স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে।

তু ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ত থ দ ধ ন এই পাঁচটী স্পর্শ বর্ণকে তু সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ত বর্গ বিষ্ণুবর্গ সংজ্ঞা। উনবিংশসূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ।" তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। এতে বর্গাশ্চ। ত থ দ ধ ন ইতি ত বর্গঃ এবং ক বর্গঃ চ বর্গঃ ট বর্গঃ প বর্গশ্চ। এতে কু চু টু তু পু নামানশ্চ। স্পর্শাস্তু সর্ব্ব এব। প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে ত বর্গ স বর্ণ হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে সবর্গ। উনবিংশসূত্রবৃত্তি "তত্র সমান বর্গঃ স বর্গ উচ্যতে স বর্ণশ্চ।

তৈরভুক্ত ঃ—বর্ত্তমান ত্রিহুতের সংস্কৃত নাম তীরভুক্তি। তীরভুক্তি প্রদেশের অধিবাসীদিগকে তৈরভুক্ত বলিয়া থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তিরুটিয়া শব্দে ত্রিহুতের অধিবাসী বলিয়া সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়। জয়ধর্ম্মের শিষ্য মধ্ব সম্প্রদায়ের জনৈক আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপুরী। তিনি ত্রিহুতের তরৌণী গ্রামে করমহ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে সার শ্লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ রচনা করেন। "তৈরভূক্ত" পরমহংস বলিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরী ক্রমশঃ লোক সমাজে খ্যাত হন।

ত্রয়োদশ নৃশংস ঃ—১। বিকথন ২। স্পৃহয়ালু ৩। মনস্বী ৪। নিমিত্তরহিত সদাকোপ ৫। চপল ৬। শক্তিসত্ত্বে পাল্যগণের অপালন। এই ছয়টী পাপ। ১। সম্ভোগসংবিদ্বিষম অর্থাৎ সম্ভোগকে পুরুষার্থ জানিয়া তাহাতে দুর্ব্যবস্থিত ২। অতিমানী ৩। দত্তানুতাপী ৪। কৃপণ ৫। বলীয়ান্ ৬। বর্গপ্রশংসী ৭। বনিতাদ্বেষ্টা। এই সাত এবং উপরি উক্ত ছয়টী পাপ একত্রে ১৩টী নৃশংস। মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৪৩ অধ্যায়। সম্ভোগসম্বিদ্বিষমোতিহমানী দত্তানুতাপী কৃপণো বলীয়ান্। বর্গপ্রশংসী বনিতাসু দ্বেষ্টা এতে পরে সপ্তনৃশংসবর্গাঃ। ১৯। বিকথনঃ স্পৃহয়ালুর্মনস্বী বিভ্রৎ কোপঞ্চপলোঽরক্ষণশ্চ। এতান্ পাপাঃ ষণ্ণরাঃ পাপধর্ম্মান্ প্রকুর্ব্বতে নো ত্রসন্তঃ সুদুর্গে। ১৮। ক্রোধা-দয়ো দ্বাদশ যস্য দোষাস্তথা নৃশংসানি দশত্রি রাজন্। ১৪½ ॥

ত্রিবিক্রম ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে দীর্ঘ স্বরের ত্রিবিক্রম সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ষষ্ঠসূত্র "পরস্ত্রিবিক্রমঃ" তেষামেকাত্ম-কানাং পরপরো বর্ণস্ত্রিবিক্রমো নামা। আ ঈ ঊ ঋ ৠ এই পাঁচটী বর্ণ ত্রিবিক্রম বা দীর্ঘ স্বর। ত্রিবিক্রম বর্ণ বা দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ মাত্রা ব্যঞ্জন বর্ণের চতুর্গুণ, হ্রস্ব স্বরের দ্বিগুণ এবং প্লুতস্বরের দ্বিতৃতীয়াংশ। এক মাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।

ত্রিমাত্র ঃ—প্লুতস্বরের উচ্চারণ ত্রিমাত্র। হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণ প্লুতস্বরের উচ্চারণ মাত্রায় তৃতীয়াংশ, দীর্ঘ স্বরের দ্বিতৃতীয়াংশ এবং ব্যঞ্জ-

নের ষষ্ঠাংশ মাত্র। একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ত্রিমাত্র প্লুতস্বরের মহাপুরুষ সংজ্ঞা।

দশাবতার ঃ—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই দশবর্ণের সংজ্ঞা প্রাচীন বৈয়াকরণগণ অক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাহারও মতে সমান। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে এই দশ বর্ণের সংজ্ঞা দশাবতার। হরিনামামৃত ব্যাকরণ তৃতীয় সূত্র "দশদশাবতারা।" তত্রাদৌ দশবর্ণা দশাবতার নামানো ভবন্তি।

দুর্ম্মদ ঃ—বৃষভানুরাজকন্যা শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরীকে দুর্ম্মদ নামক গোপ বিবাহ করিয়াছিলেন। দুর্ম্মদ অভিমন্যু গোপের কনিষ্ঠ সহোদর।

দিব্যসূরি চরিতম্ ঃ—শ্রীগরুড়বাহন পণ্ডিত বিরচিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আলবর্ ও আচার্য্যদিগের জীবন বৃত্তান্ত।

তৃতীয় অধ্যায় ৩৫ শ্লোক

প্রযাতি রোষাৎ কণিকৃষ্ণকোবিদস্তমন্বগেমিত্বমিহাস্পদং ত্যজন্।
ফণীন্দ্রতল্পং পরিগৃহ্য মামনুব্রজেতিপদ্মং সবিধায় নির্যযৌ॥

৩৮ শ্লোক

পুনর্নিবৃত্তঃ কণিকৃষ্ণকোবিদঃ স ভার্গবঃ কাঞ্চ্যধিনাথমাধবঃ।
ইহত্বমাস্তীর্য্য ভুজঙ্গমান্তরং কুরুষ্ব নিদ্রামিতি পদ্মমাতনোৎ॥

৫ম অধ্যায় ৬ শ্লোক

তস্মাদভূচ্ছেরকুলপ্রদীপ শ্রীকৌস্তুভাত্মা কুলশেখরাখ্যঃ।
মহীপতির্মাঘপুনর্বসূদ্দৎ দিনে হরেঃ পূর্ণকটাক্ষলক্ষ্যঃ॥

৭ম অধ্যায় ১৭ শ্লোক

অথ তত্রকুলেঽস্তিমে রমা-রমণোরস্থিতলাঙ্গনাংশজঃ।
সমজায়ত পাণ সঞ্জিকঃ সুকবিঃ কার্ত্তিকমাসি বৈদভে॥

পরাঙ্কুশজন্ম।

রাধে কলিদিনে লাভে বৈশাখে কাব্যবাসরে।
লগ্নে কর্কটকেঽস্থত তনয়ং নাথনায়িকা॥

ইহাই শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবদিগের সর্ব্ব প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ। গ্রন্থকার গরুড় বাহন নিজ পরিচয়ে বলেন যে তিনি শ্রীরামানুজের সমকালীয় ব্যক্তি এবং শ্রীরামানুজকে যে কালে বিষ প্রয়োগ করে সে সময় তিনি তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরে গ্রন্থ কার গরুড় বাহন চিকিৎসা কার্য্য করিতেন। কাল উল্লেখ করিয়া তিনি ইতিহাস বর্ণন করেন নাই। রামানুজ কোন সময় পরলোক গমন করেন তাহাও তিনি লেখেন নাই।

দোড্ডাচার্য্য ঃ—"বেদান্ত দেশিক বৈভব প্রকাশিকা" নাম্নী সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণয়নকর্ত্তা। এই গ্রন্থের সংস্কৃত ও তামিল ভাষা মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত ভাষ্য আছে। বেদান্ত দেশিক ১১৯১ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৯৩ শকাব্দে ১০২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। দোড্ডাচার্য্যের বৈভব প্রকাশিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়।

জিত্বা তুলক্ষান্ ভুবি গোপ্পণেন্দ্রো রঙ্গাধিপং স্থাপিতবান্ স্বদেশে।
ইত্যেবমাকর্ণ্য গুরুঃ কবীন্দ্রো হৃষ্টোঽভবদ্ যস্তমহং প্রপদ্যে॥

বিজয়নগরাধিপতি কাম্পন্ন উদৈয়র সেন্‌জি বা গিন্‌জি নামক স্থানে গোপ্পণার্য্য নামক একটী শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণকে শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে

শ্রীবৈষ্ণবগণ গোপ্পণার্য্যের শরণাপন্ন হন। এই গোপ্পণার্য্য দ্বারা মুশলমান-গণ দাক্ষিণাত্য হইতে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হন। মুশলমানদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীরঙ্গনাথমূর্ত্তিকে আদৌ ত্রিপতিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তথা হৈতে গোপ্পণার্য্য কর্ত্তৃক সেন্‌জির নিকটবর্ত্তী সিংহবরম্ নামক স্থানে তিনবর্ষের জন্য লইয়া আসা হয়। পরে গোপ্পণার্য্য শ্রীরঙ্গনাথ দেবকে রঙ্গক্ষেত্রে ১২৯৩ শকাব্দে পুনঃ সংস্থাপন করেন। রঙ্গনাথদেব স্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছেন জানিয়া বেদান্তদেশিকাচার্য্য পরমপরিতোষ লাভ করেন।

দোড্ডাচার্য্য চতুর্দ্দশশক শতাব্দীতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁর নিবাস চোলসিংহপুরম্ বর্ত্তমানকালে যাহাকে শলিঙ্গুর বলে।

দ্বাদশ দোষ ঃ—১। ক্রোধ ২। কাম ৩। লোভ ৪। মোহ ৫। বিধিৎসা ৬। অকৃপা ৭। অসূয়া ৮। মান ৯। শোক ১০। স্পৃহা ১১। ঈর্ষা ১২। জুগুপ্সা। মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোক ঃ—

"ক্রোধকামৌ লোভ মোহৌ বিধিৎসা কৃপাসূয়ে মান-শোকৌ স্পৃহা চ।
ঈর্ষা জুগুপ্সা চ মনুষ্যদোষা বর্জ্জ্যাঃ সদা দ্বাদশৈতে নরাণাম্॥"

দ্বি মাত্র ঃ—দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ দ্বিমাত্র। হ্রস্বস্বরের উচ্চারণ দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ তুলনায় অর্দ্ধ, ব্যঞ্জনের পাদ, এবং প্লুতস্বরের উচ্চারণ মাত্রা সার্দ্ধৈক বা দেড়গুণ। একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে দ্বিমাত্র দীর্ঘস্বরের ত্রিবিক্রম সংজ্ঞা।

দ্বিষড়্‌গুণ ঃ—ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাদি দ্বাদশ গুণ। মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্বান্তর্গত সনৎসুজাতানুপর্ব্বে ৪৩ অধ্যায় ২০ শ্লোকে উক্ত হই-

য়াছে "ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপশ্চামাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ নবম অধ্যায় নবম শ্লোক দ্বিষড়্গুণ শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী শ্রীধর স্বামীর লিখিত টীকায় মহাভারতের শ্লোক উদ্ধার না করিয়া দ্বাদশ-গুণ সম্বন্ধে এই শ্লোক তুলিয়াছেন। "জ্ঞানঞ্চ সত্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ হ্যমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শমশ্চ মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য।"

দীর্ঘস্বর ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা আ ঈ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আটটী স্বরবর্ণকে দীর্ঘস্বর বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে দীর্ঘ-স্বরের সংজ্ঞা ত্রিবিক্রম। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ষষ্ঠসূত্র "পরস্ত্রিবিক্রমঃ।" তেষামেকাত্মকানাং পরপরো বর্ণস্ত্রিবিক্রমো নামা। আ ঈ ঊ ঋ ৠ এতে দীর্ঘাশ্চ। "এ ঐ ও ঔ চতুর্ব্যূহাঃ" সন্ধ্যক্ষরাণি এচশ্চ। এতে সর্ব্বএব ত্রিবিক্রমাঃ। দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট। একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্।

ধুট্ ঃ—বৈয়াকরণেরা ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ। প ফ ব ভ। শ ষ স হ এই বর্ণগুলিকে ধুট্ বা ঝল্ সংজ্ঞা দেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা বৈষ্ণব। ত্রিংশ সূত্র। বিষ্ণু-দাস হরিগোত্রাণি বৈষ্ণবাঃ। এতানি বৈষ্ণব নামানি। এতে ধুটো ঝলশ্চ।

নমস্কার ঃ—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে অষ্টাক্ষর মন্ত্রে নমঃ শব্দ ব্যাখ্যায় ম কারকে অহঙ্কার এবং তৎপূর্ব্বস্থিত ন কার অহঙ্কারের নিষেধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অহঙ্কার নাই যাহাতে উহাই নমঃ। শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে ঐ পদ্মপুরাণ বচন উদ্ধার করিয়াছেন "অহঙ্কৃতির্মকারঃ স্যান্ন-কারস্তন্নিবেধকঃ। তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে।"

নববিধ সম্বন্ধ ঃ—শ্রীলোকাচার্য্য প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ। ইহাতে রসভেদে ভগবানের সহিত জীবের নববিধ সম্বন্ধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

নবেজ্যা কর্ম্ম ঃ—১। অর্চ্চন ২। মন্ত্রপাঠ ৩। যোগ ৪। যাগ ৫। বন্দন ৬। নামসঙ্কীর্ত্তন ৭। সেবা ৮। ভগবচ্চিহ্নাঙ্কন ৯। বৈষ্ণবসেবা। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী উদ্ধৃতবচন "অর্চ্চনং মন্ত্রপঠনং যোগো যাগো হি বন্দনম্। নামসঙ্কীর্ত্তনং সেবা তচ্চিহ্নৈরঙ্কনং তথা॥ তদীয়ারাধনং চেজ্যা নবধা ভিদ্যতে শুভে। নবকর্ম্মবিধানেজ্যা বিপ্রানাং সততং স্মৃতা॥ অর্চ্চনমার্গপর পাঞ্চরাত্রিক মহাভাগবতঃ সংজ্ঞা যথা—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ঃ—তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা-কর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥"

নালাইরা প্রবন্ধম্ ঃ—আলবার বা সিদ্ধ পার্ষদ মহাত্মাগণের লিখিত গ্রন্থাবলী-সংগ্রহ। এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে সাময়িক ঘটনাবলী নিবদ্ধ থাকায় তাহা হইতে কাল নির্দ্দেশের সহায়তা হয়। আলবার ও আচার্য্যগণের কতিপয় ঐতিহ্যও ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা দ্রাবিড় ভাষায় লিখিত এবং দ্রাবিড় বেদ বলিয়া আখ্যাত হয়। রামানুজ হইতে শিষ্য-পরম্পরা তৃতীয় অধস্তন পরাশর ভট্টর এইগুলি সংগ্রহ করেন।

নামিন্ ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ইচ্ বা ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই বারটী স্বরবর্ণকে নামিন্ বলিয়া সংজ্ঞিত করেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে নামিন্ বর্ণ ঈশ্বর সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। হরিনামামৃত ব্যাকরণ অষ্টম সূত্র অ আ বর্জ্জিতাঃ সর্ব্বেশ্বরা ঈশ্বরাঃ।" অ আ ইতি বর্ণদ্বয়বর্জ্জিতাঃ সর্ব্বেশ্বরা ঈশ্বরনামানঃ। ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এতে নামিন্ ইচশ্চ।

নিহ্রস্ব ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা অইউঋঌ এই পাঁচটী স্বরবর্ণকে

নিহ্রস্ব বা হ্রস্ব বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে নিহ্রস্ব স্বরের সংজ্ঞা বামন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ পঞ্চমসূত্র "পূর্ব্বো বামনঃ।" তেষামেকাত্মকানাং পূর্ব্বপূর্ব্বো বর্ণো বামননামা। অ ই উ ঋ ঌ এতে হ্রস্বা নিহ্রস্বাশ্চ।

নৈষ্ঠিক :—ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ ; উপকুর্ব্বাণ এবং নৈষ্ঠিক। যাঁহারা নিষ্কামভাবে শুদ্ধান্তঃকরণে আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের সহিত বাস করেন তাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী বিদ্যাসমাপ্তিতে গুরুসম্মতিক্রমে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।২৬-৩০ ব্রহ্মচারী যদি মহর্ল্লোক ও ব্রহ্মলোক আরোহণ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সকামী উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পথ গ্রহণের পরিবর্ত্তে বৃহন্নৈষ্ঠিক ব্রত গ্রহণ করিবেন। বেদের ফললাভার্থ গুরুচরণে দেহ সমর্পণ করিবেন। নিষ্পাপ হইয়া অগ্নি, গুরু, আত্মা ও সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন করিবেন। স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন, স্পর্শন, আলাপন ও ক্রীড়া, জন্তুদিগের মিথুন ভাব দর্শন, এবং গৃহস্থগণের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন। শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসন, ভগবদর্চ্চন, তীর্থ-সেবা, জপ, অস্পৃশ্যস্পর্শবর্জ্জন, অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন-বর্জ্জন ও অসংভাষ্যের আলাপ বর্জ্জন করিবেন। এই সকল সকল আশ্রমেরই সাধারণ নিয়ম। সর্ব্বপ্রাণীতে মদ্ভাব দৃষ্টি ও কায়মনোবাক্যে সংযত হইবেন। এইপ্রকার বৃহদ্ব্রতধারী হইয়া নৈষ্ঠিক বিপ্র অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল হন। তিনি তীব্রতপস্যাদ্বারা সকল কর্ম্মাশয় দগ্ধ করিয়া নির্ম্মলচিত্তে ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। (হারীত ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে ; ন বিবাহো ন সংন্যাসঃ নৈষ্ঠিকস্য বিধীয়তে॥)

পড়্নড়ই বিলক্কম্ :—অন্ন অপঙ্গর রচিত তামিল ভাষা গ্রন্থ। তেঙ্গলই সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বড়গলই নামক

সাম্প্রদায়িক মত প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারে না এতৎসম্বন্ধে বহুবিধ প্রতিবাদ পূর্ণ প্রবন্ধ।

পরমাদি পঞ্চক :—শ্রীবরদরাজ প্রণীত সংস্কৃত ভক্তিগ্রন্থ। ইহার পঞ্চমোধ্যায় তৃতীয় শ্লোক :—

"বেদান্বেষণমন্দরাদ্রিভরণ ক্ষোদ্ধারণস্বাশ্রিত-
প্রহ্লাদাবনভূমিভিক্ষণ জগদ্বিক্রান্তয়ো যৎক্রিয়াঃ।
দুষ্টক্ষত্রনিবর্হণং দশমুখাদ্যুন্মূলনং কর্ষণং
কালিন্দ্যাস্ত্বতিপাপকংসনিধনং যৎক্রীড়িতং তং নুমঃ।

পরমেশ্বর সংহিতা :—দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এই গ্রন্থের অর্দ্ধ শ্লোক যথা

অথাগতং গরুড়মমুং পুরস্থিতং মহাগিরিং জলদ ইবারুরোহ সঃ।

পবর্গ :—প ফ ব ভ ম এই পাঁচটী স্পর্শবর্ণকে পবর্গ বলে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা পবর্গ বিষ্ণুবর্গ। অন্য ব্যাকরণে পুসংজ্ঞা। হরিনামামৃতে উনবিংশ সূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ। তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। প ফ ব ভ ম ইতি পবর্গঃ। তত্র সমানবর্গঃ সবর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ। সমানবর্গকে হরিনামামৃতে সবর্গ এবং অন্য ব্যাকরণে সবর্ণ আখ্যা দিয়াছেন।

পিল্লই উরঙ্গবিল্লিদাসর :—ইনি শ্রীরামানুজের শরীর রক্ষা সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। রামানুজাচার্য্যের ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে ইনি অন্যতম।

পু :—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা প ফ ব ভ ম এই পাঁচটী স্পর্শ বর্ণকে পু সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে প বর্গ বিষ্ণুবর্গ সংজ্ঞা। উনবিংশসূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ।" তে ককারা-

দয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। এতে বর্গাশ্চ। প ফ ব ভ ম ইতি প বর্গঃ এবং ক বর্গঃ চ বর্গঃ ট বর্গঃ ত বর্গশ্চ। এতে কু চু টু তু পু নামানশ্চ। স্পর্শাস্তু সর্ব্ব এব। প্রাচীন বৈয়াকরণ মতে প বর্গ স বর্ণ এবং হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে স বর্গ। উনবিংশসূত্রবৃত্তি "তত্র সমানবর্গ স বর্গ উচ্যতে স বর্ণশ্চ।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিঃ—চট্টগ্রামের ৬ ক্রোশ উত্তরে হাট-হাজারী নামে একটী মহকুমা আছে, এই হাট হাজারীর পূর্ব্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে মেখলা নামক গ্রামে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম বাণেশ্বর ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম গঙ্গাদেবী। বাণেশ্বর শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায় বংশজাত।

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বংশাবলীর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

(১) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি
(২) রামপ্রসাদ পণ্ডিত
(৩) প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ
(৪) রামকানু বিদ্যাবাগীশ
(৫) গোবিন্দরাম বেদান্তী
(৬) ভবানী চরণ সিদ্ধান্তবাগীশ
(৭) কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য
(৮) রাম গোপাল ভট্টাচার্য্য
(৯) ইন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য
(১০) অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য
(১১) শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিদ্যালঙ্কার (ইনি জীবিত)

পেরিয়া তিরুমুড়িয়াড়ইভু ঃ—ইহা একখানি তামিল

ভাষায় রচিত গ্রন্থ। গ্রন্থকার আন্‌বিল্লই কন্দড়াইয়াপ্পন্‌। আলবর্‌গণের ও রামানুজীয় আচার্য্যগণের পারম্পর্য্যক্রমে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক আচার্য্যের সহিত অন্য আচার্য্যের সম্বন্ধ সমূহ এই গ্রন্থেই নিরূপিত হইয়াছে। ইহা অদ্যাপিও মুদ্রিত হয় নাই।

প্লুতস্বর :—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট হ্রস্ব ও দীর্ঘ-স্বরকে প্লুত সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে প্লুত স্বরের মহাপুরুষ সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ সপ্তমসূত্র। "ত্রিমাত্রো মহাপুরুষঃ।" ত্রিমাত্রত্বেনোচ্চার্য্যমাণো বামনস্ত্রিবিক্রমশ্চ মহাপুরুষ সংজ্ঞঃ স্যাৎ। এষ দুরাহ্বানে গানে রোদনাদৌ চ প্রসিদ্ধঃ। প্লুতসংজ্ঞশ্চ যথোক্তং একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্‌। আদি ত্রয়স্য কুক্কুটরুতৌ ক্রমেণ প্রসিদ্ধিঃ। অত্র মহাপুরুষে বামনমপি ত্রিবিক্রমমুচ্চারয়ন্তি লিখন্তি চ তজ্‌জ্ঞাঃ। আগচ্ছ ভো বিষ্ণুমিত্রাহু আগচ্ছ। আগচ্ছতাহস্মি ভো বিশ্বপাহু আগতোহস্মি।

বরবর মুনিবরাষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রম্‌ :—বরবর মুনির কোন শিষ্য তদীয় গুরুর অষ্টোত্তর শতনাম সংস্কৃত অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে রচনা করিয়াছেন। তাহাতে বরবরের অনেক ঘটনা নামস্বরূপে ব্যক্ত হইতেছে। ২২টী শ্লোক মাত্র।

বরবরমুনি শতকম্‌ :—এই শতকের ১০৫ শ্লোক মণবাড় মুনির শিষ্য শ্রীদেবরাজ গুরু সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। তেঙ্গলই গুরু বরবরের মহিমা জ্ঞাপক স্তোত্রে শিষ্যের হৃদয়োত্থ ভাব সমূহ ব্যক্ত হইয়াছে।

আদিশ্লোক :—সৌম্যজামাতৃযোগীন্দ্রচরণাম্বুজষট্‌পদম্‌।

দেবরাজগুরুং বন্দে দিব্যজ্ঞানপ্রদং শুভম্‌। ১।

অদিন্তমশ্লোক :— অনুদিনমনবদ্যৈঃ পদ্যবন্ধৈরমীভি-
র্বরবর মুনিতত্ত্বং ব্যক্তমুদ্‌ঘোষয়ন্তম্।
অনুপদমনুগচ্ছন্নপ্রমেয়ঃ শ্রুতনা-
মভিলষিতমশেষং স্থয়তে শেষশায়ী। ১০৫।

বিরিঞ্চি :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে আদেশকে বিরিঞ্চি বলেন। এক বর্ণের স্থানে ব্যাকরণের বিধান মতে অন্য বর্ণ করিবার আদেশকে বৈয়াকরণেরা আদেশ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ উনচত্বারিংশসূত্র "আদেশো বিরিঞ্চিঃ।" বিরিঞ্চির্ব্রহ্মা যথৈকং বস্তূপাদায় অন্যৎ করোতি তথা যো বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স আদেশো বিরিঞ্চিশ্চোচ্যতে।

বালতোষণী টীকা :—ইহা শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত বৈষ্ণব ব্যাকরণের সংস্কৃত টীকা। শ্রীহরেকৃষ্ণ আচার্য্য এই টীকা রচনা করিয়া শ্রীগোপীচরণ দাস বাবাজী দ্বারা শোধন করাইয়া পরে প্রচার করিয়াছেন।

বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী :—ইনি শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের (সম্পূর্ণ ২৩ সর্গ গ্রন্থের) সদানন্দ বিধায়িনী নাম্নী সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকা প্রারম্ভে গুরুবর্গের প্রণামোদ্দেশে এই শ্লোক লিখিয়াছেন। "নত্বা গুরুং কৃষ্ণদেবং বিশ্বনাথং নরোত্তমম্। লোকনাথং নমস্কৃত্য কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রয়ে॥"

গুরু পরম্পরা :—১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ২। লোকনাথ ৩। নরোত্তম ৪। গঙ্গানারায়ণ ৫। কৃষ্ণচরণ ৬। রাধারমণ ৭। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ৮। কৃষ্ণদেব সার্বভৌম ৯। বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী।

সদানন্দ বিধায়িনী টীকার শেষ ভাগে টীকা রচনাকাল এইরূপ লিখিয়াছেন। "শ্রীমদ্গোবিন্দলীলামৃতবলিতসদর্থালিতঃ কাংশ্চিদর্থাং-

ষ্টীকা যত্নাদ্‌যথাদৃগ্‌ ব্যরচি কিল ময়া শ্রীল বৃন্দাবনেঽস্মিন্‌। এতাং শাকার্ক খাব্ধিক্ষিতি শরদি সহঃ পূর্ণিমেন্দ্বহ্নিপূর্ণাং নাম্না বৃন্দাবনেন প্রচুরতরমুদঃ সাধবঃ শীলয়ন্তু ॥" টীকা রচনা স্থান বৃন্দাবন। কাল ১৭০১ শকাব্দাঃ।

ভক্তিচিন্তামণি ঃ—শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিত বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে কয়েক অধ্যায়ে ভক্তি বিষয়িণী কথা যুক্ত। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে উপদেশ দিতেছেন এরূপ প্রসঙ্গ আছে। অসম্পূর্ণ গ্রন্থ শ্রীযুত তারাপদ-চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত হস্তলিপি দেখিলাম। প্রায় ১৬ পৃষ্ঠা

ভক্তিরত্নাবলী ঃ—শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্য জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্য তৈরভুক্ত শ্রীবিষ্ণুপুরী কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রয়োজনীয় মূল সংস্কৃত শ্লোক সঙ্কলন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ৪০৫ শ্লোকে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে ত্রয়োদশটী বিরচন বা অধ্যায় আছে। প্রথম বিরচনে (১১৫ শ্লোক) মঙ্গলাচরণ বস্তু নির্দ্দেশ এবং সাধারণ ভক্তি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ে (৬৪) সাধুসঙ্গ, তৃতীয়ে (৩২) নববিধভক্তি, চতুর্থে (৪৫) শ্রবণ, পঞ্চমে (৫৭) কীর্ত্তন, ষষ্ঠে (২৬) স্মরণ, সপ্তমে (৩১) পাদসেবন, অষ্টমে (৯) অর্চ্চন, নবমে (৪) বন্দন, দশমে (৪) দাস্য, একাদশে (২) সখ্য, দ্বাদশে (২) আত্মনিবেদন এবং ত্রয়োদশে (১৪) শরণাগতি ও গ্রন্থকারের উক্তি লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের নিজের শ্লোক প্রথমাংশে চারিটী এবং গ্রন্থ শেষে চারিটী ব্যতীত অপর সমস্ত শ্লোকই ভাগবত হইতে উদ্ধৃত হইয়া সঙ্কলিত হইয়াছে। নারদ পুরাণান্তর্গত শ্রীহরি ভক্তিসুধোদয়গ্রন্থেরও কয়েকটী মাত্র শ্লোক এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের কতিপয় হস্ত লিখিত আদর্শমধ্যে ১৫৫৫ শকে ফাল্গুন শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে কান্তিমালা টীকা সহিত ভক্তিরত্নাবলী সিদ্ধ হইল বলিয়া শ্লোক দুইটী দৃষ্ট হয়। তাহা কোন লিপিকারের হওয়া সম্ভব।

শ্রীকবিকর্ণপুর কৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতি। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে লিখিয়াছেন জয় ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত। ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা। ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা॥ লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামক একজন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অনুচর এই গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্য ছন্দে অনুবাদ করিয়াছেন। দৈবকীনন্দন বৈষ্ণব বন্দনায় লিখিয়াছেন বিষ্ণুপুরী গোসাঞি বন্দোঁ করিয়া যতন। বিষ্ণু ভক্তিরত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥ ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে শ্রীজগন্নাথ দেব বিষ্ণুপুরীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া কাশীতে সেবক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে কালে বিষ্ণুপুরী কাশীতে ছিলেন। বিষ্ণুপুরীর ইচ্ছাক্রমে শ্রীজগন্নাথ দেব শ্রীঅঙ্গের মালা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরী শ্রীপ্রভুকে রত্নাবলী গ্রন্থ ভেট দিয়া অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভক্তমাল নামে আধুনিক এক গ্রন্থে বিষ্ণুপুরীর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের কথা অমূলক বলিয়া প্রতীত হয়। গ্রন্থের সম্বন্ধে তন্মধ্যস্থিত গ্রন্থকার রচিত শ্লোকটী আলোচ্য। প্রথম বিরচন ৮ম শ্লোক

কণ্ঠে কৃতা কুলমশেষমলঙ্করোতি
বেশ্মস্থিতা নিখিলমেব তমো নিহন্তি।
তামুজ্জ্বলাং গুণবতীং জগদীশভক্তি-
রত্নাবলীং সুকৃতিনঃ পরিশীলয়ন্তু॥ ৮॥

ভগবদ্বিব্রহ্মঃ—এই গ্রন্থ তেলগু অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সুবৃহৎ। ভগবানের পারতম্য চতুর্থ খণ্ডে বর্ণিত আছে। প্রথম খণ্ডে মহাপ্রবেশ এবং শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য্যের বিষ্ণুপুরাণ ৬ অংশের টীকা এবং লোক-সার্ঙ্গ মহামুনির কথা আছে।

ভরদ্বাজ সংহিতা :—"সুদূরমপি গন্তব্যং যত্র ভাগবতাস্থিতাঃ।" এই শ্লোকটী এই গ্রন্থে আছে।

"তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।

২য় অধ্যায় ২য় শ্লোক।

"এতৎ সমস্তপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং মনীষিভিঃ।

নির্ণীতং ভগবদ্ভক্তপাদোদকনিষেবনম্॥

ময়্ :—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ঞ বর্জ্জিত ব্যঞ্জনববর্ণকে ময়্ বলেন। হরিনামামৃতব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা বিষ্ণুগণ। বিংশসূত্র "ঞবর্জ্জিতাস্তু বিষ্ণুগণাঃ।" ময়শ্চ।

মনস্বী :—নিজগর্ব্বজন্য পরের অবমান করিতে উদ্‌যোগী। "গর্ব্বাধিক্যাৎ পরাবমাননশীলঃ।" নীলকণ্ঠ মহাভারতটীকা উদ্‌যোগ পর্ব্ব ৪৩অ ১৮ শ্লোক।

মন্ত্রভাগবতং :—বৈদিকমন্ত্রসমূহ উদ্ধার করিয়া শ্রীগোবিন্দ সূরির পুত্র শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে চারি অধ্যায়। সমগ্র গ্রন্থে আড়াইশত ঋগ্মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থ শেষে শ্লোক দুইটী এইরূপ—

বাক্যার্থে ব্যাসবাল্মিকী পদার্থে যাস্কপাণিনী।

রামকৃষ্ণকথাং মন্ত্রৈর্গায়নে মম নায়কৌ॥

সার্দ্ধশতদ্বয়মৃচা রামকৃষ্ণকথানুগং।

দর্শিতং ভগবাংস্তেন তুষ্যতাং সাত্বতাংপতিঃ॥

মহাপুরুষ :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে প্লুত স্বরের মহাপুরুষ সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ সপ্তম সূত্র "ত্রিমাত্রো মহাপুরুষঃ। ত্রিমাত্রত্বেনোচ্চার্য্যমাণো বামনস্ত্রিবিক্রমশ্চ মহাপুরুষসংজ্ঞঃ স্যাৎ। এষ

দূরাহ্বানে গানে রোদনাদৌ চ প্রসিদ্ধঃ। প্লুত সংজ্ঞশ্চ। একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনশ্চার্দ্ধ মাত্রকম্। দূরস্থিত ব্যক্তিকে আহ্বান করিবার কালে সঙ্গীতকার্য্যে এবং রোদনাদি কালে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর প্লুত হইয়া ত্রিমাত্রতা লাভ করিলে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর (বামন ও ত্রিবিক্রম) মহাপুরুষ সংজ্ঞা লাভ করে।

মান :—আপনাকে পূজ্যবুদ্ধি। মানঃ আত্মনি পূজ্যতা বুদ্ধিঃ (নীলকণ্ঠটীকামহাভারতউদ্‌যোগপর্ব্ব অ ৪৩।১৬ শ্লোক)।

মুনিবাহনভোগ :—শ্রীবেদান্তাচার্য্য প্রণীত তিরুপ্পনর আলবরের স্তব প্রকাশক গ্রন্থ বিশেষ। এই আলবর মুনি বাহন, যোগীবাহ এবং প্রাণনাথ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। গ্রন্থকার বিশেষ করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

মুমুক্ষু প্রদি :—শ্রীলোকাচার্য্য প্রণীত তামিল গ্রন্থ। ভক্তিমত-বিরোধ স্থলে তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জনীয় বিষয় এই গ্রন্থে লিখিত আছে।

মূলমাধবমাহাত্ম্য :—উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের নায়ক ভেদ প্রকরণে এই গ্রন্থের নাম উল্লিখিত আছে। রুক্মিণী বিবাহের পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ কতিপয় ব্রজললনার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন এইরূপ ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে বলিয়া লোকপরম্পরা শুনা যায়। পরন্তু গ্রন্থখানি সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। উজ্জ্বল নীলমণির শ্লোক।

মূলমাধবমাহাত্ম্যে শ্রূয়তে তত এব হি।
রুক্মিণ্যুদ্বাহতঃ পূর্ব্বং তাসাং পরিণয়োৎসবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে "কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥" শ্লোক দ্বারা কতিপয় অনূঢ়া

গোপকন্যা প্রার্থনা করেন। তৎফলে তাঁহারা কৃষ্ণের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন এরূপ প্রসঙ্গ মূলমাধবমাহাত্ম্যে আছে বলিয়া জনশ্রুতি।

যল্ :—বৈয়াকরণেরা অন্তস্থ বর্ণ অর্থাৎ য র ল ব এই চারি বর্ণকে যল্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহাদের সংজ্ঞা হরিমিত্র। সপ্তবিংশসূত্র "য র ল বা হরিমিত্রাণি। অন্তস্থ যলশ্চ এতে সবিষ্ণুচাপা নির্বিষ্ণুচাপাশ্চ।

যতীন্দ্র প্রবণ দীপিকাই :—নামক গ্রন্থ পিল্লইলোকন্ জীয়ার রচনা করেন। ইহাতে তেঙ্গলই আদি গুরু মণবাড় মহামুনির জীবন চরিত তামিল ভাষায় লিখিত আছে। বরবর মুনি রঙ্গজামাতৃ বা সৌম্যজামাতৃ মুনি, যাবতীয় তেঙ্গলই মতস্থ রামানুজীয়গণের আশ্রয় স্থল হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তেঙ্গলই ও বড়গলই মতদ্বয় পিল্লাইলোকাচার্য্যের সময় হইতে বেদান্ত দেশিকের মতের সহিত বিরোধ করিয়া উৎপত্তি লাভ করে এবং সৌম্যজামাতৃর সময়ে তেঙ্গলই ও বড় গলই নামক দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন শাখা চলিতে থাকে। মণ বাড়ের জন্ম বৎসরে বেদান্ত দেশিক পরলোক গমন করেন। গ্রন্থকর্ত্তা পিল্লই লোকন্ জীয়র মণবাড় মুনির শিষ্য বলিয়া কথিত। ইঁহার রচিত রামানুজার্য্য দিব্যচরিতম্ নামক এক খানি গ্রন্থ আছে।

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী :—ইনি মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীদাস গদাধরের শিষ্য, কাটোয়া গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। শ্রীদাস গদাধর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অপ্রকটের পর শ্রীনবদ্বীপ হইতে নিজ শিষ্য যদুনন্দনের বাটীতে নির্জ্জন বাসের জন্য আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কাটোয়া গ্রামে আগমন পূর্ব্বক ইঁহার সাহায্যে শ্রীদাস গদাধরের সাক্ষাৎ লাভ করেন (নরোত্তম বিলাস পঞ্চমবিলাস)। শকাব্দীর পঞ্চদশ

শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে এই খ্যাতনামা বৈষ্ণব বিরাজমান ছিলেন। ইঁহার আলয়ে শ্রীদাস গদাধরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তির সেবা হইত; খেতরি মহোৎসবে নিমন্ত্রিত গৌড়দেশস্থ অনেক বৈষ্ণব মহান্ত কাটোয়া নগরে যদুনন্দনের ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া খেতরিতে মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি ও খেতরি মহোৎসবে আগমন পূর্ব্বক ভগবান্ কবিরাজ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়াছিলেন বলিয়া নরোত্তম বিলাসে উল্লেখ দেখা যায়।

যাদব ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ এবং শ ষ স এই ত্রয়োদশ বর্ণকে যাদব বলে। অন্য বৈয়াকরণেরা ইহাকে অঘোষ এবং খস্ সংজ্ঞা দেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দ্বাত্রিংশ সূত্র "যাদবা অন্যে।" গোপালেভ্যো হন্যে বিষ্ণুজনা যাদবনামানঃ। এতে অঘোষাঃ খসশ্চ।

রঙ্গরাজ স্তবঃঃ—শ্রীবৎসাঙ্ক মিশ্র বা কূরেশাচার্য্যের পুত্র শ্রীপরাশর ভট্টর সংস্কৃত ভাষায় এই শতকদ্বয় প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকারের পিতা কূরনাথ কাঞ্চীস্থ বরদরাজ স্তোত্র রচনা করায় পুত্র পরাশর শ্রীরঙ্গনাথের এই স্তবদ্বয় তদনুকরণে গ্রন্থিত করেন। পূর্ব্ব শতকে শ্রীরঙ্গনাথ ভগবানের স্বরূপ রূপ গুণ বিভূতি প্রভৃতি এবং উত্তর শতকে বিরুদ্ধ মত নিরাস পূর্ব্বক বৈদিক সিদ্ধান্তরহস্য উপায় উপেয়ত্ব, সকল পুরুষার্থ প্রদত্ব, সর্ব্ববিধ বন্ধুত্ব, ভগবানের শরণ ও বরণ-প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব শতকে ১২৭ শ্লোক ও উত্তর শতকে ১০৫ শ্লোক আছে।

পূর্ব্ব শতক আদিশ্লোক ঃ—

শ্রীপরাশর ভট্টার্য্যঃ শ্রীরঙ্গেশপুরোহিতঃ।

শ্রীবৎসাঙ্কসুতঃ শ্রীমান্ শ্রেয়সে সেহস্তু ভূয়সে ॥
শ্রীবৎসচিহ্নমিশ্রেভ্যো নম উক্তিমধীমহি।
যদুক্তয়স্ত্রয়ী কণ্ঠে যান্তি মঙ্গলসূত্রতাম্ ॥ ১ ॥

শেষ শ্লোক :—

শ্রীরঙ্গেন্দোঃ পদকিসলয়ে নীলমঞ্জীর-মৈত্র্যা
বন্দে বৃন্তপ্রণয়িমধুপব্রাতরাজীবজৈত্রৈঃ।
নিত্যাভ্যর্চানতবিধিমুখস্তোমসংশয্যমানৈঃ
হেমাম্ভোজৈর্নিবিড়নিকটে রামসীতোপনীতৈঃ। ১২৭।

উত্তর শতক আদিশ্লোক :—

হর্ত্তুং তমঃ সদসতী চ বিবেক্তুমীশো
মানং প্রদীপমিব কারুণিকো দদাতি।
তেনাবলোক্য কৃতিনঃ পরিভুঞ্জতে তং
তত্রৈব কেপি চপলাঃ শলভী ভবন্তি ॥ ১ ॥

শেষ শ্লোক :—

ত্বং মীনপানীয় নয়েন কর্ম্ম ধীভক্তি-বৈরাগ্যজুষো বিভর্ষি।
রঙ্গেশ মাং পাহি মিতং পচং যৎ পানীয়শালং মরুভূসু তৎ স্যাৎ ॥ ১০৫ ॥

রহস্যত্রয় :—শ্রীনারায়ণ ও শিবের তত্ত্ব ইহাতে মীমাংসিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি রামানুজীয় মতে লিখিত ও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে।

রাম :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে অক্ষর বা বর্ণের স্বরূপ মাত্র বাচ্য হইলে অর্থাৎ কেবল মাত্র বর্ণ বিষয়ক নির্দ্দেশে বর্ণসহ রাম শব্দের প্রয়োগ হয়। অপর বৈয়াকরণেরা ৎ সংযোগে এবং কলাপ ব্যাকরণে বর্ণের সহিত কার শব্দের যোগে বর্ণ স্বরূপ বুঝান। শ্রীরামচন্দ্র একমাত্র দার-

পরিগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া রাম শব্দের যোগে বর্ণের স্বরূপ মাত্র বাচ্যে প্রয়োগ হয়। সপ্তত্রিংশ সূত্র "বর্ণ স্বরূপে রামঃ।" বর্ণস্য স্বরূপমাত্রে বাচ্যে রামশব্দো দেয়ঃ। তস্যৈক পরিগ্রহতা খ্যাতেঃ। যথা অরাম ই-রাম ইত্যাদি। অং ইং ইত্যাদি পাণিনেঃ। অকার ইত্যাদি চ কলাপস্য। যথা চ করাম ইত্যাদি ককার ইত্যাদি তু প্রাচাং। ররামস্তু রেফ ইতি।

রামানুজার্য্য দিব্যচরিতম্ঃ—মণবাড় বরবর মুনির শিষ্য পিল্লই লোকন্‌জিয়র এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে অনেক কালদোষ লক্ষিত হয় কিন্তু অনেক সংবাদ ও নানা আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট আছে। এই গ্রন্থকার মণবাড় বরবর মুনির জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া যতীন্দ্রপ্রবণ দীপকই নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকার তেঙ্গলই সম্প্রদায়ভুক্ত।

লবঃ—অনুস্বারকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা লব বলিয়া থাকেন। ইহার অন্য নাম বিন্দু। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে লব বা অনুস্বারের সংজ্ঞা বিষ্ণুচক্র। চতুর্দ্দশ সূত্র "অং ইতি বিষ্ণুচক্রম্। অকার উচ্চারণার্থ বিন্দুস্বরূপো বর্ণো বিষ্ণুচক্রনামা। অনুস্বারো বিন্দুর্লবশ্চ।

লক্ষ্মীতন্ত্রঃ—এই গ্রন্থে শ্লোক যথা

যত্তৎপুরাণমাকাশং সর্ব্বস্মাৎ পরমং ধ্রুবং।
যৎপদং প্রাপ্য তত্ত্বজ্ঞা মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।

লুক্, লোপঃ—বৈয়াকরণেরা কোন বর্ণ নাশ করিতে হইলে যে বিধি প্রবর্ত্তন করেন তাহা লোপ বা লুক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। হরিনামামৃত ব্যাকরণ একচত্বারিংশ সূত্র "লোপো হরঃ।" হরো যথা নাশহেতুর্ভবতি তথা যো বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স লোপো হরশ্চোচ্যতে। তত্র

হরো দ্বিধা ভবেৎ। তত্রাদর্শনমাত্র হেতুর্হরঃ। আত্যন্তিক লয়হেতু-র্মহাহরঃ। লুগিত্যন্যে।

লোকনাথ গোস্বামী ঃ—যশোহর জেলার অন্তর্গত তালখড়ি গ্রামে শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রাগ্‌ভাগে শ্রীপদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর ঔরসে শ্রীসীতা দেবীর গর্ভে শ্রীলোকনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৩১ শকাব্দের শীতকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কালে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণে মানস করেন তৎকালে শ্রীলোকনাথ তাঁহার চরণ-দর্শনাভিলাষে শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন এবং চৈতন্যচন্দ্রের আদেশক্রমে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ কালের পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবন ধাম আশ্রয় করেন। তিনি শ্রীগৌরপরিকরের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের আদেশে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনাভিলাষে তিনিও দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন এবং শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে যেকালে শ্রীমহাপ্রভু আসিয়াছিলেন তাঁহার দর্শন লাভের জন্য তিনি ও শ্রীবৃন্দাবনে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু তৎপূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে চলিয়া আসিয়াছেন। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া লোকনাথ শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন-চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীধামবৃন্দাবনে স্বীয় প্রভুর পদধ্যানসেবায় আপনাকে একান্ত ভাবে প্রকটাবশেষ কাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ইঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অসামান্য দৈন্য এবং অলৌকিক চেষ্টা সমূহের বর্ণন তাঁহার নিজ ইচ্ছা মতেই কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই লোকনাথ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন লাভ করেন।

লোকাচার্য্য—ইঁহার অপর নাম জগদাচার্য্য। দ্রাবিড় ভাষায়

তাঁহার নাম উলাগারিয়ন্। ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৯১ শকাব্দে শ্রবণা নক্ষত্রে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "নববিধ সম্বন্ধ" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রয়ে ভগবৎসেবা সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

গুরুপরম্পরা। ১। রামানুজ ২। গোবিন্দ ৩। পরাশর ৪। বেদান্তী ৫। কলিবৈরিদাস ৫½। কৃষ্ণসমাহ্বয় ৬। শ্রীকৃষ্ণপাদপাদাব্জ ৭। লোকাচার্য্য। কেহ কেহ ইঁহাকে পুল্লাই লোকাচারিয়ার বলেন। ইঁহার অনুশিষ্যের সময় রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিম্‌গল ও বড়গল বিভাগ হয়।

শিষ্যপরম্পরা। ১। শ্রীশৈলেশ, আন্নান, উদার, কল্লিকা বলদাস্থর

১। শ্রীশৈলেশ ২। বরবর মুনি।

২। বরবর মুনি ৩। বনমামলই জীয়র, প্রভাস্ত ভট্টরপিরাণ, পেরিয়াজিয়র কইল কণ্ডাড়ই আন্নান, প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর আন্নান, একম্বি অপ্পা, আপ্পিলাই, আপ্পিলান।

লোভ :—ধনব্যয়ে আশঙ্কা। লোভো ধনব্যয়ভীরুত্বং (মহাভারত) উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোক নীলকণ্ঠটীকা)

বর্গ :—ক অবধি ম পর্য্যন্ত ২৫টী ব্যঞ্জন বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ বলে। তন্মধ্যে পাঁচ পাঁচটী বর্ণ বর্গ নামে খ্যাত। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে বর্গের সংজ্ঞা বিষ্ণুবর্গ। ঊনবিংশ সূত্রে "তে মান্তাঃ পঞ্চপঞ্চবিষ্ণুবর্গাঃ।" তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। এতে বর্গাশ্চ। ক খ গ ঘ ঙ ইতি ক বর্গঃ। এবং চ বর্গঃ ট বর্গঃ ত বর্গঃ প বর্গশ্চ। এতে কু চু টু তু পু নামানশ্চ, স্পর্শাস্ত সর্ব্বএব।

বর্গ প্রশংসী :—অন্যের দুঃখে সুখী। "বর্গো বৃজিনং পরাভিভবস্তৎ

প্রশংসনশীলঃ অন্যেষাং দুঃখেন সুখীত্যর্থঃ। নীলকণ্ঠ টীকা মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩ অং ১৯ শ্লো ইহা ত্রয়োদশ নৃশংসের অন্যতম।

বল্‌ ঃ—বৈয়াকরণেরা ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল শ ষ স হ এবং ক্ষ এই য ও ব ব্যতীত ব্যঞ্জন বর্ণকে বল্‌ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা বল। অষ্টাদশ সূত্র "য ব বর্জ্জিতাস্তু বলা বলশ্চ।"

বল ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে য ও ব এই বর্ণ ব্যতীত ব্যঞ্জনবর্ণ গুলিকে বল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৈয়াকরণগণ ইহাদিগকে বল্‌ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ অষ্টাদশসূত্র ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল শ ষ হ ক্ষ। "যব বর্জ্জিতাস্তু বলা বলশ্চ।

বলীয়ান্‌ ঃ—প্রজার নিকট পূর্ব্বরাজাপেক্ষা অধিক বলি উপহার গ্রহণ। নীলকণ্ঠটীকা মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩।১৯ শ্লোক "অতিশয়েন বলিমান্‌ পূর্ব্বরাজভ্যোঽপ্যধিকং প্রজানাং সকাশাৎ বলিং গৃহ্নন্‌ ইত্যর্থঃ। ইহা ত্রয়োদশ নৃশংসের অন্যতম।

বামন ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে হ্রস্বস্বর বর্ণের বামন সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে পঞ্চমসূত্র "পূর্ব্বো বামনঃ।" তেষামেকাত্ম-কানাং পূর্ব্বপূর্ব্বো বর্ণো বামন নামা। অ, ই, উ ঋ এবং ৯ এই পাঁচটী বর্ণ বামন বা হ্রস্বস্বর। বামন বর্ণ বা হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণ মাত্রা ব্যঞ্জনবর্ণ অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ মাত্রা পরিমাণে অর্দ্ধ। প্লুতস্বরের উচ্চারণ মাত্রা পরিমাণে তৃতীয়াংশ। একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্‌।

বিকত্থন ঃ—পরের গুণকে দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ গুণের উক্ত-

মতা কথন। "পরগুণক্ষেপেণ স্বগুণোৎকর্ষাভিধানশীলঃ। (নীলকণ্ঠ টীকা মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩অ ১৮

বিধিৎসা :—উত্তরোত্তর লাভসত্ত্বেও অতৃপ্ত হইয়া পুনরায় পিপাসা। বিধিৎসা সত্যপ্যুত্তরোত্তর লাভে পিপাসাখ্যা অতৃপ্তিঃ। নীলকণ্ঠ টীকা মহাভারত ও উদ্‌যোগপর্ব ৪৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

বিন্দু :—অনুস্বারকে প্রাচীন বৈয়াকরণেরা বিন্দু বলিয়া থাকেন। ইহার অন্য সংজ্ঞা লব। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে বিন্দু, লব বা অনুস্বারের সংজ্ঞা বিষ্ণুচক্র। চতুর্দ্দশসূত্র "অং ইতি বিষ্ণুচক্রম্" অকার উচ্চারণার্থঃ। বিন্দুস্বরূপো বর্ণো বিষ্ণুচক্রনামা। অনুস্বারো বিন্দুর্লবশ্চ।

বিভ্রৎকোপ :—কারণ রহিত সর্ব্বদা কোপপর। "নিমিত্তং বিনাপি সদা কোপপরঃ।" নীলকণ্ঠ টীকা মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩।১৮ শ্লোক।

বিষ্ণু :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে প্রকৃতি প্রত্যয়ের মধ্যে বৈয়াকরণেরা যে নূতন বর্ণ বিধি প্রবর্ত্তন করেন তাহা বিষ্ণু নামে খ্যাত। অপর বৈয়াকরণেরা উহাকে "আগম" বলেন। চত্বারিংশসূত্র। "আগমো বিষ্ণুঃ। বিষ্ণুর্যথা মধ্যতঃ স্বয়ং আবির্ভূয় পোষকো ভবতি তথা যো বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স আগমো বিষ্ণুশ্চোচ্যতে।

বিষ্ণুগণ :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে "ঞ" ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ সকলের বিষ্ণুগণ সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ এই বর্ণ সমষ্টিকে ময্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ বিংশসূত্র "ঞ বর্জ্জিতাস্ত বিষ্ণুগণাঃ।" ময়শ্চ।

বিষ্ণুচক্র :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে অনুস্বারের সংজ্ঞা বিষ্ণুচক্র। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা ইহাকে বিন্দু বা লব বলিয়া থাকেন।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ চতুর্দ্দশসূত্র "অং ইতি বিষ্ণুচক্রম্।" অকার উচ্চারণার্থঃ। বিন্দুস্বরূপো বর্ণো বিষ্ণুচক্রনামা। অনুস্বারো বিন্দুর্লবশ্চ।

বিষ্ণুচাপ :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে চন্দ্রবিন্দু বা অনুনাসিকের বিষ্ণুচাপ সংজ্ঞা। পঞ্চদশসূত্র "অঁ ইতি বিষ্ণুচাপঃ। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবর্ণো বিষ্ণুচাপনামা। অনুনাসিকশ্চ নাসিকাভবোঽয়ং। সানুনাসিকস্তু মুখনাসিকাভবঃ।

বিষ্ণুজন :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ এই ব্যঞ্জন বা হল্ বর্ণ গুলির সংজ্ঞা বিষ্ণুজন। সপ্তদশসূত্র "কাদয়ো বিষ্ণুজনাঃ।" ককারাদয়ো হকারান্তা বর্ণা বিষ্ণুজননামানো ভবন্তি। বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপকতয়া সর্ব্বেশ্বরস্য জনা ইব তস্যাঽধীনা ইত্যর্থঃ। ক ষ সংযোগে তু ক্ষঃ। এতে ব্যঞ্জনানি হলশ্চ।

বিষ্ণুতত্ত্বম্ :—শ্রীরামানুজমতের গ্রন্থ বিশেষ—তাহার শ্লোক

"বিচিত্রা দেহসম্পত্তিরীশ্বরায় নিবেদিতুং।
পূর্ব্বমেব কৃতা ব্রহ্মন্ হস্তপাদাদিসংযুতা ॥

বিষ্ণুতত্ত্ব রহস্য :—শ্রীরাম সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রণীত। এই গ্রন্থে শ্রীনারায়ণের পারতম্য বর্ণিত আছে। গোবর্দ্ধনরঙ্গাচার্য্য ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার শেষ সংস্করণ করিয়াছেন।

বিষ্ণুদাস :—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে অনুনাসিক পঞ্চমবর্ণ বর্জ্জিত বর্গের বর্ণচতুষ্টয় বিষ্ণুদাস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। বৈয়াকরণেরা এই সংজ্ঞাকে ঝপ্ বলেন। হরিনামামৃত ষড়্বিংশসূত্র "ত এতদ্বর্জ্জিতা বিষ্ণুদাসাঃ" হরিবেণুবর্জ্জিতা বিষ্ণুবর্গা বিষ্ণুদাসনামানঃ। ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ, ত থ দ ধ। প ফ ব ভ। এতে ঝপশ্চ।

বিষ্ণুবর্গ :—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণের পাঁচ পাঁচটী করিয়া "বিষ্ণুবর্গ" সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ ইহাকে বর্গ বলেন এবং কু চু টু তু পু সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ উনবিংশসূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গাঃ।" তে ককারাদয়ো মকারান্তাঃ পঞ্চ পঞ্চ বিষ্ণুবর্গা ভবন্তি। এতে বর্গাশ্চ। ক খ গ ঘ ঙ ইতি ক বর্গঃ। এবং চ বর্গঃ ট বর্গঃ ত বর্গঃ প বর্গশ্চ। এতে কু চু টু তু পু নামানশ্চ। স্পর্শাস্ত সর্ব্ব এব।

বিষ্ণুসর্গ :—হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে বিসর্গ বর্ণের সংজ্ঞা বিষ্ণুসর্গ। ইহার অপর সংজ্ঞা বিসর্জ্জনীয়, বিসৃষ্ট ও অভিনিষ্ঠান। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ষোড়শসূত্র "অঃ ইতি বিষ্ণুসর্গঃ।" বিন্দুদ্বয়াকারো বর্ণো বিষ্ণুসর্গ নামা বিসর্গঃ বিসর্জ্জনীয়ো বিসৃষ্টোঽভিনিষ্ঠানশ্চ।

বিসর্গ :—বৈয়াকরণেরা এই বর্ণকে বিসর্জ্জনীয় বিসৃষ্ট এবং অভিনিষ্ঠান সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা বিষ্ণুসর্গ। ষোড়শ সূত্র "অঃ ইতি বিষ্ণুসর্গঃ। বিন্দুদ্বয়াকারো বর্ণো বিষ্ণুসর্গনামা। বিসর্গঃ বিসর্জ্জনীয়ঃ বিসৃষ্টোঽ ভিনিষ্ঠানশ্চ।

বিসর্জ্জনীয় :—বৈয়াকরণেরা বিসর্গ বর্ণকে বিসৃষ্ট ও অভিনিষ্ঠান সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা বিষ্ণুসর্গ। ষোড়শ সূত্র "অঃ ইতি বিষ্ণুসর্গঃ।" বিন্দুদ্বয়াকারো বর্ণো বিষ্ণুসর্গনামা। বিসর্গঃ বিসর্জ্জনীয়ো বিসৃষ্টোঽভিনিষ্ঠানশ্চ।

বিসৃষ্ট :—বৈয়াকরণেরা বিসর্গকে বিসৃষ্ট ও অভিনিষ্ঠান সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা বিষ্ণুসর্গ। ষোড়শ সূত্র "অঃ ইতি বিষ্ণুসর্গঃ।" বিন্দুদ্বয়াকারো বর্ণো বিষ্ণুসর্গ নামা। বিসর্গঃ বিসর্জ্জনীয়ো বিসৃষ্টোঽভিনিষ্ঠানশ্চ।

বেদব্যাস ভট্টর :—সুদর্শনাচার্য্য বা শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য্য শব্দ দ্রষ্টব্য। রামানুজের শিষ্য কুরেশের ইনি প্রপৌত্র।

বেদান্ত দেশিকঃ—শ্রীরামানুজের মাতুল শ্রীশৈলপূর্ণ। তাঁহার শ্যালক কিড়াম্বি আচ্চান। তৎপুত্র রামানুজ পিল্লান ; তাঁহার পুত্র রঙ্গরাজ পিল্লান বা কিড়াম্বি পদ্মনাভ। পদ্মনাভের কনিষ্ঠ কন্যা তোতারম্মণ ও জামাতা অনন্তাচার্য্য। ইঁহার পুত্র বেদান্ত দেশিক। বেদান্ত দেশিকের মাতামহের পিতামহ, রামানুজ মাতুল শৈলপূর্ণের শ্যালক।

ইনি ১১৯১ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৯৩ শকাব্দায় পরলোক গমন করেন। বেদান্ত-দেশিক-বৈভবপ্রকাশিকার মণি প্রবালভাষে এইরূপ লিখিত আছে। তাহা হইলে তিনি ১০২ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন জানা যায়। রঙ্গনাথ মন্দির মুসলমানগণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সুদর্শনাচার্য্য তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে শ্রুত প্রকাশিকা টীকা এবং পুত্র দ্বয়ের জীবন রক্ষার জন্য বেদান্ত দেশিকের হস্তে ন্যস্ত করেন। শ্রীরঙ্গনাথ পুনঃস্থাপিত হইবার পর বেদান্ত দেশিক পরলোক গত হন ধরিতে হইবে এবং সুদীর্ঘ আয়ু বিন্যাস নাকরিলে তাঁহার জন্মকাল পরে ধরিতে হয়। শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ের অক্ষোভ্য ও জয়তীর্থ মুনি এবং শৃঙ্গেরী মঠের বিদ্যারণ্যের সমকালীন বলিয়া জয়তীর্থ বিজয় গ্রন্থে লিখিত আছে। পুল্লা লোকচারিয়ার বা লোকাচার্য্যের ইনি সম সাময়িক।

তৃতীয় ব্রহ্মতন্ত্রস্বতন্ত্র (জীয়ার) স্বামী প্রণীত গুরুপরম্পরা প্রভাব নামক গ্রন্থে এই মহাত্মার শাখা বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই গ্রন্থখানি তেঙ্গলই সম্প্রদায়ের বিরোধী বড়গলই সম্প্রদায়ের মতে লিখিত। পিল্লা লোকন্ জীয়র্ প্রণীত যতীন্দ্র প্রবণ দীপকই নামক তামিল ভাষা লিখিত গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত জীবন চরিত্র আছে।

দেশিকের গুরুপরম্পরা

১। রামানুজ, ২। যতিশেখর ভারতী, ৩। বরদাচার্য্য বা নডাডুর্ আম্মল্, ৪। কিড়ম্বি রামানুজ পিল্লান, ৫। বেদান্ত দেশিক।

বেদান্ত দেশিকের মাতুল বাদিহংসাম্বুদাচার্য্য শিশুকালে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীতে বরদরাজ দর্শনে গিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রুত প্রকাশিকাচার্য্য ছাত্রদিগকে সেই স্থানে শ্রীভাষ্য পাঠ করাইতেছিলেন। উহাদের সহিত বাক্যালাপে পাঠ বন্ধ হওয়ার পর পুনঃ অধ্যাপনে প্রবৃত্ত হইবার কালে তিনি শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে কোথায় পাঠ বন্ধ করা হইয়াছিল, তদুত্তরে শিষ্যগণ বলেন "পূর্ব্বময়মমলমতিঃ সুরুগুরুবেদান্তচার্য্য পর্য্যন্ত। তাহা শুনিয়া বালকের ভবিষ্যজ্জীবনে বেদান্তাচার্য্যত্ব কল্পনা করিয়া বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হন এবং প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেন।

বেদান্ত দেশিক বৈভব প্রকাশিকা ;—একখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদান্ত দেশিকের জীবন চরিত গ্রন্থ। চতুর্দ্দশ শক শতাব্দীতে অথবা তৎপরে এই গ্রন্থ চোলসিংহপুর নিবাসী দোড্ডাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। মণিপ্রবাল ভাষায় ইহার এক ভাষ্য আছে। দোড্ডাচার্য্য শব্দ দ্রষ্টব্য।

বেদার্থ সংগ্রহ ;—শ্রীরামানুজ মুনি কৃত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদান্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের টীকা শ্রীসুদর্শনাচার্য্য প্রণীত তাৎপর্য্যদীপিকা। শ্রীভাষ্য রচনার পূর্ব্বেই এই গ্রন্থ রচিত হয়, যেহেতু শ্রীভাষ্যাভ্যন্তরে এই গ্রন্থের কথা উল্লিখিত আছে।

গ্রন্থোক্ত বিষয় বিবরণ ;—স্বপক্ষ বর্ণন, জীব ও তদন্তর্যাম্যুভয়স্বরূপ নিরূপণ, শাঙ্কর ভাস্কর ও যাদব পক্ষবর্ণন, শাঙ্করপক্ষ খণ্ডন, জীব ও আত্মার ব্রহ্মশরীরত্ব, শরীর শরীরিভাবে জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব,

সর্ব্বশব্দের ব্রহ্মাভিধায়কত্ব, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের অনুপপত্তি, শব্দের নির্ব্বিশেষ বস্তুবোধের অনুপপত্তি, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধি স্বীকৃত হইলে অধ্যাসের অসঙ্গতি, নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষের সবিশেষ সাধকত্ব, ভেদাভেদ নিরাস, বেদান্ত বাক্যগুলির ইতর বিশেষ ব্যাবৃত্তি পরত্বের অসঙ্গতি, একাদ্বিতীয় পদের সার্থকতা, অসৎ কার্য্যবাদ নিরাস, শ্রুতির মাধ্যমিক পক্ষ খণ্ডনত্বের অসঙ্গতি, পরমতে অধিষ্ঠানের অপারমার্থিকতা হইলে ও ভ্রম সমর্থন, সবিশেষ শ্রুতি নিষেধ প্রতিপাদক শ্রুতি সূত্রের অর্থ বর্ণন, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের যুক্তি বিরুদ্ধতা, স্বমতে জ্ঞান সঙ্কোচ বিকাশ সমর্থন, অবিদ্যার দোষরূপত্বের অসঙ্গতি, একজীববাদ, তন্নিরাকরণ, অবিদ্যার নিবর্ত্তক ও নিবৃত্তির অনুপপত্তি, কতকরজোনিবৃত্তি ন্যায়মতে অবিদ্যানিবৃত্তির অসঙ্গতি সমর্থন, পঞ্চম প্রকার অবিদ্যা নিবৃত্তি পক্ষ খণ্ডন, জ্ঞাতার অনুপপত্তি, ভেদনিবর্ত্তক ঐক্য জ্ঞান সামগ্রীসংবলন অসম্ভব, শাস্ত্রের জগন্মিথ্যাত্ব প্রমাপকত্বের অসঙ্গতি, ভাস্কর পক্ষ খণ্ডন, যাদব প্রকাশ পক্ষ খণ্ডন, ভাস্কর ও যাদব প্রকাশের পরস্পর বিশেষ নিরূপণ, সামান্যত বস্তুমাত্র ভিন্নাভিন্নত্বাসঙ্গতি, প্রাকারীভূত জাত্যাদির ভেদব্যবহার সমর্থন, ভেদাভেদ বোধকশ্রুতিবাক্যের নির্গলিতার্থ, তৎ ও ত্বং পদের মুখ্যবৃত্তত্ব কথন, মতান্তরে অর্থাসঙ্গতি কথন, সকল চিদচিদ্বস্তুর ব্রহ্ম প্রকারত্ব সমর্থন, ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রপঞ্চোপাদানত্ব সিদ্ধ হইলেও অপরিণামিত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব, সৃষ্টি প্রলয় শব্দার্থ নিরূপণ ও প্রমাণ, পরমাত্মার মুখ্য কারণত্ব ও শব্দের মুখ্যবৃত্তত্ব, আত্ম শরীর ভাব নিরূপণ, পরমাত্মার সর্ব্ব শব্দবাচ্যত্ব, স্বকথিত অর্থমুখে বেদান্তার্থ নিরূপণ, ব্রহ্ম স্বরূপ নিরূপণ, ব্রহ্মের সবিশেষত্ব, তাহার প্রমাণ, আপাত বিরোধী শ্রুতির প্রকৃতার্থনিরূপণ দ্বারা কলহশান্তি, অল্পবুদ্ধি জনের অর্থবোধ জন্য

শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ভেদ ও অভেদের স্বরূপ নির্ণয়, মোক্ষহেতুভূত আত্মৈক্যজ্ঞান নিরূপণ, শ্রুতিসামঞ্জস্য রক্ষা, নিজোক্তি সমর্থন জন্য অতি প্রাচীন টঙ্ক-দ্রমিড়াদি বেদান্ত ভাষ্যকারগণের বাক্য উদ্ধার ও তদর্থ নিরূপণ, পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ব হেতু বিধিনিষেধশাস্ত্রসমূহের সাফল্য ও প্রমাণ, ভাগবতগণ সিদ্ধোপায়াশ্রিত, উপায় স্বরূপ বিশদীকরণ, বোধায়ন মতে কর্ম্মসংবলিত-জ্ঞানের মোক্ষহেতুত্ব, যামুনাচার্য্যের সম্মতি, তদর্থের শ্রুতিমুখে প্রামাণিকত্ব ভক্তি ও জ্ঞান শব্দার্থ, ভক্তি ও জ্ঞানের কার্য্য-কারণ-ভাব, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মীর মোক্ষ লাভ, বোধায়নাদির সম্মতি, স্বব্যবস্থাপিত অর্থ অন্যে প্রদান নিষেধ, রাজসতামস শাস্ত্রনিরূপণ, শাস্ত্র বিরোধ হইলে অর্থ ব্যবস্থা প্রকার, কারণ-বাক্যস্থ ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদি পদের অর্থ নিরূপণ, শাস্ত্রদৃষ্টির উপদেশ সমর্থন, রামায়ণ মহাভারত, দেবতাত্রয় সাম্যশঙ্কা নিরাস, ব্রহ্মার কর্ম্মবশ্যত্ব, বাসু-দেবের ইচ্ছায় অবতারত্ব তাঁহার কর্ম্মবশ্যত্বাভাব ও অপ্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ, ভাগবত বিরোধিমীমাংসা মতের নিরাকরণ, মীমাংসামত খণ্ডন, শেষ শেষিত্বনিরুক্তি নিরাকরণ, উদাহরণে তৎসমন্বয়, স্বর্গকামাদিপদ সমূহের প্রভা-কর মত দ্বারা বিশেষার্থকত্ব পক্ষ খণ্ডন, অপূর্ব্বাদি কল্পনা পরিহার পূর্ব্বক নারায়ণেরই কর্ম্মফলপ্রদত্ব, দ্রমিড়ের বচন ও তদর্থ, লিঙর্থ বিশদীকরণ, আরাধ্য দেবের ফলপ্রদত্বসমর্থন, কৌষীতক্যাদি উপনিষদুক্ত সিদ্ধ নিত্য বিভূতি সমর্থন, প্রসঙ্গক্রমে স্তোত্র শস্ত্রাদিকথন, অপ্রাকৃত ধামস্থিত ভগ-বানের প্রাপ্যত্ব সমর্থন, প্রসঙ্গক্রমে বেদ প্রমাণ, পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় বাক্য বিভাগ, তৎস্বরূপ নিরূপণ, গ্রন্থার্থ সংগ্রহচ্ছলে অনন্ত কল্যাণ গুণাকর ভগবানের সর্ব্ব বেদান্তবেদ্যত্ব, অল্পবুদ্ধিজনের অনুস্মরণজন্য ভগবদ্ভক্তির উপায়ত্ব কথন, মোক্ষের লক্ষণ ভগবদধীনতা হওয়ায় দেহাত্মাভিমানীর অনিষ্ট হইলেও আত্মবিদ্‌গণের তাহাতেই অভীষ্টতা সমর্থন, শাস্ত্রের উপায়

প্রতিপাদন যোগ্যতা, ভক্তির অসাধারণ উপায় হেতু ভক্ত্যাত্মকোপায় প্রতিপাদন, স্বনির্ম্মিত প্রকরণের প্রমাণ দ্বারা সাফল্য কথন এবং গ্রন্থ সমাপ্তি।

আদি শ্লোক ঃ—অশেষ চিদচিদ্বস্তুশেষিণে শেষশায়িনে।

নির্ম্মলানন্তকল্যাণনিধয়ে বিষ্ণবে নমঃ ॥ ১ ॥

অন্তিম শ্লোক ঃ—সারাসারবিবেকজ্ঞা গরীয়াংসো বিমৎসরাঃ।

প্রমাণতন্ত্রাঃ সন্তীতি কৃতো বেদার্থসংগ্রহঃ ॥

টীকাকার সুদর্শনাচার্য্য বলেন শ্রীরামানুজ এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া যথার্থ নির্ণয় জন্য ব্যেঙ্কটাচলপতির নিকট অর্পণ করেন। যথা শ্রীভাষ্য-কৃদুপন্যস্তো যঃ শ্রীশৈলপতেঃ পুরঃ। বেদার্থ সংগ্রহস্যাস্য কূর্ম্মস্তাৎপর্য্য-দীপিকাম্।

বৈকুণ্ঠ স্তব ঃ—শ্রীকূরনাথ বিরচিত। ৩৮ শ্লো ঃ—

"কালাতিগা তব পরা

বৈকুণ্ঠ পদ্য ঃ—শ্রীরামানুজ প্রণীত গ্রন্থ।

"নিরতিশয় বৈকুণ্ঠনাথ ইত্যাদি

বৈষ্ণব ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে বর্গের অদি বর্ণচতুষ্টয় এবং উষ্ম বর্ণের মিলিত সংজ্ঞা বৈষ্ণব। অপর বৈয়াকরণেরা ধুট্ বা ঝস্ সংজ্ঞা বলেন। ত্রিংশ সূত্র হরিনামামৃত ব্যাকরণ "বিষ্ণুদাস হরিগোত্রাণি বৈষ্ণবাঃ।" এতানি বৈষ্ণবনামানি। এতে ধুটো ঝলশ্চ। বৈষ্ণব সংজ্ঞায় ক খ গ ঘ। চ ছ জ ঝ। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ। প ফ ব ভ শ ষ স হ এই বর্ণগুলিকে বুঝায়।

ব্যঞ্জন ঃ—বৈয়াকরণেরা ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ এই

বর্ণগুলিকে ব্যঞ্জন বা হল্ বর্ণ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে ইহাদের সংজ্ঞা বিষ্ণুজন। সপ্তদশ সূত্র "কাদয়ো বিষ্ণুজনা।" ককারাদয়ো হকারান্তা বর্ণা বিষ্ণুজননামানো ভবন্তি। বিষ্ণোঃ সর্ব্ব ব্যাপকতয়া সর্ব্বেশ্বরস্য জনা ইব তস্যাঽধীনা ইত্যর্থঃ। ক ষ সংযোগে তু ক্ষঃ। এতে ব্যঞ্জনানি হলশ্চ।

শরণাগতি গদ্য :—শ্রীরামানুজ প্রণীত।

"পরমযোগি বাঙ্মনসাঽপরিচ্ছেদ্য ইত্যাদি

শল্ :—বৈয়াকরণেরা শ ষ স হ এই চারিবর্ণকে শল্ সংজ্ঞা দেন। ইহার অন্য সংজ্ঞা উষ্ম ও ষিট্। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহার সংজ্ঞা হরিগোত্র। অষ্টাবিংশ সূত্র। "শ ষ স হ" হরিগোত্রাণি। উষ্মানঃ ষিটঃ শলশ্চ।

শেষ ধর্ম্ম :—শ্রীনারায়ণের পারতম্য ইহাতে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায় ১৫।১৬ শ্লোক

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং উদ্ধৃত্য ভুজমুচ্যতে।
প্রমাণং নাপরং বেদান্ন দৈবং কেশবাৎ পরম্॥

শৈলেশাষ্টকম্ :—বরবর মুনির শিষ্য প্রতিবাদী ভয়ঙ্করং আন্নান এই ৯টী শ্লোক তদীয় গুরুর মাহাত্ম্য এবং নিজদৈন্য প্রকাশের জন্য রচনা করেন।

শোক :—অভীষ্ট বস্তুর অভাবে মানসিক কষ্ট বিশেষ। ইষ্টার্থনাশে সতি মনো বৈক্লব্যং (নীলকণ্ঠ টীকা মহাভারত উদ্‌যোগ অং ৪৩। ১৬ শ্লোক।

শৌরি :—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে শ ষ স এই তিন বর্ণের

শৌরি সংজ্ঞা। অন্য বৈয়াকরণে ইহার শ্বর্ সংজ্ঞা। হরিনামামৃত ব্যাকরণ উনত্রিংশ সূত্র। শষসাঃ শৌরয়ঃ। শ্বরশ্চ।

শ্রীসূক্ত ভাষ্য ঃ—শ্রীনীলকণ্ঠ প্রণীত। এই ভাষ্যে নীলকণ্ঠ লিখিতেছেন

ঐশ্বর্য্যমীশ্বরাদিচ্ছেন্মোক্ষমিচ্ছেজ্জনার্দ্দনাৎ ॥

শ্রুত প্রকাশিকাচার্য্য ঃ—ইহাঁর অপর নাম সুদর্শনাচার্য্য, বা শ্রীবেদব্যাস ভট্টর। শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্য রামাংশসম্ভূত হারীত গোত্রীয় অনন্তভট্ট তনয় শ্রীবৎসচিহ্ন মিশ্র কূরনাথ বা কূরেশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরাম পিল্লাই। শ্রীরামের পুত্র বাগ্বিজয় ভট্ট বা নড়ূবিল্ তিরুবিড়ি পিল্লাই। ইনি বাগবিজয়ের তনয় সুতরাং কূরেশের প্রপৌত্র। শ্রুত প্রকাশিকাচার্য্য পুল্লাই লোকাচারিয়ার বা লোকাচার্য্যের বা বেদান্তদেশিকের

বংশ

অনন্ত ভট্ট (হারীত গোত্র)
|
কূরেশ বা কূরনাথ
|
পরাশর ভট্টর — শ্রীরাম পিল্লাই
|
বাগবিজয় ভট্ট
|
সুদর্শন বা শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য্য
|
বেদাচার্য্য — পরাশর ভট্টর

গুরু পরম্পরা

রামানুজ
|
যতিশেখর ভারতী
|
বরদাচার্য্য
|
শ্রুত প্রকাশিকাচার্য্য—

সমসাময়িক। যে কালে মুসলমানেরা দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া শ্রীরঙ্গনাথ আক্রমণ করে তৎকালে শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং

বেদান্ত দেশিকের হস্তে নিজ শিশুদ্বয়ের জীবন রক্ষাভার অর্পণ করেন। পুত্রদ্বয়ের নাম বেদাচার্য্য এবং দ্বিতীয় পরাশর ভট্টর ইনি ভাষ্যকার শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের শ্রুতপ্রকাশিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন। (কাশী হইতে ম, ম শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী সুদর্শনাচার্য্যের শ্রুতপ্রকাশিকা টীকা সহিত শ্রীভাষ্য প্রকাশ করিয়াছেন।) বৈদেশিকগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুদর্শনাচার্য্য তাঁহার রচিত টীকা বেদান্ত দেশিকের করে ন্যস্ত করেন। শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য্য ববদাচার্য্যের শিষ্য। রামানুজের ভাগিনেয় অগ্রহার নিবাসী দাশরথার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাডাড়ুর আল্‌বানের পুত্র দেবরাজ পেরুমাল এবং দেবরাজের পুত্র বরদরাজ।

ইনি বেদার্থ সংগ্রহ নামক রামানুজের গ্রন্থের তাৎপর্য্যদীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন। শ্রীসম্প্রদায়ের অর্থনিরূপণপর তত্ত্বসার নামক একখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

একটী আখ্যায়িকা কথিত আছে যে শ্রুত প্রকাশিকাচার্য্য কাঞ্চীপুরে বরদরাজের নিকট ছাত্রদিগকে শ্রীভাষ্য পাঠ করাইতেছিলেন। বাদি-হংসাম্বুদাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি তাঁহার শিশু ভাগিনেয় বেদান্ত দেশিককে বরদরাজ দর্শন করাইবার জন্য ঐ কালে তথায় উপস্থিত হন। শ্রুত-প্রকাশিকাচার্য্য অধ্যাপন স্থগিত রাখিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন এবং পরে শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে কোথায় ভাষ্যপাঠ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। তদুত্তরে শিষ্যগণ "পূর্ব্বময়মমলমতিঃ সুরগুরু বেদান্তাচার্য্যঃ এই পর্য্যন্ত হইয়া পাঠ বন্ধ আছে বলায় শ্রুত প্রকাশিকাচার্য্য বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শিশু বালকের বেদান্তাচার্য্যত্ব কল্পনা করেন এবং প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

শ্রব্র্ ঃ—বৈয়াকরণেরা শ ষ স এই তিন বর্ণকে শ্বর্ বলেন।

হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহাদের সংজ্ঞা শৌরিঃ। উনবিংশ সূত্র শ ষ-সাঃ শৌরয়ঃ। স্বরশ্চ।

ষিট্ঃ—বৈয়াকরণেরা শ ষ স হ এই চারিবর্ণকে ষিট্ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ইহার অন্য সংজ্ঞা উষ্ম এবং শল্। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহাদের সংজ্ঞা হরিগোত্র। অষ্টাবিংশ সূত্র। শ ষ স হা হরিগোত্রাণি। উষ্মানঃ ষিটঃ শলশ্চ।

সঙ্কল্প সূর্য্যোদয়ঃ—একখানি সংস্কৃত রামানুজীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ। শ্রীবেদান্তাচার্য্য প্রণীত। রামানুজের ভাগিনেয় কূরেশের পুত্র পরাশর ভট্টকে বেদান্তাচার্য্য বলা হয়। আবার রামানুজের মাতুল শৈলপূর্ণের শ্যালক কিড়ম্বি আচ্চান বা প্রণতার্ত্তিহর। ইহাঁর পুত্র কিড়ম্বি রামানুজ পিল্লানের শিষ্য বেদান্তাচার্য্য বা দেশিকাচার্য্য। ইহাঁর অপর নাম বেদান্তদেশিক ব্যেঙ্কটনাথার্য্য, তুপ্পিল পিল্লাই, সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং কবিতার্কিক সিংহ। শেষোক্ত বেদান্তাচার্য্যই এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

নিয়তপুলকিতাঙ্গা নির্ভরানন্দবাষ্পা-গলিত নিখিলসঙ্গা গদ্গদস্তোত্রগীতিঃ।
অমৃত লহরিবর্ণা হর্ষনৃত্যোপপন্না বিগতনরকভীতির্বিষ্ণুভক্তির্বিভাতি॥

সদানন্দ দাস বাবাজীঃ—ইনি ১৮০২ শকাব্দে আশ্বিন কৃষ্ণা সপ্তমী দিবসে পুরী সাতাসনে অপ্রকটিত হন।

গুরু পরম্পরো যথা—

১। শ্রীমতী জাহ্নবা গোস্বামিনী।

২। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী।

৩। শ্রীমতীকুন্দলতা গোস্বামিনী

৪। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র গোস্বামী

৫। শ্রীমতী পুষ্পবতী গোস্বামিনী

৬। শ্রীপরমেশ্বর গোস্বামী

৭। শ্রীকদম্বমালা গোস্বামিনী

৮। শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

৯। শ্রীসদানন্দ দাস বাবাজি (ব্রজবাসী গোস্বামী বলিয়া খ্যাত)

১০। শ্রীমাধব দাস ১০। শ্রীমোহন দাস।

ইনি বৃন্দাবনে দিনাজপুর রাজকুঞ্জের নিকট শ্রীগোপেশ্বর শিবের সমীপে বনখণ্ডে শ্রীরাধারমণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হন এবং শ্রীবৃন্দাবনে ভেক গ্রহণ করেন। সদানন্দ দাস বাবাজী পূর্ব্বাশ্রমে কোচবিহারবাসী কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সমাধি পুরী সাতাসনের চাউলিয়া মঠে আছে।

সদানন্দ বিপ্রাম্নিনী —ইহা ২৩ সর্গ বিশিষ্ট শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিরচিত শ্রীগোবিন্দলীলামৃত নামক অষ্টকালীয় লীলাগ্রন্থের সংস্কৃত টীকা। টীকাকার শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ; তাঁহার শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী। টীকাখানি ১৭০১ শকাব্দে বৃন্দাবনে রচিত হয়। টীকাকার গ্রন্থ প্রারম্ভে গুরুপ্রণামে এইরূপ বলিয়াছেন "নত্বা গুরুং কৃষ্ণদেবং বিশ্বনাথং নরোত্তমম্। লোকনাথং নমস্কৃত্য কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রয়ে॥" টীকা শেষে কালসম্বন্ধে এতাং শাকার্কখাব্ধি-ক্ষিতিশরদি সহঃ পূর্ণিমেন্দ্বহ্নিপূর্ণামিত্যাদি।

সনৎসুজাত :—ইনি সনকাদি কুমার ঋষি চতুষ্টয়ের অন্যতম। ইহার অপর নাম সনাতন। মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪১ অধ্যায় ৪-৮ শ্লোকের নীলকণ্ঠ টীকা "সনাতনাপর নামা সনৎসুজাতঃ। সনাতন শব্দ দ্রষ্টব্য। কিন্তু মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মানুপর্ব্বে ৩৪০ অধ্যায় ৭২

শ্লোকে লিখিত আছে (বঙ্গবাসী সংস্করণ) ৬৭ শ্লোক (প্রতাপরায় সংস্করণ) এবং ৩৪১ অধ্যায় বঙ্গবাসী অনুবাদ ব্রহ্মার সাতটী মানসপুত্রের অন্যতম দ্বিতীয় পুত্র সনৎসুজাত এবং সপ্তম পুত্র সনাতন। যথা সনঃ সনৎসুজাতশ্চ সনকঃ সসনন্দনঃ। সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ॥ সপ্তৈতে মানসাঃ প্রোক্তা ঋষয়ো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। এতে যোগবিদো মুখ্যাঃ সাংখ্য-জ্ঞানবিশারদাঃ। আচার্য্যা ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ॥

সনাতন —সনকাদি ঋষিচতুষ্টয়ের অন্যতম। ইহার অপর নাম সনৎসুজাত। মহাভারত উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪১ অধ্যায় ৪-৮শ্লোকের নীলকণ্ঠ টীকা "সনাতনাপর নামা সনৎসুজাতঃ।" মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত ৪২ অধ্যায় হইতে ৪৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত সনৎসুজাত অনুপর্ব্বে নীলকণ্ঠ মতে ইঁহার কথিত উপদেশাবলী লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদ্ শ্লোকে ব্রাহ্মণের যে দ্বাদশগুণপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে তাহার টীকায় শ্রীধর স্বামী মহাভারত হইতে সনৎসু-জাতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারত শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম অনুপর্ব্ব ৩৪০ অধ্যায় ৭২ শ্লোকে লিখিত আছে যে সনাতন ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্রের সপ্তম এবং মোক্ষ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। সনৎসুজাতের সহিত এক ব্যক্তি নহেন। সম্ভবতঃ নীলকণ্ঠ উদ্যোগপর্ব্ব টীকা লিখিবার কালে মোক্ষধর্ম্মের এই শ্লোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন বা অনুধাবন করেন নাই। "সনঃ সনৎসুজাতশ্চ সনকঃ সসনন্দনঃ। সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ। সপ্তৈতে মানসাঃ প্রোক্তা ঋষয়ো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ। এতে যোগবিদো মুখ্যাঃ সাংখ্যজ্ঞানবিশারদাঃ। আচার্য্যা ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মোক্ষ-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ॥

সন্ধ্যক্ষর —প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এ ঐ ও ঔ এই চারিটী

স্বরবর্ণকে সন্ধ্যক্ষর বা এচ্ বলিয়া থাকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে এই বর্ণচতুষ্টয়ের চতুর্ব্ব্যূহ সংজ্ঞা। সন্ধ্যক্ষরগুলি সকলেই দীর্ঘ। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ত্রয়োদশ সূত্র। "এ ঐ ও ঔ চতুর্ব্ব্যূহাঃ।" অসন্ধ্যক্ষরাণি এচশ্চ। এতে সর্ব্ব এব ত্রিবিক্রমাঃ।

সমানাঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এই দশটী স্বরবর্ণকে সমান বলেন। ইহার অপর নাম অক্। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে এই সমান বর্ণ বা অক্ দশাবতার সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। হরিনামামৃত ব্যাকরণ তৃতীয় সূত্র "দশদশাবতারাঃ। তত্রাদৌ দশবর্ণা দশাবতার নামানো ভবন্তি। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ। এতে সমানা অকশ্চ প্রাচীনানাং।

সম্ভোগসম্বিদ্বিষম—স্ত্রীসঙ্গাদিবিষয়জ্ঞানই পুরুষার্থ জানিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত। নীলকণ্ঠ টীকা মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ৪৩।১৯ স্ত্রীসঙ্গাদিস্তদ্বিষয়া সংবিৎ সংমতিস্তদেব পুরুষার্থ ইতি যা বুদ্ধিস্তয়া বিষমো দুর্ব্ব্যবস্থিতঃ। ইহা ত্রয়োদশ নৃশংসের অন্যতম।

সর্ব্বেশ্বরাঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে স্বরবর্ণের সর্ব্বেশ্বর সংজ্ঞা। প্রাচীন বৈয়াকরণগণ স্বরবর্ণকে অচ্ সংজ্ঞা দিয়াছেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দ্বিতীয় সূত্র "তত্রাদৌ চতুর্দ্দশ সর্ব্বেশ্বরাঃ।" তস্মিন্ বর্ণক্রমে আদৌ চতুর্দ্দশবর্ণাঃ সর্ব্বেশ্বরনামানো ভবন্তি। কাদীনামুচ্চারণঞ্চৈষামধীনমিতি সর্ব্বেশ্বরাঃ। অন্যবর্ণের সাহায্য ব্যতীত এই বর্ণ স্বতন্ত্র উচ্চারিত হয়এবং ক প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণাদি স্বরবর্ণের অধীন বলিয়া হরিনামামৃত ব্যাকরণের মতে স্বরবর্ণগুলির সর্ব্বেশ্বর সংজ্ঞা।

সবর্গ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ক অবধি ম পর্য্যন্ত ২৫টী স্পর্শ বর্ণের মধ্যে পাঁচ পাঁচটী করিয়া বিষ্ণুবর্গ হয়। তন্মধ্যে সমান বর্গকে

সবর্গ বলে। অপর বৈয়াকরণ গণ ইহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা দেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ঊনবিংশসূত্রবৃত্তি "তত্র সমান বর্গঃ সবর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ।"

সবর্ণ (স্বর)—বৈয়াকরণেরা সমান বর্ণের বা অকের মধ্যে ক্রমানুসারে দুই দুই বর্ণের প্রত্যেককে এবং পরস্পরকে সবর্ণ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণে সবর্ণ সংজ্ঞাকে একাত্মক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ চতুর্থ সূত্র "তেষাং দ্বৌ দ্বাবেকাত্মকৌ তেষাং দশাবতারাণাং মধ্যে ক্রমেণ দ্বৌ দ্বৌ বর্ণৌ প্রত্যেকং পরস্পরঞ্চৈকাত্মকৌ জ্ঞেয়ৌ। যথা অ আ ইতি দ্বৌ একাত্মকৌ ই ঈ ইতি দ্বৌ এবং উ ঊ ইত্যাদি। অত্র সবর্ণ সংজ্ঞা চ।

স বর্ণ (ব্যঞ্জন) ঃ—স্পর্শবর্ণ মধ্যে সমান বর্গকে বৈয়াকরণগণ সবর্ণ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে ইহার সংজ্ঞা সবর্গ ঊনবিংশ সূত্র বৃত্তি "তত্র সমান বর্গঃ স বর্গ উচ্যতে সবর্ণশ্চ।"

সাত্ত্বত ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ গুলি সাত্বত সংজ্ঞা প্রাপ্ত। অন্য বৈয়াকরণেরা ইহাকে খফ্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ ত্রয়স্ত্রিংশ সূত্র "শৌরিবর্জ্জিতাস্তু সাত্বতাঃ।" শৌরিবর্জ্জিতাস্তু যাদবাঃ সাত্বতনামানঃ। খয়শ্চ। ক, খ, চ, ছ ট, ঠ, ত, থ, প, ফ।

সানুনাসিক ঃ—মুখ ও নাসিকা হইতে যে বর্ণ উচ্চারিত হয় তাহার নাম সানুনাসিক। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে সানুনাসিক বা অনুনাসিক বা চন্দ্রবিন্দুর বিষ্ণুচাপ সংজ্ঞা। পঞ্চদশসূত্র "অঁ ইতি বিষ্ণুচাপঃ।" অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবর্ণো বিষ্ণুচাপনামা। অনুনাসিকশ্চ নাসিকাভবোঽয়ং। সানুনানিকস্তু মুখনাসিকাভবঃ।

সারার্থ বর্ষিণী ঃ—এই নামে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সম্পূর্ণ সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। টীকার আদি শ্লোকদ্বয় এই—"গৌরাংশুকঃ সৎকুমুদপ্রমোদী স্বাভিখ্যয়া গোস্তমসো নিহন্তা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসুধানিধির্ম্মে মনোঽধিতিষ্ঠন্ স্বরতিং করোতি ॥ ১ ॥ প্রাচীনবাচঃ সুবিচার্য্য সোঽহমাজ্ঞাঽপি গীতামৃতলেশ-লিপ্সুঃ। যতেঃ প্রভোরেব মতে তদত্র সন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য ॥ ২ ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাচীন বাক্যাবলী বিচার করিয়া এই টীকা রচিত হইয়াছে। ইহা পাঠে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মত সম্মত গীতার ব্যাখ্যা জানা যাইবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের আদিতে এবং শেষে অধ্যায়-তাৎপর্য্য সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। টীকাকারের মতে গীতার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মযোগ, মধ্য ছয় অধ্যায় ভক্তিযোগ এবং শেষ ছয় অধ্যায় জ্ঞান-যোগ কথিত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষ পাঁচটী শ্লোক অর্থাৎ ৭৪ হইতে ৭৮ শ্লোক পর্য্যন্ত সর্ব্ব গীতার্থ তাৎপর্য্য নিষ্কর্ষ বিষয়ে অন্তিম শ্লোক যে দুই পত্রে লিখিত ছিল তাহা মূষিক কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় তাহা পুনরায় রচনা করেন নাই সুতরাং তাহা পাওয়া গেল না। "অতঃপরং পঞ্চশ্লোক ব্যাখ্যা সর্ব্বগীতার্থতাৎপর্য্য নিষ্কর্ষেঽন্তিম শ্লোকাঃ যত্র বর্ত্তন্তে তাং পত্রদ্বয়ীং বিনায়কঃ স্ববাহনেনাখুনা অপহৃতবান্ ইত্যতঃ পুনর্নালিখম্। টীকার ভাষা প্রাঞ্জল এবং সরস।

এই সারার্থ বর্ষিণী টীকার সহিত সমূল ভগবদ্গীতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৩৯৯ চৈতন্যাব্দে সানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২২ বঙ্গাব্দে শ্রীভাগবতপ্রেস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় অনেকগুলি টীকা সহিত এই টীকাও মুদ্রিত করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত দীপিকা ঃ—দাক্ষিণাত্যের মাণিকবাচকর প্রভৃতি শৈবকৃতিগণের আখ্যায়িকা। বৃহৎপুস্তক।

সিদ্ধিত্রয় ঃ—এই গ্রন্থ শ্রীযামুনাচার্য্য বা আলবন্দারু মুনি সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। আত্মসিদ্ধি, সম্বিৎসিদ্ধি এবং স্ব প্রকাশসিদ্ধি একত্রে সিদ্ধিত্রয় নামে গ্রন্থ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। খণ্ডত্রয়ে শ্রীযামুনমুনি বেদার্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সংক্ষেপ হওয়ায় শ্রীরামানুজ আরোও বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে বেদার্থ সংগ্রহ প্রণয়ন করেন।

সীতোপনিষৎ ঃ—"মহালক্ষ্মীর্দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা চেতনাচেতনাত্মিকা * * * সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি শক্ত্যাত্মনা। ইচ্ছা শক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ সাক্ষাৎশক্তিরিতি। ইচ্ছাশক্তিস্ত্রিবিধা ভবতি। শ্রীভূলীলাত্মিকা" এই উদ্ধৃতাংশ রামানুজীয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

সুখবর্ত্তনী টীকা ঃ—ইহা শ্রীপরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর বিরচিত শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ নামক সংস্কৃত গদ্য পদ্যময় কাব্যের টীকা। শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই টীকার রচয়িতা। টীকার প্রারম্ভে কয়েকটী শ্লোকে চম্পূ লেখক কবিকর্ণপূরের সংক্ষেপ পরিচয়চ্ছলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রণাম, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুমোদিত প্রচার ও গ্রন্থোক্ত বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। যথা

"বৎসাহস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাং
দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া।
ইত্যাজ্ঞাপয়তেব যেন নিদধে শ্রীকর্ণপূরাননে
বাল্যে স্বাঙ্ঘ্রিদলামৃতং গতিরসৌ চৈতন্যচন্দ্রোঽস্তু নঃ॥ ১॥
নিতান্ত নৈসর্গিককৃষ্ণসারলীলাঢ্যমুচ্চৈঃ পদমাত্মনীনম্।
শ্রীরূপসম্মত্যনুকূলমেব পূর্ব্বৈঃ শ্রিতং সংশ্রয়তে সুমেধাঃ॥ ২॥

নন্দোৎসবাদি রাসান্তাং হোলাদোলাদিকাধিকাম্ ।
শ্রীকৃষ্ণলীলাং জগ্রন্থ কর্ণপূরো মহাকবিঃ ॥ ৩॥
একেন স্তবকেনাহহ বৃন্দারণ্যং তদাস্পদম্ ।
বাল্যলীলাং ততঃ ষড়্ভিঃ প্রাদুর্ভাবমুখাং হরেঃ ॥ ৪॥
ততস্তু পঞ্চদশতিলীলাং কৈশোরবর্ত্তিনীম্ ।
এবং দ্ব্যধিকয়া চম্পূর্বিংশত্যা স্তবকৈঃ কৃতা ॥ ৫॥

বত্রিশ স্তবক সম্পূর্ণ টীকা রচনা পূর্ব্বক শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর দুইটী শ্লোকে টীকা সমাপ্ত করিতেছেন যথা ঃ—

সন্তঃ সন্তত শংতমে হিতহিতপ্রারম্ভ সম্ভাবিতঃ
সর্ব্বেষামপি কিং পুনর্ম্মমনমৎ শীর্ষ্ণঃ স্বধৃক্ষগ্ ধিয়ঃ ।
তেনৈবাং ক্ষণমীক্ষণ ক্ষণমিয়ং টীকান কিং লপ্স্যতে
শুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং মতামথ ততঃ প্রাপ্যৈব রাজিষ্যতে ॥
রাধাসরস্তীরকুটীরবর্ত্তিনঃ প্রাপ্তব্য বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তিনঃ ।
আনন্দচম্পূবিবৃতিপ্রবর্ত্তিনঃ সন্তো গতির্ম্মে সুমহানিবর্ত্তিনঃ ॥

টীকাকার টীকারচনার কাল লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে রাধা-কুণ্ডতীরে কুটীরবাসী বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সৈয়দাবাদ ত্যাগ করিয়া তিনি মাথুর মণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে সুতরাং ষোড়শশত শকাব্দার কিছু পরে এই টীকা রাধাকুণ্ডতীরে রচিত হয়। এই টীকায় শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের বহুল প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। টীকা সংস্কৃত হইলে ও মূলগ্রন্থ পাঠ করিবার সময় টীকা হইতে প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মথুরাবাসী শ্যামলাল শ্রীকৃষ্ণলাল গুপ্তদ্বয় এই গ্রন্থ সুন্দর কাগজে

স্পষ্ট বোম্বাই নাগরাক্ষরে ১৯৫৫ বিক্রমাব্দে বোম্বাই মিত্র যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত করাইয়াছেন এবং লোকের উপকারের জন্য মূল্য গ্রহণে বিক্রয় করিতেছেন। গ্রন্থের আকার সুপাররয়েল ৬২২ পৃষ্ঠা। পূর্ব্বে আনাইবার ডাক মাশুল খরচ সহ ৫৲ পাঁচ টাকার মধ্যেই পাওয়া যাইত। শ্রীব্যেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেস্ বোম্বাই হইতে খেমরাজ কৃষ্ণদাস নামক পুস্তক বিক্রেতা সটীক আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহার মূল্য ২॥০ এবং মাশুল ।৵০ নিরূপিত ছিল।

সুদর্শনাচার্য্য ঃ—শ্রীরামানুজের শিষ্য কূরেশের ইনি প্রপৌত্র। কূরেশের পরাশরভট্টর ও শ্রীরামপিল্লাই নামে দুই পুত্র। শ্রীরামের একমাত্র পুত্র বাগ্বিজয়ভট্টরের তিনি একমাত্র পুত্র। ইনি শ্রীভাষ্যের টীকাকার এবং লোকাচার্য্যের সমসাময়িক। বেদান্তদেশিক ইহাঁর অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। ইহাঁর অপর নাম শ্রীশ্রুত প্রকাশিকাচার্য্য বা শ্রীবেদব্যাস ভট্টর। ইহাঁর দুই পুত্র বেদাচার্য্য ও দ্বিতীয় পরাশর ভট্টর। শ্রুতপ্রকাশিকা শব্দ দ্রষ্টব্য। ইহাঁর নিবাস কাঞ্চীপুর।

বংশ

অনন্ত ভট্ট (হারীত গোত্র)
|
কূরেশ
|
পরাশর ভট্টর　　শ্রীরামপিল্লাই
|
বাগ্বিজয় ভট্ট
ওরফে নড়ুবিড়্ তিরুবিড়ি পিল্লাই
|
সুদর্শনাচার্য্য
ওরফে বেদব্যাস ভট্টর

পরম্পরা

রামানুজ
|
যতিশেখর ভারতী ওরফে এঙ্গলাল্বান্
|
বরদাচার্য্য ওরফে নডাডুর আম্মাল
|
সুদর্শনাচার্য্য

সৌনক সংহিতা ঃ—এই গ্রন্থ হইতে কুলশেখর বরং হুতবহজ্জ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরি চিন্তাবিমুখা জনসংবাস বৈশসম্ শ্লোকটী মুকুন্দমালা স্তোত্রে গান করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃত লেখকের মতে ইহা কাত্যায়ন সংহিতার শ্লোক।

স্থলপুরাণ ঃ—তিরুভালি তিরুনগরী প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় রচিত পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

স্থল মাহাত্ম্য ঃ—তামিলভাষায় লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে গোদাদেবীর চরিত এইরূপ লিখিত আছে। ক্ষীরাব্ধিশায়ী ভগবান্‌কে লক্ষ্মী বলিলেন, তোমার বাহন গরুড়কে বিষ্ণুচিত্তরূপে ধরাধামে প্রকট করাইয়া নিজ বাঞ্ছা সাধন করিতেছ। আমাকে তাঁহার তনয়া রূপে জন্ম পরিগ্রহণ করিতে অনুমতি দাও। শ্রীপয়োব্ধিশায়ী তাহাতে অনুমোদন করিয়া বলিলেন, তুমি পৃথিবীতে উদিত হইলে তোমার গুম্ফিত মালা আমি গ্রহণ করিব এবং তুমি দ্রবিড়কবিতায় বৈদান্তিক সত্যসমূহ স্তবাদিতে প্রকাশ করিবে। মানুষী তনু গ্রহণ করিয়া লোকচক্ষে গুপ্ত থাকিয়াও পরিশেষে আমাকে স্বামীরূপে লাভ করিবে। পরে আমার মন্দিরে তোমার অর্চ্চামূর্ত্তির অভিষেক হইবে। তোমার সেবাকারী ভক্তগণ বিমুক্ত হইবেন।

স্পর্শ বর্ণ ঃ—ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণকে বৈয়াকরণগণ স্পর্শবর্ণ বলিয়া থাকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে স্পর্শবর্ণের বিষ্ণুবর্গ সংজ্ঞা। উনবিংশ সূত্র "তে মান্তাঃ পঞ্চপঞ্চবিষ্ণুবর্গাঃ।" এতে বর্গাশ্চ। স্পর্শাস্তু সর্ব্ব এব।

স্পৃহয়ালু ঃ—অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক পরস্ত্রী প্রভৃতি ভোগবাসনা-

বিশিষ্ট। "অতি যত্নপূর্ব্বকং পরস্ত্র্যাদি ভোগেচ্ছাবান্। (নীলকণ্ঠটীকা মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ৪৩ অ। ১৮ শ্লোক।

স্পৃহা ঃ—ভোগ্যবস্তুতে সমাদর। "ভোগ্যবর্গেষ্বাদরঃ।" নীলকণ্ঠটীকা মহাভারত উদ্‌যোগ পর্ব্ব ৪৩ অ ১৬ শ্লোক।

স্বর ঃ—প্রাচীন বৈয়াকরণেরা অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এই চতুর্দ্দশ বর্ণকে স্বরবর্ণ বলেন। ইহার অপর সংজ্ঞা অচ্। হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে ইহাদের সংজ্ঞা "সর্ব্বেশ্বর।" হরিনামামৃত ব্যাকরণ দ্বিতীয় সূত্র "তত্রাদৌ চতুর্দ্দশসর্ব্বেশ্বরাঃ।" তস্মিন্ বর্ণক্রমে আদৌ চতুর্দ্দশবর্ণাঃ সর্ব্বেশ্বরনামানো ভবন্তি। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ এতে স্বরা অচশ্চ প্রাচীনানাং। এতে স্বতন্ত্রোচ্চারণাঃ কাদীনামুচ্চারণঞ্চৈষামধীনমিতি সর্ব্বেশ্বরাঃ।

হর ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে কোন বর্ণ নাশ করিতে হইলে যে লোপ বিধি প্রবর্ত্তিত করা হয় উহার হর সংজ্ঞা। একচত্বারিংশ সূত্র। "লোপো হরঃ।" হরো যথা নাশহেতুর্ভবতি তথা যো বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স লোপো হরশ্চোচ্যতে। তত্র হরো দ্বিধা ভবেৎ। তত্রাদর্শনমাত্রহেতুর্হরঃ। আত্যন্তিকলয়হেতুর্মহাহরঃ। লুগিত্যন্যে। হর দুই প্রকার হর ও মহাহর। অদর্শনমাত্র হেতুকে হর এবং আত্যন্তিক লয়হেতুকে মহাহর সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। অপর বৈয়াকরণেরা লুক্ বলেন।

হরিকমল ঃ—ক চ ট ত প বা বর্গপ্রথমকে হরিনামামৃত ব্যাকরণে হরিকমল সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এই বর্ণ গুলিকে বর্গপ্রথম ও চপ্ নামে অভিহিত করেন। হরিনামামৃত একবিংশ সূত্র "ক চ ট ত পা হরিকমলানি।" প্রথমাশ্চ পশ্চ।

হরিখড়্গা ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণে খ ছ ঠ থ ফ অর্থাৎ বর্গ দ্বিতীয় বর্ণকে হরিখড়্গা সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা ইহা-দিগকে ছ ফ্ বলেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ দ্বাবিংশ সূত্র "খ ছ ঠ থ ফা হরিখড়্গাঃ। দ্বিতীয়াশ্ছফশ্চ।

হরিগদা ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে বর্গের তৃতীয় বর্ণ গ জ ড় দ ব এই পাঁচ বর্ণের হরিগদা সংজ্ঞা। বৈয়াকরণেরা জব্ বলেন। হরিনামামৃতে ত্রয়োবিংশ সূত্র "গ জ ড় দ বা হরিগদাঃ।" তৃতীয়াজবশ্চ।

হরি-গোত্র ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে শ ষ স হ এই চারিটী ব্যঞ্জন বর্ণের সংজ্ঞা হরিগোত্র। অন্য বৈয়াকরণেরা ইহাকে উষ্ম, ষিট্ ও শল্ সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ অষ্টাবিংশ সূত্র। "শ ষ স হা হরিগোত্রাণি।" উষ্মানঃ ষিটঃ শলশ্চ।

হরিঘোষ ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে বর্গের চতুর্থ বর্ণ গুলির হরি-ঘোষ সংজ্ঞা। বৈয়াকরণেরা বর্গ চতুর্থ বা ঝভ্ সংজ্ঞা দেন। হরিনামামৃত চতুর্বিংশ সূত্র ঘ ঝ ঢ ধ ভা হরিঘোষাঃ। চতুর্থা ঝভশ্চ।

হরিমিত্র ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণ মতে অন্তঃস্থ বর্ণ অর্থাৎ য র ল ব এই চারি বর্ণের হরিমিত্র সংজ্ঞা। অপর বৈয়াকরণেরা ইহাকে যল্ বলেন। হরিনামামৃত সপ্তবিংশ সূত্র "য র ল বা হরিমিত্রাণি।" অন্তস্থা যলশ্চ। এতে সবিষ্ণুচাপা নির্বিষ্ণুচাপাশ্চ।

হরিবেণু ঃ—হরিনামামৃত ব্যাকরণমতে বর্গের পঞ্চমবর্ণ অর্থাৎ ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচবর্ণ হরিবেণু নামে প্রসিদ্ধ। বৈয়াকরণেরা ঞম্ সংজ্ঞা দেন। হরিনামামৃত ব্যাকরণ পঞ্চবিংশ সূত্র। "ঙ ঞ ণ ন মাঃ হরিবেণবঃ। পঞ্চমানুনাসিকা ঞমশ্চ। এতে চ মুখনাসিকাভবাঃ।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রণীত

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মজুমদার এল, এম, এস, মহাশয়ের সম্পূর্ণ আনুকূল্যে "শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্মৃতি-সংরক্ষণ সমিতি" হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৪।

[শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার কর্ত্তৃক শ্রীভাগবত প্রেসে (নদীয়া) কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত।]

			পৃষ্ঠা
সমুদ্রগড়	...	...	১৫
চম্পাহট্ট	...	...	১৬
ঋতুদ্বীপ	...	...	১৭
বিদ্যানগর	...	...	১৮
জহ্নুদ্বীপ	...	...	১৯
মোদদ্রুমদ্বীপ	...	...	২২
ভাণ্ডীরবন	...	...	২৩
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর	...	...	২৪
ব্রহ্মাণীনগর	...	...	২৪
অর্কটীলা	...	...	২৪
মহৎপুর কাম্যবন	...	...	২৫
রুদ্রদ্বীপ	...	...	২৭
নিদয়া	...	...	২৯

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।"

এই অপূর্ব্ব সারপূর্ণ বাক্যগুলি হৃদয়ে রাখিয়া শুদ্ধভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপ চিন্ময় ভূমিকে ধারণা করিতেন, কিন্তু যখন তাঁহারা নবদ্বীপ নগরে যাইতেন, তখন কুলিয়ার চরস্থিত ঐ নগর পাইয়া তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট স্থান প্রভৃতি বলিয়া ঐ নগরবাসিগণ যে সকল চিত্তোন্মাদক স্থান দেখাইয়া দিতেন তাহাই দেখিতেন এবং পরে অনুসন্ধান করিলে উহা নবীন নগর জানিতে পারিয়া অবশেষে মনে দুঃখ পাইতেন। পক্ষান্তরে মহাজন ও সিদ্ধভক্ত মহোদয়গণ চিরদিনই বর্ত্তমান নগরের অপর পারে শ্রীচাঁদ কাজীর সমাধির অনতিদূরে শ্রীমায়াপুর নামক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা, শ্রীবাসের অঙ্গন ও সেই সেই স্থানে সপার্ষদ প্রভুর নিত্যলীলা দিব্যচক্ষে সন্দর্শন করিয়া তথায় গড়াগড়ি দিতেন এবং তাঁহাদিগের কৃপাপ্রাপ্ত কোন কোন ব্যক্তিকে শুদ্ধভক্ত জানিয়া কদাচ ঐ রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেন। অপরন্তু শ্রীনবদ্বীপধাম ষোল ক্রোশ শ্রীভক্তিরত্নাকর লেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী অপর নাম শ্রীল ঘনশ্যাম দাস আনুমানিক দুই শত পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া তৎকালে শ্রীনবদ্বীপের যে ভাব ও অবস্থা ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তখন শ্রীনবদ্বীপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের নগর হইতে অন্যরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, চিন্ময়ধাম শ্রীনবদ্বীপ শুদ্ধ ভক্তগণের চক্ষে চিরদিনই চিন্ময় স্থান ও

শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে অভিন্ন। বর্ত্তমান কালের শুদ্ধভক্তিস্রোতের একমাত্র মূল প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় জগতের হিতসাধনার্থ এবং বৈষ্ণব হৃদয়ে আনন্দ-স্রোত প্রবাহকরণার্থে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত চিন্ময় লীলাভূমিগুলি প্রকাশ করিয়া অপার করুণা বিস্তার করিয়াছেন। তিনি শ্রীমায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার যুগল মূর্ত্তির সেবা প্রতিষ্ঠা করাইয়া জগজ্জনকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদ দান করিয়াছেন। তিনি "শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য" নামক একখানি গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপধামের বিস্তৃত বর্ণনা আমাদিগকে দিয়াছেন। আর তাঁহার শ্রীনবদ্বীপ সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় গ্রন্থ "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ" খানি প্রথমতঃ একখানি সাময়িক পত্রে ২০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উহার বহুল প্রচার আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভক্তিমতী দানশীলা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বৈষ্ণববন্ধু উদারচেতা বদান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, এল্, এম্, এস্ মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে পুনর্মুদ্রিত করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব জগতের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন। তাঁহাদের এই পুণ্যময় অনুষ্ঠানের জন্য স্মৃতিসমিতিও তাঁহাদিগের নিকট ঋণী।

শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জ
স্বরূপগঞ্জ, জেলা নদীয়া।
তাং ১লা মাঘ, ১৩২৭।

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ-
স্মৃতিসংরক্ষণ সমিতি।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ।

সর্ব্বধামশিরোমণি সন্ধিনীবিলাস।
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দবাস॥
সর্ব্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফুরুক্ নয়নে মম নবদ্বীপ ধাম॥ ১

মাথুর মণ্ডলে ষোলক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক্ নয়ন॥
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধধামদ্বয়॥ ২

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চ-নিলয়ে॥
সেই কৃষ্ণকৃপাবলে জড়-বদ্ধ জন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন॥ ৩

যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময় বিশেষ সুধা করে আস্বাদন॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে॥ ৪

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥

জ্ঞানকর্ম্মযোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥ ৫

জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ।
জীবচক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন॥
আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে।
দেখিব শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে॥ ৬

অষ্টদলপদ্মনিভ ধাম নিরমল।
কোটি চন্দ্র জ্যোৎস্না জিনি অতীব শীতল॥
কোটি সূর্য্যপ্রভা জিনি অতি তেজময়।
আমার নয়ন পথে হইবে উদয়॥ ৭

অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর।
(৩) অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর॥
তার মধ্য ভাগে যোগপীঠ মায়াপুর।
দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব প্রচুর॥ ৮

ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ ৯

ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়॥

জগন্নাথমিশ্রগৃহ পরম পাবন।
মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন ॥ ১০

মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর ॥
মায়াকৃপা করি জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন ॥ ১১

যথা নিত্য-মাতাপিতা দাসদাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ ॥
লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন ॥ ১২

নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সেই মায়াপুরে।
গদাধর শ্রীবাসাদি স্থানে স্থানে স্ফুরে ॥
অসংখ্য বৈষ্ণবালয় চতুর্দ্দিকে ভায়।
হেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায় ॥ ১৩

নৈঋতে যমুনা গঙ্গা স্বসৌভাগ্য গণি।
নাগরূপে সেবা করে গোরা দ্বিজমণি ॥
ভাগীরথী-তটে বহু ঘাট দেবালয়।
প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধ শিব উপবনচয় ॥ ১৪

অসংখ্য ব্রাহ্মণ-গৃহ মায়াপুরে হয়।
রাজপথ চত্বর বিপিন শিবালয় ॥

পূর্ব্ব দক্ষিণেতে এক সরস্বতী ধার।
নিরবধি বহে ঈশোদ্যান তটে যার॥ ১৫

এসব বৈভব নিত্য চিন্ময় অপার।
কেন পাবে কলিজীব মায়াবদ্ধ ছার॥
ত্রিনদী-ভাঙ্গন-ছলে লুকাইল মায়া।
জড় চক্ষু দেখে মাত্র মায়াপুর-ছায়া॥ ১৬

সশক্তিক নিত্যানন্দকৃপাবল-ক্রমে।
স্ফুরুক্ নয়নে মায়াপুরী সসম্ভ্রমে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহলীলা করি দরশন।
অতি ধন্য হউ এই মূঢ় অকিঞ্চন॥ ১৭

অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে যেই মায়াপুর গ্রাম।
অষ্টদল কমলের কর্ণিকা সে ধাম।
গৌড়কান্তি পীত জ্যোতির্ম্ময় সুনির্ম্মল।
করুন্ নয়নে মোর সদা ঝলমল॥ ১৮

কোন স্থানে উপবন পৃথু সরোবর।
গোচারণভূমি কত দেখিতে সুন্দর॥
প্রবাহপ্রণালী কত শস্যভূমি খণ্ড।
রাজপথ বকুল কদম্ব বৃক্ষ ষণ্ড॥ ১৯

তাহার পশ্চিমে জহ্নু-তনয়ার তট।
শ্রীগঙ্গানগর নামে প্রসিদ্ধ খর্ব্বট॥

যথা গঙ্গাদাস-গৃহে বিদ্যানুশীলন।
করিলেন প্রভু মোর লয়ে দ্বিজজন॥ ২০

ভরদ্বাজটীলা তথা দেখিতে সুন্দর।
গৌর ভজি যথা ভরদ্বাজ মুনিবর॥
লভিয়া চৈতন্যপ্রেম সূত্র প্রকাশিল।
কতশত বহির্ম্মুখ জনে ভক্তি দিল॥ ২১

পৃথুকুণ্ড উত্তরেতে মথুরা নগর।
ষষ্ঠীতীর্থ মধুবন পরম সুন্দর॥
বহুজনাকীর্ণ জনপদ সুবিস্তার।
দর্শনে পবিত্র হউ নয়ন আমার॥ ২২

তদুত্তরে শরডেঙ্গা স্থান মনোহর।
রক্তবাহুভয়ে যথা শবর প্রবর॥
নীলাদ্রিপতিকে লয়ে রহে সংগোপনে।
সেই স্থান দেখি যেন সর্ব্বদা নয়নে॥ ২৩

মথুরায় বায়ুকোণে হেরিব নয়নে।
২। সীমন্ত-দ্বীপের শোভা জাহ্নবী-সদনে॥
যথায় পার্ব্বতীদেবী গৌরপদ ধূলি।
সীমন্তে ধারণ কৈল করিয়া আকুলি॥ ২৪

দূর হইতে বিলোকিব বিল্বপক্ষবন।
যথা গৌরধ্যানে আছে ঋষি চতুঃসন॥

নিতাইবিলাসভূমি দেখিব সুদূরে।
যথা সঙ্কর্ষণ-ক্ষেত্র বিজ্ঞজনে স্ফুরে॥ ২৫

মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার॥ ২৬

যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে॥ ২৭

বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌরগুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্যহীরকনীলপীতমণি ভায়॥ ২৮

বহির্ম্মুখজন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনীবন্যার বেগে সদা লণ্ডভণ্ড॥ ২৯

মধুবন মধ্যভাগে শ্রীবিশ্রামস্থল।
শ্রীধরকুটীর আর কুণ্ড নিরমল॥

কাজীরে শোধিয়া প্রভু লয়ে পরিকর।
যথায় বিশ্রাম কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর॥ ৩০

হা গৌরাঙ্গ বলি কবে সে বিশ্রামস্থলে।
গড়াগড়ি দিয়া আমি কাঁদিব বিরলে॥
প্রেমাবেশে দেখিব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে।
লৌহপাত্রে জল পিয়ে শ্রীধরের ঘরে॥ ৩১

কবে বা সৌভাগ্যবলে নয়ন আমার।
হেরিবে কীর্ত্তনমাঝে শচীর কুমার॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধরশ্রীনিবাসে।
লয়ে নাচে প্রেম যাচে শ্রীধর আবাসে॥ ৩২

তার পূর্ব্বে বিলোকিব সুবর্ণবিহার।
সুবর্ণসেনের দুর্গ তুল্য নাহি যার॥
যথায় শ্রীগৌরচন্দ্র সহ পরিকর।
নাচেন সুবর্ণমূর্ত্তি অতি মনোহর॥ ৩৩

একাকী বা ভক্তসঙ্গে কবে কাকুস্বরে।
কাঁদিয়া বেড়াব আমি সুবর্ণনগরে॥
গৌরপদে শ্রীযুগল-সেবা মাগি লব।
শ্রীরাধাচরণাশ্রয়ে প্রাণ সমর্পিব॥ ৩৪

তার পূর্ব্বদক্ষিণেতে শ্রীনৃসিংহ-পুরী।
কবে বা হেরিব দেবপল্লীর মাধুরী॥

নরহরি-ক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণপ্রেম লইব মাগিয়া ॥ ৩৫

এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয় ॥
হৃদয়শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ-চরণে মোর এইত কামনা ॥ ৩৬

কাঁদিয়া নৃসিংহ-পদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগলভজন ॥
ভয়, ভয় পায় যাঁর দর্শনে সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি ॥ ৩৭

যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্তজনে ভদ্র অতি ॥
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপবচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে ॥ ৩৮

স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস শ্রীগৌরাঙ্গধামে।
যুগলভজন হউ, রতি হউ নামে ॥
মম ভক্তকৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধ চিত্তে ভজ রাধাকৃষ্ণ-রসপূর ॥ ৩৯

এই বলি' কবে মোর মস্তক-উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর ॥

অমনি যুগল-প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহদ্বারে ॥ ৪০

সে ক্ষেত্রের পশ্চিমেতে গণ্ডকের ধার।
শ্রীঅলকানন্দ কাশীক্ষেত্র হয়ে পার ॥
দেখিব গোদ্রুমক্ষেত্র অতি নিরমল।
ইন্দ্রসুরভির যথা ভজনের স্থল ॥ ৪১

গোদ্রুম-সমান ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে ॥
যেমন সংলগ্ন সরস্বতীনদীতটে।
ঈশোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী-নিকটে ॥ ৪২

ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম-কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন ॥
সে লীলা-দর্শনে তুমি যুগলবিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ ॥ ৪৩

গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস ॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই'।
গোপসনে গোচারণ করেন নিমাই ॥ ৪৪

গোপগণ বলে ভাই তুমিত গোপাল।
দ্বিজরূপ কভু তব নাহি সাজে ভাল ॥

এস কাঁধে করি তোরে গোচারণ করি।
মায়ের নিকটে লই যথা মায়াপুরী ॥ ৪৫

কোন গোপ স্নেহ করি' দেয় ছানাক্ষীর।
কোন গোপ রূপ দেখি হয়ত অস্থির ॥
কোন গোপ নানা ফল-ফুল দিয়া করে।
বলে ভাই নিতি নিতি আইস মোর ঘরে ॥ ৪৬

বিপ্রের ঠাকুর তুমি গোপের কারণ।
তোমা ছাড়ি যেতে নারি তুমি ধ্যান জ্ঞান ॥
ঐ দেখ গাভি সব তোমারে দেখিয়া।
হাম্বারবে ডাকে ঘাস বৎস তেয়াগিয়া ॥ ৪৭

আজ বেলা হইল চল জগন্নাথালয়।
কাল যেন এই স্থানে পুনঃ দেখা হয় ॥
রাখিব তোমার লাগি দধিছানাক্ষীর।
বেলা হইলে জেন আমি হইব অস্থির ॥ ৪৮

এইরূপে নিতি নিতি শ্রীগোদ্রুম-বনে।
শ্রীগৌর-নিতাই খেলা করে গোপসনে ॥
বেলা না হইতে পুনঃ করি' গঙ্গাস্নান।
শ্রীশচীসদনে যান গৌরভগবান্ ॥ ৪৯

হেন দিন আমার কি হইবে উদয়।
হেরিব গোদ্রুম-লীলা শুদ্ধ-প্রেমময় ॥

গোপসঙ্গে গোপভাবে প্রভু-সেবা-আশে।
একমনে-বসিব সে গোদ্রুম আবাসে ॥ ৫০

গোদ্রুম দক্ষিণে মধ্যদ্বীপ মনোহর।
বনরাজি শোভে যথা দেখিতে সুন্দর ॥
যথায় মধ্যাহ্নে প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
সপ্তঋষি কাছে আসি দিল দরশন ॥ ৫১

যথায় গোমতী-তীরে নৈমিষ-কাননে।
গৌরভাগবতকথা শুনে ঋষিগণে ॥
শুনিতে সে গৌরকথা দেব-পঞ্চানন।
সহসা আইলা হয়ে শ্রীহংস-বাহন ॥ ৫২

কবে আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই বন।
হেরিব পুরাণ-সভা অপূর্ব্বদর্শন ॥
শুনিব চৈতন্য-কথা শ্রীহরিবাসরে।
সুপুণ্য কার্ত্তিকমাসে গোমতীর ধারে ॥ ৫৩

শৌনকাদি শ্রোতা ঋষিগণ কৃপা করি।
পদধূলি দিয়া মাথে হস্তদ্বয় ধরি ॥
বলিবে হে নবদ্বীপবাসি! একমনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-কথামৃত পিয় এই বনে ॥ ৫৪

তাহার দক্ষিণে শোভে ব্রাহ্মণ-পুষ্কর।
শ্রীপুষ্করতীর্থে যথা দেখে দ্বিজবর ॥

ভজিয়ে গৌরাঙ্গপদ বিপ্র দিবদাস।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরি পাইল আশ্বাস ॥ ৫৫

তাহার দক্ষিণে ক্ষেত্র উচ্চহট্ট নাম।
ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র ত্রিপিষ্টপ-ধাম ॥
যথা দেবগণ করে গৌর-সংকীর্ত্তন।
কভু ধামবাসী তাহা করেন শ্রবণ ॥ ৫৬

শ্রীগৌরাঙ্গ গণ-সহ মধ্যাহ্ন সময়ে।
ভ্রমেন্ এসব বনে প্রেমমত্ত হয়ে ॥
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত বলিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আস্বাদিয়া ॥ ৫৭

আমি কবে একাকী বা ভক্তজন-সঙ্গে।
ভাসিব চৈতন্য-প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥
মধ্যাহ্নে ভ্রমিব মধ্যদ্বীপ বনচয়ে।
প্রভুভাব বিভাবিয়া অকিঞ্চন হ'য়ে ॥ ৫৮

মধ্যদ্বীপবাসিভক্তগণ কৃপা করি।
দেখাইবে ঐ দেখ গৌরাঙ্গশ্রীহরি ॥
ব্রহ্মকুণ্ডতীরে ব্রহ্মনগর-ভিতরে।
কীর্ত্তন ঘটায় নাচে লয়ে পরিকরে ॥ ৫৯

কবে বা দেখিব সেই পুরটসুন্দর।
অপূর্ব্বমূরতি গোরা বনমালাধর ॥

দীর্ঘবাহু হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি' বলে।
হরিনাম বল ভাই একত্রে সকলে॥ ৬০

অমনি শ্রীবাস-আদি যত ভক্তজন।
হরি হরি বলিয়া করিবে সংকীর্ত্তন॥
কেহ বা বলিবে গৌরহরি বল ভাই।
গৌর-বিনা রাধাকৃষ্ণ-সেবা নাহি পাই॥ ৬১

উচ্চহট্ট সন্নিকটে পঞ্চবেণী নাম।
দেবতীর্থ যথা দেবগণের বিশ্রাম॥
জাহ্নবী ত্রিধারা সরস্বতী শ্রীযমুনা।
মিলিয়াছে গৌরসেবা করিয়া কামনা॥ ৬২

গণ-সহ গৌরহরি যথা করি' স্নান।
কলিপাপ হইতে তীর্থে কৈল পরিত্রাণ॥
পঞ্চবেণী হেন তীর্থ এ চৌদ্দ ভুবনে।
নাহি দেখে বেদব্যাস আর ঋষিগণে॥ ৬৩

কবে পঞ্চবেণী-জলে করিয়া স্নপন।
শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্ম করিব স্মরণ॥
গৌরপদপূত বারি অঞ্জলি ভরিয়া।
পিয়া ধন্য হব গৌরপ্রসঙ্গে মাতিয়া॥ ৬৪

পঞ্চবেণী-পারে কোলদ্বীপ মনোহর।
কোলরূপে প্রভু যথা ভক্তের গোচর॥

শ্রীবরাহক্ষেত্র বলি' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দেবের দুর্ল্লভ স্থান চিদানন্দময়॥ ৬৫

কুলিয়াপাহাড় নামে প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্থান শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যথা সন্ন্যাসের পর।
ব্রজযাত্রা-ছলে দেখে নদীয়া নগর॥ ৬৬

বিদ্যাবাচস্পতি-বিদ্যালয় যেই স্থানে।
বিশারদপুত্র তেঁহ কেবা নাহি জানে॥
প্রভুর একান্ত ভৃত্য শুদ্ধভক্তিবলে।
আকর্ষিল নিজপ্রভু গঙ্গাস্নানছলে॥ ৬৭

কবে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া রব।
বিদ্যাবাচস্পতি-দ্বারে দেখিয়া বৈভব॥
কতক্ষণে কৃপা করি প্রভু যতীশ্বর।
হইবে প্রাসাদোপরি নয়নগোচর॥ ৬৮

দেখিয়া কনককান্তি সন্ন্যাস মূরতি।
ভূমে পড়ি' বিলোকিব করিয়া আকুতি॥
দ্বারকায় রাজবেশে শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
কাঁদিল যেমন গোপী যমুনা স্মরিয়া॥ ৬৯

আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে॥

যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছবসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে॥ ৭০

সেই বটে এই যতি আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস॥
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে॥ ৭১

তথা হৈতে কিছু আগে করি দরশন।
শ্রীসমুদ্রগড়তীর্থ জগতপাবন॥
যথা পূর্ব্বে ভীম যুদ্ধে শ্রীসমুদ্রসেনে।
দেখা দিল দীনবন্ধু শুদ্ধভক্ত জেনে॥ ৭২

যথায় সাগর আসি গঙ্গার আশ্রয়ে।
নবদ্বীপলীলা দেখে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে॥
শ্রীগঙ্গাসাগর-তীর্থ নবদ্বীপপুরে।
নিত্য শোভা পায় যথা দেখে সুরাসুরে॥ ৭৩

ধন্য জীব কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম আনন্দধাম শ্রীবহুলাবন॥
কীর্ত্তন-আবেশে যথা শ্রীশচীকুমার।
ভক্তগণ সঙ্গে লয়ে নাচে কতবার॥ ৭৪

কোলদ্বীপ কৃপা করি এই অকিঞ্চনে।
দেহ নবদ্বীপবাস ভক্তজন-সনে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ অধিকার।
জীবনে মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার ॥ ৭৫

কোলদ্বীপ-উত্তরাংশে চম্পহট্ট গ্রাম।
সদা শোভা করে যাঁহা নবদ্বীপ ধাম ॥
মহাতীর্থ চম্পাহট্ট গ্রাম মনোহর।
জয়দেব যথা ভজে গৌরশশধর ॥ ৭৬

যথা বাণীনাথ-গৃহে শচীর নন্দন।
সপার্ষদে করিলেন নামসংকীর্ত্তন ॥
বাণীনাথ-গৃহে হৈল মহামহোৎসব।
গৌরাঙ্গ দেখায় নিজ প্রেমের বৈভব ॥ ৭৭

চম্পাহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্পলতা করে যথা কুসুম চয়ন ॥
নবদ্বীপে শ্রীখদিরবন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম ॥ ৭৮

ঋতুদ্বীপ বনময় অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা গৌরসেবাপর ॥
সর্ব্বত্তু সেবিতভূমি আনন্দ-নিলয়।
রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ হয় ॥ ৭৯

কভু প্রভু সংকীর্ত্তন-রঙ্গে এই স্থানে।
স্মরি গোচারণ-লীলা কৃষ্ণগুণগানে ॥

শ্যামলি ধবলি বলি ডাকে ঘন ঘন ।
শ্রীদাম সুবল বলি করেন ক্রন্দন ॥ ৮০
আমি কবে ঋতুদ্বীপে করিয়া ভ্রমণ ।
বন-শোভা হেরি লীলা করিব স্মরণ ॥
রাধাকুণ্ডলীলাস্ফূর্ত্তি হইবে তখন ।
স্তম্ভিত হইয়া তাহা করিব দর্শন ॥ ৮১

মানসগঙ্গার তীরে গোচারণ-স্থল ।
রামকৃষ্ণ-সহ দাম-বল-মহাবল ॥
অসংখ্য গোবৎস ল'য়ে নিভৃতে চরায় ।
নানালীলাচ্ছলে সবে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ৮২
গোপশিশুগণ রহে নানা আলাপনে ।
চরিতে চরিতে সবে যায় দূর বনে ॥
না দেখিয়া বৎসগণে চিন্তে সর্ব্বজন ।
কৃষ্ণবংশীরবে বৎস আইসে ততক্ষণ ॥ ৮৩

দেখিতে দেখিতে লীলা হৈল অদর্শন ।
ভূমিতে পড়িব আমি হ'য়ে অচেতন ॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা লভি' আপনি উঠিব ।
ধীরে ধীরে বনমাঝে ভ্রমণ করিব ॥ ৮৪

হা গৌরাঙ্গ ! কৃষ্ণচন্দ্র ! দয়ার সাগর ।
কাঙ্গালের ধন তুমি আমিত পামর ॥

এই বলি কাঁদি' কাঁদি' হ'য়ে অগ্রসর।
দেখিব সহসা আমি শ্রীবিদ্যানগর ॥ ৮৫
চারিবেদ চতুঃষষ্টি বিদ্যার আলয়।
সরস্বতী-পীঠ বিদ্যানগর নিশ্চয় ॥
ব্রহ্মাশিবঋষিগণ এ পীঠ-আশ্রয়ে।
সর্ব্ব বিদ্যা প্রকাশিল প্রপঞ্চ নিলয়ে ॥ ৮৬
প্রভু মোর করিবেন বিদ্যার বিলাস।
ইহা জানি' বৃহস্পতি ছাড়ি' নিজবাস ॥
বাসুদেবসার্ব্বভৌমরূপে এই স্থানে।
প্রচারিল সর্ব্ববিদ্যা বিবিধ বিধানে ॥ ৮৭
যে বিদ্যানগরে বসি' গৌরগুণ গায়।
সেই অধ্যাপক ধন্য শোক নাহি পায় ॥
অবিদ্যা ছাড়য়ে তারে যে বিদ্যানগরে।
দর্শন করিয়া ভজে গৌরসুধাকরে ॥ ৮৮
আমি কি দেখিব কভু শ্রীগৌরসুন্দরে।
বিদ্যানুরাগে গিয়া শ্রীবিদ্যানগরে ॥
শ্রীবাসাপরাধে দেবানন্দ-মহাশয়ে।
দণ্ডিবেন বাক্য-দণ্ডে ভক্তপক্ষ হ'য়ে ॥ ৮৯
আমার প্রভুর লীলা অনন্ত না জানে।
কখন কি কার্য্যে মাতে থাকে কিবা ধ্যানে ॥

কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়ুয়া তাড়ায়।
পরাজিয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায়॥ ৯০
যাই করে প্রভু তাই আনন্দজনক।
স্বেচ্ছাময় প্রভু তেঁহ আমিত সেবক॥
ক্ষুদ্র পরিমিত বুদ্ধি সহজে আমার।
বিচারিতে শক্তি নাই বিধান তাঁহার॥ ৯১
নবদ্বীপবাসী অধ্যাপকগণ তাঁর।
নিত্যলীলা-পুষ্টিকারী প্রণম্য আমার।
সকলে করুণা কর দীন অকিঞ্চনে।
মোরে অধিকার দেহ নামসংকীর্ত্তনে॥ ৯২
শ্রীবিদ্যানগর-প্রতি এই নিবেদন।
যে অবিদ্যা গৌরতত্ত্ব করে আবরণ॥
সে অবিদ্যা-জালে যেন মানস আমার।
আবৃত না হয় কভু থাকে মায়াপার॥ ৯৩
শোভে জহ্নুদ্বীপ বিদ্যানগর-উত্তরে।
যথা জহ্নু তপোবন ব্যক্ত চরাচরে॥
গঙ্গারে করিল পান যথা মুনিবর।
জাহ্নবী-স্বরূপে গঙ্গা হইল গোচর॥ ৯৪
যথা কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম মুনির আশ্রয়ে।
ভাগবতধর্ম্মশিক্ষা কৈল বিধিক্রমে॥

যথা জহ্নু নিষ্কপটে করিয়া ভজন।
আনায়াসে পায় কৃষ্ণচৈতন্যচরণ ॥ ৯৫
জহ্নুদ্বীপ ভদ্রবন কৃষ্ণলীলাস্থল।
নয়নগোচর কবে হবে নিরমল ॥
সেই বনে ভীষ্মটীলা পরমপাবন।
তদুপরি রহি' আমি করিব ভজন ॥ ৯৬
রাত্র্যাগমে ভীষ্মদেব প্রশান্ত অন্তরে।
দরশন দিবে মোরে শুদ্ধ কলেবরে ॥
কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ তুলসীর মালা করে।
দ্বাদশতিলকান্বিত নামানন্দভরে ॥ ৯৭
বলিবে নবীন নবদ্বীপবাসি শুন।
আমার মুখেতে আজ গৌরাঙ্গের গুণ ॥
কুরুক্ষেত্র-রণে পড়ি' মরণসময়ে।
দেখিলাম কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হ'য়ে ॥ ৯৮
নির্য্যাণসময়ে প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপ তুমি পূর্ব্বে করিলা দর্শন ॥
সেই পুণ্যে গৌরকৃপা তোমার ঘটিল।
নবদ্বীপে নিত্যবাস এখন হইল ॥ ৯৯
অতএব সর্ব্ব আশা পরিত্যাগ করি'।
নবদ্বীপে বসি' তুমি ভজ গৌরহরি ॥

আর না করহ ভয় বিষয়-বন্ধনে।
অবশ্য লভিবে সেবা গৌরাঙ্গচরণে ॥ ১০০

প্রভুর ইচ্ছায় এই ধামে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দেখে মুক্তজন ॥
শোক ভয় মৃত্যু আর উদ্বেগ-কারণ।
বহির্ম্মুখ ইচ্ছা নাহি জীবের পীড়ন ॥ ১০১

শুদ্ধভক্তজন কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য-আসবে।
নিজ নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে ॥
না জানে অভাব পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা ॥ ১০২

নিত্যমুক্ত বদ্ধমুক্ত ভক্তি পরিকর।
অনন্ত সংখ্যক দাস গণের ঈশ্বর ॥
যার যেই ভাব সেই ভাবে তার সনে।
নিত্যলীলা করে প্রভু এই সব বনে ॥ ১০৩

এ ধাম অনন্ত, জড়া মায়া হেথা নাই।
চিচ্ছক্তি হেথায় অধিষ্ঠাত্রী শুন ভাই ॥
তদনুগ দেশকাল করণ শরীর।
সব নির্ম্মায়িক সত্ত্ব এই তত্ত্ব স্থির ॥ ১০৪
যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর ততদিন তো তোমায় ॥

না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীয় স্বভাব ॥ ১০৫
ভাগবতী তনু পাবে প্রভুর ইচ্ছায়।
অব্যাহতগতি তব হইবে হেথায় ॥
জড়মায়াজালে আবরণ যাবে দূরে।
অসীম আনন্দ পাবে এই নিত্যপুরে ॥ ১০৬
যে পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির ॥
ভক্তসেবা কৃষ্ণনাম যুগলভজন।
বিষয়ে শৈথিল্যভাব কর সর্ব্বক্ষণ ॥ ১০৭
ধামকৃপা নামকৃপা ভক্তকৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে ॥
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগলসেবা হইবে প্রকাশ ॥ ১০৮
ভীষ্মদেব-উপদেশ ধরিয়া শ্রবণে।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব আমি তাঁহার চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ করি' তেঁহ হবে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যাব মোদদ্রুম বন ॥ ১০৯
মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডীর হয় এক তত্ত্ব।
যথা পশুপক্ষীগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব ॥

মনোহর বৃক্ষডালে বসি' পিকগণ।
গৌরহরি সীতারাম গায় অনুক্ষণ ॥ ১১০
কত কত বটবৃক্ষ ছায়া বিস্তারিয়া।
শোভিছে ভাণ্ডীরবন সূর্য্য আচ্ছাদিয়া ॥
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান প্রত্যক্ষ ভুবনে।
কবে বা স্ফুরিবে মোর এ দুই নয়নে ॥ ১১১
দেখিয়া বনের শোভা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
শ্রীরামকুটীর চক্ষে পড়ে আচম্বিতে ॥
দুর্ব্বাদলবর্ণ রাম ব্রহ্মচারী বেশে।
লক্ষ্মণ জানকীসহ তার এক দেশে ॥ ১১২
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্ররূপ মনোহর।
অচেতন পড়িব সে কানন ভিতর ॥
প্রেমে গর গর দেহ না স্ফুরিবে বাণী।
দুই আঁখি ভরি পিব সেই রূপ খানি ॥ ১১৩
কৃপা করি' রামানুজ আসি' ধীরে ধীরে।
বন ফল রাখি' পদ দিবে মম শিরে ॥
বলিবেন, বৎস তুমি খাও এই ফল।
বনবাসে ফলফুলে আতিথ্য কেবল ॥ ১১৪
বলিতে বলিতে লীলা হবে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে ফল করিব ভক্ষণ ॥

আর কি দেখিব আমি দুর্ব্বাদলরূপ।
হৃদয়ে ভাবিব সেই অচিন্ত্য স্বরূপ॥ ১১৫
আহা! সে ভাণ্ডীরবন চিন্তামণিধাম।
ছাড়িতে হৃদয় কাঁদে না হয় বিরাম॥
রামকৃষ্ণ করে লীলা গোচারণ-ছলে।
যথায় কীর্ত্তনে মাতে গোরা নিজ দলে॥ ১১৬
ধীরে ধীরে যাব যথা শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।
নিঃশ্রেয়স বন যথা ঐশ্বর্য্য প্রচুর॥
সর্ব্বদেবপ্রপূজিত পরব্যোমনাথ।
নিত্য বিরাজেন যথা শক্তিত্রয়-সাথ॥ ১১৭
যদিও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তবুও ঈশ্বর তেঁহ সর্ব্বৈশ্বর্য্যধর॥
ঐশ্বর্য্য না ছাড়ে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ঐশ্বর্য্য না দেখে তবু কৃষ্ণভক্তজন॥ ১১৮
কৃপা করি' সর্ব্বেশ্বর ঐশ্য লুকাইয়া।
তুষিতে নারদচিত্ত গৌরাঙ্গ হইয়া॥
দেখিয়া সে রূপ আমি আনন্দসাগরে।
ডুবু ডুবু নাচিব কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে॥ ১১৯
হইয়া বিরজা পার ব্রহ্মাণীনগর।
ছাড়িয়া উঠিব অর্কটীলার উপর॥

তথা বসি' একান্তে ভজিব গৌরহরি।
নামসুধারসে মাতি নাম গান করি॥ ১২০
অর্কদেব কৃপা করি' দিবে দরশন।
রক্তবর্ণ দীর্ঘবাহু অরুণ বসন॥
সর্ব্বাঙ্গ তুলসীমালা চর্চ্চিত চন্দনে।
মুখে সদা গৌরহরি অশ্রু দুনয়নে॥ ১২১
বলিবেন, বৎস তুমি গৌরভক্তদাস।
তোমার নিকট আমি হইনু প্রকাশ॥
অধিকৃতদাস মোরা গৌরাঙ্গচরণে।
গৌরদাস-অনুদাসে ভালবাসি মনে॥ ১২২
মম আশীর্ব্বাদে তব হবে কৃষ্ণভক্তি।
ধামবাসে নামগানে হবে তব শক্তি॥
সুধামাখা কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে।
সর্ব্বদা আসিও হেথা আমারে তুষিতে॥ ১২৩
সূর্য্যদেবপদে করি দণ্ডপরণাম।
অগ্রসর হ'য়ে পাব মহৎপুর ধাম॥
মহৎপুর কাম্যবন কৃষ্ণলীলাস্থল।
যথা গৌরগণ করে কৃষ্ণকোলাহল॥ ১২৪
যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ ভাই যেই বনে।
কত দিন বাস কৈল দ্রৌপদীর সনে॥

ব্যাসদেবে আনি গৌরপুরাণ শুনিল।
একান্তে শ্রীগৌরহরি ভজন করিল ॥ ১২৫
অদ্যাপিও কাম্যবনে দেখে ভক্তজন।
যুধিষ্ঠিরসভা যথা বৈসে ঋষিগণ ॥
ভৌম শুক দেবল চ্যবন গর্গমুনি।
বৃক্ষতলে বসি' কাঁদে গৌর কথা শুনি' ॥১২৬
আমি কবে সে সভায় করিব গমন।
দূরে দণ্ডবৎ করি' আসিব তখন ॥
পাষণ্ড-উদ্ধার-লীলা গৌর-ইতিহাস।
ব্যাসমুখে শুনি প্রেমে ছাড়িব নিশ্বাস ॥১২৭
কতক্ষণ পরে পুন সভা না দেখিয়া।
কাঁদিব গৌরাঙ্গ বলি' ভূমে লুটাইয়া ॥
দ্বিপ্রহর দিনে ক্ষুধা হইলে উদয়।
ভোজনার্থে বনফল করিব সঞ্চয় ॥১২৮
এমত সময়ে কৃষ্ণা পাণ্ডব গৃহিণী।
শাক অন্ন ল'য়ে কবে আসিবে অমনি ॥
বলিবেন, বৎস লহ আতিথ্য আমার।
গৌরাঙ্গপ্রসাদ অন্নমুষ্টি দুই চার ॥ ১২৯
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি তাঁরে আমি অকিঞ্চন।
কর পাতি' শাক অন্ন করিব গ্রহণ ॥

গৌরাঙ্গপ্রসাদ অন্ন শাক চমৎকার।
সেবা করি' ধন্য হবে রসনা আমার ॥ ১৩০
মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি তার মিলিবে নিশ্চয় ॥
সেই কৃপা নিত্য যেন হয়ত আমার।
অনায়াসে ছাড়ি' যাব অনন্ত মায়ার ॥ ১৩১
দ্রৌপদী-প্রদত্ত মহাপ্রসাদ পাইয়া।
উপনীত হব কবে রুদ্রদ্বীপে গিয়া ॥
কৈলাস যাহার প্রভা মাত্র ত্রিভুবনে।
সেই রুদ্রদ্বীপ শোভে নবদ্বীপবনে ॥ ১৩২
যথা নীল লোহিতাদি রুদ্র একাদশ।
নৃত্য করে গৌরপ্রেমে হইয়া বিবশ ॥
যথায় দুর্ব্বাসামুনি করিয়া আশ্রম।
গৌরাঙ্গচরণ ভজে ছাড়ি' যোগভ্রম ॥ ১৩৩
অষ্টাবক্র-দত্তাত্রেয়-আদি যোগিগণ।
ছাড়িয়া অদ্বৈত বুদ্ধি সহ পঞ্চানন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদধ্যানে হয় রত।
সাযুজ্য মুক্তিকে ছাড়ে হইয়া বিরত ॥ ১৩৪
কভু আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে রুদ্রবন।
মেঢ্রস্থল-সন্নিকটে করিব গমন ॥

বসিব তথায় গৌরপদ ধ্যান করি।
অদূরে দেখিব দেবী পরমা সুন্দরী॥ ১৩৫
বনদেবী মনে করি' করিব প্রণাম।
জিজ্ঞাসিব, বল মাতা কিবা তব নাম॥
অশ্রুমুখী দেবী তবে বলিবে বচন।
শুন বাছা মোর দুঃখ অকথ্যকথন॥ ১৩৬
পঞ্চবিধ জ্ঞান কন্যা মোরা পঞ্চজন।
পঞ্চবিধ মুক্তি নাম করেছ শ্রবণ॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ সাযুজ্য মোরে নাম কৈল দান॥ ১৩৭
চারি ভগ্নী গেলা চলি বৈকুণ্ঠনগর।
আমিত রহিনু একা হইয়া ফাঁপর॥
শিবের কৃপায় দত্তাত্রেয় আদিজন।
কিছুদিন আমা-প্রতি করিল যতন॥ ১৩৮
এবে সেই ঋষিগণ ছাড়িয়া আমায়।
রুদ্রদ্বীপে বৈসে এই সর্ব্বলোকে গায়॥
বৃথা আমি অন্বেষণ করি সেই সবে।
দেখা নাহি পাই আর পাব কোথা কবে॥ ১৩৯
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল॥

আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
নিদয়া বলিয়া স্থান জানু সর্ব্বজন॥ ১৪০
সাযুজ্যের নাম শুনি' কাঁপিবে হৃদয়।
পুতনা রাক্ষসী বলি হবে বড় ভয়॥
আঁখি মুদি' সেই স্থানে পড়িয়া রহিব।
কোন মহাজনস্পর্শে তখন উঠিব॥ ১৪১
উঠিয়া দেখিব আমি দেবপঞ্চানন।
ববম্ ববম্ বলি' করিয়া নর্ত্তন॥
গাইবেন শ্রীশচীনন্দন দয়াময়।
দয়া কর সর্ব্বজীবে দূর কর ভয়॥ ১৪২
দেবদেব মহাদেবচরণে পড়িব।
স্বভাব-শোধন লাগি' পদে নিবেদিব॥
দয়া করি বিশ্বেশ্বর মস্তক আমার।
ধরিয়া চরণ দিবে উপদেশ-সার॥ ১৪৩
বলিবেন, ওহে শুন কৃষ্ণভক্তিসার।
জ্ঞান কর্ম্ম মুক্তিচেষ্টা যোগ আদি ছার॥
আমার কৃপায় তুমি পরাজিয়া মায়া।
অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হবে গৌরপদছায়া॥ ১৪৪
দক্ষিণে পুলিন দেখ অতি মনোহর।
বৃন্দাবনধাম নবদ্বীপের ভিতর॥

তথা গিয়া কৃষ্ণলীলা কর দরশন।
অচিরে পাইবে রাধিকার শ্রীচরণ ॥ ১৪৫
শম্ভু অদর্শন হবে উপদেশ দিয়া।
প্রণমি' চলিব আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥
কতক্ষণে শ্রীপুলিন করিয়া দর্শন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া হব অচেতন ॥ ১৪৬
অচেতনকালে স্বপ্ন-স্বরূপ সমাধি।
উদিবে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিজকার্য্য সাধি' ॥
তখন জানিব আমি কমলমঞ্জরী।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর নিত্য বিধিকারী ॥ ১৪৭
অনঙ্গমঞ্জরী মোর হৃদয়-ঈশ্বরী।
দেখাইবে কৃপাকরি' নিজ যূথেশ্বরী ॥
শ্রীকর্পূরসেবা মোরে করিবে অর্পণ।
যুগলবিলাস করাইবে প্রদর্শন ॥ ১৪৮
পুলিননিকটে স্থান শ্রীরাসমণ্ডল।
গোপেন্দ্রনন্দনলীলা তথা নিরমল ॥
শতকোটী গোপী মাঝে মহারাসেশ্বরী।
সহ নৃত্য করে কৃষ্ণ সর্ব্বচিত্ত হরি' ॥ ১৪৯
সে রাসলাস্যের শোভা নাহি ত্রিভুবনে।
বহু ভাগ্যে যেবা দেখে মজে সেই ক্ষণে ॥

স্ব-সমাধি ভাগ্যবলে কেহ কভু পায়।
সে শোভাদর্শনসুখ ছাড়িতে না চায় ॥ ১৫০
দেখিব যে শোভা তাহা বর্ণিতে নারিব।
হৃদয়ে রাখিয়া সদা দর্শন করিব ॥
নিজ কুঞ্জে বসি' হৃদি মাঝে আলোচিব।
সখীর নির্দ্দেশ মতে সতত সেবিব ॥ ১৫১

অনঙ্গমঞ্জরী সখী রাধিকাভগিনী।
মোরে কৃপা করি' ধাম দেখাবে আপনি ॥
রাসস্থলী-পশ্চিমেতে শ্রীধীর সমীর।
কিছু দূরে বংশীবট শ্রীযমুনাতীর ॥ ১৫২

শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রশ্নে ঈশ্বরী-আমার।
বলিবে এ নবদাসী সখী ললিতার ॥
কমলমঞ্জরী নাম গৌরাঙ্গৈকগতি।
কৃপা করি' দেহ এরে রাগমার্গে গতি ॥ ১৫৩

ঈশ্বরীর কথা শুনি' শ্রীরূপ মঞ্জরী।
বুলাইবে কৃপা-হস্ত মম দেহোপরি ॥
সহসা হইবে মোর রাগের উদয়।
রূপানুগ ভজনেতে স্পৃহা অতিশয় ॥ ১৫৪
তড়িদ্বর্ণা তারাবলি বসন ভূষণে।
শ্রীকর্পূর পাত্র করে সখীর চরণে ॥

দণ্ডবৎ হয়ে আমি পড়িব তখন।
মাগিব অনন্যভাবে রাধার চরণ ॥ ১৫৫
শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।
লবে যথা স্বানন্দসুখদকুঞ্জেশ্বরী ॥
রাধা-শ্রীচরণ-সেবা সদা চিন্তা করে।
শ্রীললিতা সুললিতা স্বকুঞ্জ-ভিতরে ॥ ১৫৬
সাষ্টাঙ্গে বন্দিব আমি তাঁহার চরণ।
সখী করিবেন মম কথা বিজ্ঞাপন ॥
বলিবেন, নবদ্বীপবাসী এই জন।
তব দাসী হ'য়ে মাগে যুগলসেবন ॥ ১৫৭
প্রসন্ন হইয়া তবে ললিতা সুন্দরী।
শৈষী শক্তি প্রতি কবে শুন প্রিয়ঙ্করি ॥
তোমার কুঞ্জের পার্শ্বে করি' স্থান দান।
রাখিয়া যতন করে ঈপ্সিত বিধান ॥ ১৫৮
তোমার সেবার কালে সঙ্গে ল'য়ে যাবে।
ক্রমে তব দাসী রাধাপ্রসাদ পাইবে ॥
শ্রীরাধাপ্রসাদ বিনা শ্রীযুগলসেবা।
বল দেখি কোন কালে পাইয়াছে কেবা ॥ ১৫৯
ললিতার বাক্য শুনি' অনঙ্গমঞ্জরী।
রাখিবেন নিজকুঞ্জে নিজদাসী করি' ॥

যুগল সেবার কালে সঙ্গিনী করিয়া।
লইবে আমারে তেঁহ স্নেহ প্রকাশিয়া॥ ১৬০
দূরে হৈতে নিজ কার্য্য করি সম্পাদন।
হেরিব যুগলরূপ প্রিয়-দরশন॥
কভু বা শ্রীমতী মোরে আজ্ঞা প্রকাশিয়া।
দেখাইবে নিজ কৃপা পদছায়া দিয়া॥ ১৬১
সেই ত সেবায় আমি রব চিরদিন।
ক্রমে সেবা-কার্য্যে আমি হইব প্রবীণ॥
সেবার কৌশলে রাধাগোবিন্দ তুষিব।
কভু কভু অলঙ্কার প্রসাদ লভিব॥ ১৬২
স্বপ্ন-ভঙ্গে ধীরে ধীরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভাগীরথী পার হব পুলিন দেখিয়া॥
ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগল ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী॥ ১৬৩
স্বনিয়মে থাকি' রাধাগোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব॥
অনঙ্গমঞ্জরীসখী-চরণ স্মরিয়া।
নিজ সেবানন্দে রব প্রেমেতে ডুবিয়া॥ ১৬৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ ভক্তিবিনোদ মাগে নবদ্বীপ-বাস॥

রূপরঘুনাথ-পদে আকুতি করিয়া।
নিজাভীষ্ট-সিদ্ধি মাগে ব্যাকুল হইয়া ॥ ১৬৫

নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্রবাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন ॥
তোমাদের ক্ষেত্র এই আমি মাত্র দাস।
তোমাসবা-সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস ॥ ১৬৬

নবদ্বীপ কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন ॥
আমার যোগ্যতা ল'য়ে না কর বিচার।
জাহ্নবানিতাই-আজ্ঞা করিয়াছি সার ॥ ১৬৭

শ্রদ্ধায় পড়িবে যেই এ ভাব-তরঙ্গ।
উদিবে তাহার মনে গৌররসরঙ্গ ॥
শ্রীস্বরূপদামোদর তারে করি দয়া।
লইবে নিজের গণে দিয়া পদছায়া ॥ ১৬৮

শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিতা

সদাচার-স্মৃতিঃ

গৌড়ীয়-ভাষানুবাদ-বিবরণোপেতা

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক-

পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামি-

সম্পাদিতা

শ্রীগৌড়ীয়-মঠতঃ

২৪৩।২ অপার সার্কুলার রোডস্থ-

শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ইত্যাখ্য মুদ্রণশালায়াং

বি, এ, ইত্যুপাহ্বেন

শ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিদ্যাভূষণেন

মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ

গৌরপ্রকটাতীতাব্দে ৪৪০ মাধবে।

প্রথম সংস্করণ] [ভিক্ষা এক আনা।

শ্রীগুরোর্ধ্যানম্—

হৃদম্বুজে কর্ণিকমধ্যসংস্থং সিংহাসনোঽধঃস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্। ধ্যায়েদ্ গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং সম্বিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্॥ মুক্তা-ফলাভূষিতদিব্যমূর্ত্তিং বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্। শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মন্দস্মিতং পূর্ণকলা-নিধানম্॥

আত্মধ্যানম্—

দিব্য শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং বক্ষঃ শ্রীহরি-নামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ। শুভ্রং সূক্ষ্মনবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং, ধ্যায়েচ্ছ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎ-সুকাঞ্চাত্মনঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভোর্ধ্যানম্—

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননং শ্রীখণ্ডাগুরু-চারুচিত্রবসনং স্রগ্‌দিব্যভূষাঞ্চিতম্। নৃত্যাবেশরসালুমোদমধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

—*—

শ্রীমদ্ধনুমন্তীমমধ্বান্তর্গত-রামকৃষ্ণবেদব্যাসাত্মক-লক্ষ্মীহয়গ্রীবায় নমঃ।

সদাচার-স্মৃতিঃ

যস্মিন্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো যাতি পরং জয়তি সোঽচ্যুতঃ॥ ১॥

যে ভগবানে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া হরিজন অধ্যাত্মচিত্তে নিরাশীঃ ও মমতাশূন্য হন, সেই ভগবান্-অচ্যুত সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউন্॥ ১॥

স্মৃত্বা বিষ্ণুং সমুত্থায় কৃতশৌচো যথাবিধি।
ধৌতদন্তঃ সমাচম্য স্নানং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ॥ ২॥

বিষ্ণু-স্মরণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া যথাবিহিত শৌচক্রিয়া সমাপন করিবে। পরে দন্তধাবনপূর্ব্বক আচমন সমাপন করিয়া বিধানানুসারে স্নান করিবে॥ ২॥

উদ্ধৃত্যেতি মৃদালিপ্য দ্বিষড়ষ্টষড়ক্ষরৈঃ।
ত্রির্নিমজ্জ্যাপ্যসূক্তেন প্রোক্ষয়িত্বা পুনস্ততঃ॥ ৩॥
মৃদালিপ্য নিমজ্জ্যাত্রিস্ত্রির্জপেদঘমর্ষণম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং স্মৃত্বা নারায়ণং পরম্॥ ৪॥

উদ্ধৃত মৃত্তিকা-লেপনপূর্ব্বক দ্বাদশ, আট ও ষড়ক্ষর আপ্যসূক্ত মন্ত্রদ্বারা তিনবার অবগাহন করিয়া পুনরায় প্রোক্ষণপূর্ব্বক তৎপরে

মৃত্তিকা-লেপন করিয়া অবগাহন করিবে। সর্ব্বলোক স্রষ্টা পরমেশ্বর নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিবে॥ ৩-৪॥

যতশ্বাসো নিমগ্নোপ্সু প্রণবণোত্থিতস্ততঃ।
সিঞ্চেৎ পুরুষ-সূক্তেন স্বদেহস্থং হরিং স্মরন্॥ ৫॥

নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া জলে নিমজ্জন করিবে পরে প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে জল হইতে উঠিয়া নিজ শরীরস্থিত ভগবান্ হরিকে স্মরণ করিতে করিতে পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা সেচন করিবে॥ ৫॥

বসিত্বা বাস আচম্য প্রোক্ষ্যাচম্য চ মন্ত্রতঃ।
গায়ত্র্যা চাঞ্জলিং দত্বা ধ্যাত্বা সূর্য্যগতং হরিম্॥ ৬॥

বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক আচমন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রোক্ষণ আচমন করিবে। গায়ত্রী উচ্চারণপূর্ব্বক অঞ্জলি প্রদান করিয়া সূর্য্য-স্থিত ভগবান্ হরিকে ধ্যান করিবে॥ ৬॥

মন্ত্রতঃ পরিবৃত্যাথ সমাচম্য সুরাদিকান্।
তর্পয়িত্বা নিপীড্যাথ বাসো বিস্তৃত্য চাঞ্জসা॥ ৭॥

অনন্তর পরিধেয় পরিবর্ত্তন করিয়া আচমন পূর্ব্বক সুরগণের তর্পণ করিবে। অনন্তর কালবিলম্ব না করিয়া বসন নিষ্পেষণ পূর্ব্বক শুখাইবার জন্য বিস্তার করিয়া দিবে॥ ৭॥

অর্কমণ্ডলগং বিষ্ণুং ধ্যাত্বৈব ত্রিপদীং জপেৎ।
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্॥ ৮॥

সূর্য্যমণ্ডলস্থ বিষ্ণুধ্যানপূর্ব্বক ত্রিপদী দেবী গায়ত্রী জপ করিবে। সহস্র বার ত্রিপদী জপ শ্রেষ্ঠ, শতবার মধ্য ও অভাবপক্ষে দশবার॥

আসূর্য্যদর্শনাত্তিষ্ঠেৎ ততস্তূপবিশেত বা।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুত্তরাং স দিবাকরান্ ॥ ৯ ॥
উত্তরামুপবিশ্যৈব বাগ্‌যতঃ সর্ব্বদা জপেৎ।

সূর্য্যোদয়াবধিকাল পর্য্যন্ত প্রাক্‌সন্ধ্যাকাল। সেইকালে পূর্ব্ব-মুখী হইয়া অবস্থিত বা উপবিষ্ট থাকিয়া আর উত্তরসন্ধ্যা সূর্য্যাস্ত-মিতকাল হইতে নক্ষত্রোদয়াবধি উত্তরমুখে উপবেশন পূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া সর্ব্বদা সন্ধ্যা জপ করিবে॥ ৯ ॥

ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তি-
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটি-
-হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ ॥ ১০ ॥

সবিতৃমণ্ডলের মধ্যস্থিত পদ্মাসনে আসীন কেয়ূরবিশিষ্ট মকর-কুণ্ডলধারী শিরোভূষণযুক্ত হারবিশিষ্ট সুবর্ণদেহ ও শঙ্খচক্রধারী ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান করিবে॥ ১০ ॥

গায়ত্র্যা ত্রিগুণং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নষ্টাক্ষরং জপেৎ।
প্রণম্য দেবান্ বিপ্রাংশ্চ গুরূংশ্চ হরিপার্ষদান্ ॥ ১১ ॥

গায়ত্রীদ্বারা ত্রিগুণাধীশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া অষ্টাক্ষরমন্ত্র তিনবার জপ করিবে। অগ্রেই দেবতা, বিপ্র, গুরুবর্গ ও হরি-পার্ষদগণকে প্রণাম করিবে॥ ১১ ॥

এবং সর্ব্বোত্তমং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নেবার্চ্চয়েদ্ধরিম্।
ধ্যান-প্রবচনাভ্যাঞ্চ যথাযোগ্যমুপাসনম্ ॥ ১২ ॥

এই প্রকারে সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া হরিরই অর্চ্চন করিবেন। ধ্যান এবং মন্ত্রদ্বারা তাঁহার যথাযোগ্য উপাসনা হয় ॥১২॥

ধর্ম্মেণেজ্যাসাধনানি সাধয়িত্বা বিধানতঃ।
স্নাত্বা সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুং বেদতন্ত্রোক্তমার্গতঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মাবলম্বনে যথাবিধি তপস্যা সাধন করিয়া স্নানপূর্ব্বক বেদ-তন্ত্রোক্ত পদ্ধতিমতে বিষ্ণুপূজা করিবে ॥ ১৩ ॥

বৈশ্বদেবং বলিঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যং তদর্পণম্।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং পূর্ত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৪ ॥

বৈশ্বদেব হোম উপহার, আত্মপ্রিয় অভিলষিত, প্রদত্ত, হোম-জপাদি ও পূর্ত্ত সর্ব্বদাই ভগবানকে অর্পণ করিবে ॥ ১৪ ॥

দারান্ সুতান্ প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরস্মৈ সন্নিবেদয়েৎ।
ভুক্তশেষং ভগবতো ভৃত্যাতিথি-পুরঃসরঃ ॥ ১৫ ॥
ভুঞ্জীত হৃদ্গতং বিষ্ণুং স্মরংস্তদ্গতমানসঃ।
আচম্য মূলমন্ত্রেণ কোষ্ঠং সমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৬ ॥

নিজদারা, পুত্র, প্রিয়, প্রাণ সমস্তই পরতত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে নিবেদন করিবে। ভগবানের ভুক্তাবশেষ প্রথমে গৃহের (ভৃত্য, গৃহাগত অতিথিপ্রভৃতিকে খাওয়াইবে) এবং বিষ্ণুগতমানস হইয়া হৃদয়স্থিত বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া স্বয়ং ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। মূলমন্ত্রদ্বারা আচমনপূর্ব্বক উদরগৃহ-মধ্যশরীরকে সম্যগ্-রূপে সর্ব্বতোভাবে মন্ত্রযুক্ত করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

বেদশাস্ত্রবিনোদেন প্রীণয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
অহঃশেষং নয়েৎ সন্ধ্যামুপাসীতাথ পূর্ব্ববৎ ॥ ১৭ ॥

দিবসের শেষভাগে বেদশাস্ত্র পঠনপাঠনাদিদ্বারা পুরুষোত্তমের প্রীতি সম্পাদন করিবে। পূর্ব্বকথিত যথাকালে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে ॥ ১৭ ॥

যামাৎ পরত এবাথ স্বপেদ্ধ্যায়ন্ জনার্দ্দনম্।
অন্তরালে ততো বুদ্ধ্বা স্মরেত বহুশো হরিম্ ॥ ১৮ ॥

(এক প্রহরের পর জনার্দ্দনকে ধ্যান করিয়া নিদ্রা যাইবে।) এক প্রহর নিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া হরিকে প্রচুর-পরিমাণে স্মরণ করিবে ॥ ১৮ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবম্।
করোমি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥ ১৯ ॥

কায়মনোবাক্যদ্বারা অথবা অপর ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বুদ্ধিদ্বারা আত্মদ্বারা স্বভাবের অনুসরণ করিয়া আমি যে সকল অনুষ্ঠান করিব সেই সকলগুলি পরমবস্তু নারায়ণকে সমর্পণ করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৬)

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ২০ ॥

ক্ষর এবং অক্ষর নামক পুরুষদ্বয় লোকে প্রসিদ্ধ। সকল বদ্ধপ্রাণী ক্ষর শব্দবাচ্য এবং কূটস্থবস্তুই মুক্ত বা অক্ষর নামে অভিহিত ॥ ২০ ॥ (গীতা ১৫।১৬)

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

অপর সেই পুরুষোত্তমই পরমাত্মা বলিয়া উদাহৃত, যিনি ঈশ্বর অব্যয় হইয়াও ত্রিভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ (গীতা ১৫।১৭)

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মিল্লোঁকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২২ ॥

যেহেতু আমি ক্ষর এবং অক্ষর হইতে ও উত্তম সেজন্য লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২২ ॥ (গীতা ১৫।১৮)

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ২৩ ॥

যিনি মূঢ়তা অতিক্রম করিয়া আমাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, হে ভারত, তিনিই সর্ব্ববিদ্ সুতরাং আমাকে সকলভাবেই ভজন করেন ॥ ২৩ ॥ (গীতা ১৫।১৯)

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২৪ ॥
(গীতা ১৫।২০)

হে ভারত, এই সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় শাস্ত্র আমি বলিলাম। ইহা জানিয়া জীব বুদ্ধিমান্ এবং সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

রুদ্রং সমাশ্রিতা দেবা রুদ্রো ব্রহ্মাণমাশ্রিতঃ।
ব্রহ্মা মামাশ্রিতো নিত্যং নাহং কঞ্চিদুপাশ্রিতঃ ॥ ২৫ ॥

(দেবগণ রুদ্রকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত) (রুদ্র আবার ব্রহ্মার আশ্রয়ে বাস করেন।) ব্রহ্মা আমাকেই নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকেন; আমি কাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত নহি॥ ২৫॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ২৬॥

যে সকল মানব আমার এই মতে নিত্য অবস্থিত সেই শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট পরদ্রোহরহিত জীবগণই কর্ম্মশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন॥ ২৬॥ (গীতা ৩।৩১)

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ২৭॥

যাহারা এই বাক্যের বিরোধী অসূয়া পরবশ হইয়া আমার নির্দ্দেশমত অবস্থিত হয় না তাহাদিগকে চিত্তহীন সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় অসদ্ বলিয়া জানিবে॥ ২৭॥ (গীতা ৩।৩২)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তিপরো দৈবো বিপরীতস্তথাসুরঃ॥ ২৮॥

(পদ্মপুরাণোক্ত বৃহৎসহস্র নাম স্তোত্র)

এই পৃথিবীতে দুইটী প্রাণীসর্গ আছে। তাহাদের দৈব ও আসুর নামে প্রসিদ্ধি। যিনি বিষ্ণুভক্তিপর যিনি দৈবসৃষ্টি এবং বিপরীত সৃষ্টবস্তুকে আসুর সৃষ্টি জানিবে॥ ২৮॥

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ২৯॥

সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কোন সময়েই বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। শাস্ত্রীয় যাবতীয় বিধি বিষ্ণুস্মৃতির অনুগত ও যাবতীয় শাস্ত্রীয় নিষেধ বিষ্ণুবিস্মৃতি জাত ॥ ২৯ ॥ (পদ্মোত্তর বচন)

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি যো ন ভক্তৈঃ কৃতো হরেঃ ॥৩০॥

হে অচ্যুত আপনার ভক্তগণের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং আপনার ভক্তগণের অননুষ্ঠিত ধর্ম্মও পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৩০ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
নিত্যং ভবেচ্চ মন্নিষ্ঠো বুভূষুঃ পুরুষস্তথা ॥ ৩১ ।

আমার প্রতি মনোভিনিবেশ করিও, আমার ভক্ত হইও, আমাকে যজন করিও আমাকে নমস্কার করিও। স্থিতিকাম পুরুষ আমার প্রতি সর্ব্বদা পরিনিষ্ঠিত থাকিবেন ॥ ৩১ ॥

এষ নিত্যঃ সদাচারো গৃহিণো বনিনস্তথা।
বৈশ্বদেবং বলিং দন্তধাবনং চাপ্যৃতে বটোঃ। ৩২ ॥

ব্রহ্মচারী ভিন্ন গৃহস্থের বা বানপ্রস্থের বৈশ্বদেবপূজা উপহার এবং দন্তধাবনই সদাচার ॥ ৩২ ॥

এবমেব যতেঃ স্বীয়বিত্তেন তু বিনা সদা।
মূলমন্ত্রৈঃ যদা স্নানং বিষ্ণোরেব চ তর্পণম্ ॥ ৩৩ ॥

সন্ন্যাসীর ও ধন ব্যতীত সর্ব্বদা মূলমন্ত্র সহযোগে নিত্যস্নান এবং বিষ্ণুরই তর্পণ এই প্রকার কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥

বিশেষো নিষ্ক্রিয়-যতেরজলাঞ্জলিনা তথা।
তর্পণং তু হরেরেব যতেরন্যস্য চোদিতম্ ॥ ৩৪ ॥

নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসীর জলাঞ্জলিশূন্য হরিতর্পণই বিশেষ; সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যের পক্ষেও শ্রীহরিরই তর্পণ বিধি ॥ ৩৫ ॥

সমিদ্ধোমো বটোশ্চৈব স্মৃত্বা বিষ্ণুং হুতাশনে।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমৈর্বিষ্ণুরেক এবেজ্যতে সদা ॥ ৩৫ ॥

বিষ্ণু স্মরণ করিয়া অগ্নিতে সমিৎপ্রক্ষেপাত্মক হোমই ব্রহ্মচারীর কৃত্য। সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমের একমাত্র বিষ্ণুপূজাই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥

রমা ব্রহ্মাদয়স্তস্য পরিবারাস্ত এব তু ॥ ৩৬ ॥
সেই রমা ব্রহ্মা প্রভৃতি সেই বিষ্ণুরই পরিবার ॥ ৩৬ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৩৭॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।
সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্যদাস্তে ॥

ধ্যেয়বস্তুকে যিনি অনুসরণ করেন তিনি তাঁহাকেই লাভ করেন। তিনি কবি, সনাতন, উপদেষ্টা বা নিয়ন্তা অতিসূক্ষ্ম সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির দুর্জ্ঞেয়রূপবিশিষ্ট মধ্যমাকার, তথাপি স্বপ্রকাশবশতঃ আদিত্যের ন্যায় বর্ণযুক্ত এবং তমোময়ী প্রকৃতির অতীত বস্তু ॥ ৩৭ ॥

তমের অতীতলোকে আদিত্য বর্ণ (স্বপ্রকাশ) মহান্ বলিয়া এই পুরুষোত্তকে জানি, যেহেতু ধীর ব্যক্তি সর্ব্বরূপ চিন্তা করিয়া নাম করিতে করিতে অভিবাদন করিতে থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ধাতাপুরস্তাদ্ যমুদাজহার শক্রঃ প্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে ॥

সর্ব্বজ্ঞ ধাতা ইন্দ্র পূর্ব্বে যাঁহাকে প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাকে এইরূপ যিনি জানেন তিনিই লোকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হ'ন। আর কোন আশ্রয়ণীয় পন্থা নাই। ॥ ৩৯ ॥

আনন্দতীর্থমুনিনা ব্যাসবাক্যসমুদ্ধৃতিঃ।
সদাচারস্য বিষয়ে কৃতা সংক্ষেপতঃ শুভা ॥ ৪০ ॥

আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি কর্ত্তৃক সংক্ষেপে লোকমঙ্গলের জন্য এই সদাচার বিষয়ে ব্যাসবাক্য সংগ্রহ প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে ॥ ৪০ ॥

অশেষ-কল্যাণগুণ-নিত্যানুভবসত্তনুঃ।
অশেষ-দোষ-রহিতঃ প্রীয়তাং পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতা
সদাচারস্মৃতিঃ সম্পূর্ণা ॥

অশেষ কল্যাণ গুণগণদ্বারা নিত্যকাল অনুভব বিশিষ্ট সুবিগ্রহ যিনি ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি অশেষ দোষশূন্য সেই পুরুষোত্তম প্রীত হউন ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীভগবন্-মধ্বমুনিবিরচিত 'সদাচার-
স্মৃতি' গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

স্মৃতি-বিবরণী

সদাচার—সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥
(হরিভক্তিবিলাস ৩।৮ ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচনম্)

স্মৃতি—স্মরন্তি বেদমনয়া স্মৃতিঃ। মহর্ষিভির্বেদার্থস্মরণং স্মৃতিঃ। তদ্‌যোগাৎ গ্রন্থোঽপি স্মৃতিরিতি মুকুটঃ॥ স চ সাত্ত্বিকরাজস-তামসভেদেন ত্রিবিধঃ। যথা (পাদ্মোত্তরে ৪৩ অঃ)

তথৈব স্মৃতয়ঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্ত্রিগুণান্বিতাঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসাঃ শুভদর্শনে॥
বাসিষ্ঠং চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা।
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥
চ্যবনং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ আত্রেয়ং দাক্ষমেব চ।
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদা মতাঃ॥
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সংবর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতম্।
সাংখ্যং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তামসা নরকায়ৈব বর্জ্জয়েৎ তান্ বিচক্ষণঃ॥
অতো হি রাজসং কর্ম্ম তামসঞ্চ বরাননে।
প্রাণান্তে নৈব কুর্য্যাদ্বৈবিবেকীতত্ত্ববিন্নরঃ॥
বিনা তু সাত্ত্বিকং কর্ম্ম যত্রাসাধারণং হরেঃ।
কদাচিদ্রাজসং কার্য্যং মানসৈস্তামসং ন তু॥

শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণোপপুরাণেষ্বাগমেষু চ।
সংহিতা তন্ত্রশাস্ত্রেষু গিরিজে যামলাদিষু।
পঞ্চরাত্রাদিষ্বপীহ সারো যঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥

আপ্যসূক্ত—ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণ বাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠাময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়েতেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ৩॥

পুরুষ সূক্ত—সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতস্পৃষ্ট্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতান্দিবি॥
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষং পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনেঽভি॥
ততো বিরাড্ জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ॥

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্॥
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥
তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্॥
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥
নাভ্যামাসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকান্ অকল্পয়ন্॥
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্তু পারে।
সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে॥
ধাতা পুরস্তাদ্যমুদাজহার শক্রঃ প্রবিদ্বান্ প্রদিশশ্চতস্রঃ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে॥

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্॥
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তযত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥

ব্রহ্ম-গায়ত্রী—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃতৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ৬॥

বেদ-তন্ত্রোক্তমার্গ—যদা স্বনিগমেনোক্তং দ্বিজত্বং প্রাপ্য পুরুষঃ। যথা যজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধয়ৈতন্নিবোধ মে॥ অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ। দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥

দীক্ষা দ্বিবিধা—বৈদিকী বেদানুগা। বেদানুগা দীক্ষা দ্বিবিধা—পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী। যোগ্যজ্ঞানে সংস্কৃত দ্বিজের দীক্ষা বৈদিকী। অযোগ্যজনে অধিকারী জ্ঞানে পৌরাণিকী দীক্ষা এবং অনধিকারী বিচারে ভাবী যোগ্যতা লাভের উদ্দেশে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা। ব্রহ্মযামল বলিয়াছেন, কলিকালে বৈদিকী দীক্ষার সম্ভাবনা নাই। অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা॥

শ্রীহরিভক্তি-বিলাস দীক্ষার অনুকূলে আগমবিধির কথাই সমর্থন করেন। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ অর্থাৎ দীক্ষাবিধানের অন্তর্গত প্রণালীর মধ্যেই বৈদিক উপনয়ন সংস্কার অন্তর্নিহিত থাকে। দীক্ষাকালেই অনধিকারী মানবকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়। দীক্ষা সমাপ্ত হইলে আর তাঁহার মধ্যকালীর মৌঞ্জিবন্ধনাদি অনুষ্ঠান অবশিষ্ট থাকে না। (নাঃ পঞ্চরাত্র-ভরদ্বাজসংহিতা ২।৩৪)

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥

শ্রীভাগবতের পুনরাবৃত্তি

আত্মবিদ্‌গণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অনুগজনগণ বলেন,—তত্ত্ববিদ্‌গণ যাঁহাকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সমষ্টি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত ঔপনিষদ পরব্রহ্ম শব্দে বাস্তববস্তু-ধর্ম্মের পরিচয়জ্ঞাপনোদ্দেশে নির্দ্দেশ করেন, সর্ব্বব্যাপক-বাহ্যান্তর্যামিরূপে যাঁহার অখণ্ডত্ব ও খণ্ডিত ভাবদ্বয়-সংশ্লিষ্ট পূর্ণাপূর্ণভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী, বস্তুতঃ বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশক ভগবদ্‌ভাবের অংশবিশেষ 'পরমাত্মা' বলিয়া যিনি নির্দ্দিষ্ট, সেই পরিচয়ে অনন্ত সদ্‌গুণবৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহলীলা-পরিকর-মণ্ডিত নামরূপগুণোদ্ভাসিত অদ্বয়জ্ঞান-পরিনিষ্ঠিত নৈর্গুণ্য-প্রকটিত-তনু চিচ্ছক্তি-বিলসিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ-হৃদয়ান্তর্গত শ্রীবদনকমল-নিনাদিত কীর্ত্তনীয়স্বরূপ শ্রীনন্দনন্দনের সেবা-নিরত বৈষ্ণব-গুরু-দেব-পাদপদ্মাশ্রিত মাদৃশ অকিঞ্চনজনের সদৈন্য নিবেদন এই যে, শ্রীব্যাস-পূজার নিতান্ত অযোগ্য অর্চ্চক-সূত্রে মদীয় হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সুদুর্ব্বল হইলেও অন্য মহতী আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া মহাজনানুগমনে শ্রীব্যাসানুগত বহু মহোদয়গণের সহিত সমবেত-চেষ্টায় ভগবৎ-সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইতেছি।

চতুর্ম্মুখের হৃদয়োদ্ভাসিত তত্ত্বসমূহ শ্রীনারদচরিত্রে প্রতি-ফলিত হইয়া বৈষ্ণবগুরু শ্রীবেদব্যাসের চেষ্টায় আমরা

অধস্তনসূত্রে আম্নায়সমূহের তথ্য লাভ করি। এই পথই 'শ্রৌতপথ' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা শ্রীব্যাসানুগত্যে উদাসীন, তাঁহারা স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া শ্রৌতপন্থা পরিহারপূর্ব্বক তর্কপন্থাশ্রয়ে আম্নায়ালোচনায় স্ব-স্ব-চেষ্টা প্রদর্শন করিতে গিয়া বিভিন্ন মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সেইগুলিকে কেহ কেহ শ্রৌতপন্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া বিবর্ত্ত আশ্রয় করেন। শ্রীব্যাসকথিত পন্থার সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠুতা-প্রদর্শনকল্পে শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাজনের অনুসরণের পন্থা জগৎকে দিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের সকল সাধ্য ও সাধনের একমাত্র সম্বল। শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনগণের সেবা-প্রণালীতে যে প্রকার সাধন ও সাধ্যের তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহা কালপ্রভাবে তর্কপন্থী আস্তিকব্রুবের সঙ্গে সেবাময়ী প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া অভক্তিমূলা চেষ্টার উদয় করাইয়া দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসের পন্থা পরিবর্ত্তিকালে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র সাত্বত তত্ত্বদ্বয়াবলম্বনে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিরস্তকুহক বাস্তব সত্য আজ উপাধির চাঞ্চল্যে প্রপঞ্চে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আম্নায়-পন্থাকে ন্যূনাধিক বিপন্ন করিতে উদ্যত। অনুসরণের পরিবর্ত্তে ঔপাধিক-জ্ঞানে বিচলিত হইয়া আজ অনুসরণ পন্থা অনুকরণ-পথে পর্য্যবসিত।

এইজন্য ভগবদ্‌বিমুখ আম্নায়-প্রতিপন্থি-সম্প্রদায়ের কল্যাণ-বিধানার্থ শ্রীগৌরসুন্দর তারস্বরে বলিতেছেন,—

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।

যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥"

এই প্রপঞ্চ হইতে জীবন্মুক্তপুরুষসম্প্রদায় ভক্তি অবলম্বন করিয়া সাধ্য লাভ করিবেন এবং সাধনপর্য্যায়ে অবস্থিত জনগণের মঙ্গল-বিধানে স্বতঃ পরতঃ যত্ন করিয়া শ্রীগৌর-সুন্দরের ঔদার্য্য-লীলা প্রকটিত করিবেন। বস্তুতঃ আম্নায়-শাস্ত্র ত্রিবিধ বিষয়বিভাগে শ্রুত, পঠিত ও বিচারিত হন। স্বরূপাবস্থিত পরেশানুভূতি ভগবানের সহিত ভাগবতের সম্বন্ধ স্থাপিত করে। সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই সাধ্য-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইয়া সাধ্য বা প্রয়োজন-লাভের উদ্দেশে অভিধেয় অনুষ্ঠিত হয়। সাধনাভিধেয় ও সাধ্যাভিধেয় প্রাপঞ্চিক দর্শনে সমস্তরে অবস্থিত প্রতীত হইলেও উহাদের মধ্যে নিত্যবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। সাধনাভিধেয় পরিপক্কাবস্থায় ভাবোন্মুখী অভিধেয়াত্মিকা বৃত্তিতে প্রকাশিতা হন এবং পরে প্রেমভক্তিস্বরূপিণী বৃত্তিতে উন্নতোজ্জ্বলরসের উচ্ছুরিত কিরণে সাধ্য ভাবভক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন। প্রয়োজন-তত্ত্ববিচারে মুক্তিলক্ষণে বিষ্ণুজিষ্ণু-লাভরূপ প্রেমভক্তিরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী প্রাপঞ্চিক দর্শনে অনিত্য উপাধিতে অস্মিতা স্থাপন করিয়া সাধন-রাজ্যে স্থূলসূক্ষ্ম অনাত্ম-প্রতীতিগত চেষ্টাকেই মুখ্য সাধনজ্ঞানে অপবর্গ সাধ্যের বিচারে জড়বৈশিষ্ট্য স্তব্ধ করেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ চেষ্টা ঔপাধিক খণ্ডজ্ঞানোত্থ ও সাধ্য-শব্দ-বাচ্য হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। পঞ্চবিধ মায়াবাদীর মুক্তিরপ্রতীতি ত্রিপুটী-বিনাশের

পূর্ব্বে অনুভূত হওয়ায় স্বরূপের নির্দ্দেশে বিবর্ত্তবাদ আসিয়া চিচ্ছক্তিপরিণামবাদের সত্যতা তর্কপ্রণালীতে প্রবাহিত করে মাত্র; তখন জীবের অর্থবত্রয়ের অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল হয়। "ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং" প্রভৃতি ঈশ্বরকৃষ্ণের বাণীসমূহ গৌড়-পাদাশ্রয়ে কেবলাদ্বৈতবাদীর কর্ম্মান্তর ষট্‌কসাধনই সম্বল হইয়া পড়ে। এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বাণীতে বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমাধ্বমত সংগ্রহ-সূচক শ্লোকে বলেন,—

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়-বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণুঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥
শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
মক্ষাদি-ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণুই অখিলবেদ-বেদ্য, (৩) বিশ্ব--সত্য, (৪) জীব--বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—শ্রীহরির-চরণ সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্ত-ভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম-লাভই জীবের মুক্তি, (৮) বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই জীবের মুক্তিলাভের কারণ, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শ্রুতিই প্রমাণ।

শ্রীমধ্বের মতে,—ভগবান্ শ্রীহরিই পরতত্ত্ব, জগৎ সত্য হইলেও ভগবান্ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন, জীব—বহুসংখ্যক ও সকলেই শ্রীহরির নিত্য অনুচর; সাধনভেদে ফলগত তারতম্য হয় বলিয়াই তাঁহাদের পরস্পর উচ্চনীচভাব-প্রাপ্তি, কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতিক্রমে অবিদ্যা-ঘটিত বৈরূপ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধচিৎস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবৎসেবানন্দানুভূতিই মুক্তি; অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদি মলদ্বারা অনাবৃতা নির্ম্মলা শুদ্ধভক্তিই ঐ মুক্তিলাভের সাধন; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ,—এই তিনটীই প্রমাণ এবং ভগবান্ শ্রীহরিই নিখিল শ্রুতি-প্রতিপাদ্য পরম পুরুষ।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত কথায় সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন,—তত্ত্বত্রয় 'দশমূলে' এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্তদ্-
বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ
স্বয়ং সঃ॥ ১॥

২। স্বতঃসিদ্ধো বেদো হরিদয়িত-বেধঃপ্রভৃতিতঃ
প্রমাণং সৎপ্রাপ্তং প্রমিতি-বিষয়ান্ তাননবিধান্।
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতি-সহিতং সাধয়তি নঃ
ন যুক্তিস্তর্কাখ্যা প্রবিশতি তথা শক্তিরহিতা॥ ২॥

৩। হরিস্ত্বেকং তত্ত্বং বিধিশিব-সুরেশপ্রণমিতঃ
যদেবেদং ব্রহ্ম প্রকৃতিরহিতং তত্তনুমহঃ।
পরাত্মা তস্যাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ
স বৈ রাধাকান্তো নবজলদকান্তিশ্চিদুদয়ঃ ॥ ৩ ॥

৪। পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স স্বে মহিমনি
স্থিতো জীবাখ্যং স্বামচিদভিহিতাং তাং ত্রিপদিকাম্।
স্বতন্ত্রেচ্ছা-শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরঃ
বিকারাদ্যৈঃ শূন্যঃ পরমপুরুষোঽয়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥

৫। স বৈ হ্লাদিন্যায়াঃ প্রণয়বিকৃতের্হ্লাদনরতঃ
তথা সম্বিচ্ছক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধাম-নিচয়ে
রসাম্ভোধৌ মগ্নো ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥ ৫ ॥

৬। স্ফুলিঙ্গাঃ ঋদ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া
হরেঃ সূর্য্যস্যৈবাপৃথগপি তু তদ্ভেদবিষয়াঃ।
বশে মায়া যস্য প্রকৃতিপতিরেবেশ্বর ইহ
স জীবো মুক্তোঽপি প্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥ ৬ ॥

৭। স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্ কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধবসনৈঃ ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্ স্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৭ ॥

৮। যদা ভ্রামং ভ্রামং হরিরসগলদ্বৈষ্ণবজনং
কদাচিৎ সংপশ্যন্ তদনুগমনে স্যাদ্রুচিরিহ।
তদা কৃষ্ণাবৃত্ত্যা ত্যজতি শনকৈর্মায়িকদশাং
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৮ ॥

৯। হরেঃ শক্তিঃ সর্ব্বং চিদচিদখিলং স্যাৎ পরিণতিঃ
বিবর্ত্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতি বিরুদ্ধং কলিমলম্।
হরের্ভেদাভেদৌ শ্রুতিবিহিততত্ত্বং সুবিমলং
ততঃ প্রেম্নঃ সিদ্ধির্ভবতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥ ৯ ॥

১০। শ্রুতিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতিপূজাবিধিগণাঃ
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম্।
নবাঙ্গান্যেতানীহ বিধিগতভক্তেরনুদিনং
ভজন্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ সুবিমলরতিং বৈ স লভতে ॥ ১০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর তত্ত্ববাদি-শাখাস্থিত একদণ্ডিগণের সহিত যে তত্ত্ববাদ-শাখার অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। দাক্ষিণাত্য-দেশ-পরিভ্রমণকালে শ্রীলক্ষ্মণদেশিকাবস্থিত মূল-কেন্দ্র শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণতা-সাধনোদ্দেশে শ্রীগৌরসুন্দর যে সকল কথা স্বীয়লীলায় গৌড়ীয়গণের সাধন-সুষ্ঠুতার জন্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীচরিতামৃতে স্থানে স্থানে উল্লিখিত আছে। শ্রীনিয়মানন্দ মুনির 'পারিজাত', 'দশশ্লোকী' প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল অভাব তদনুগ-সম্প্রদায়ে কৃষ্ণভজনের অন্তরায়রূপে পরিগণিত হইত, সেই সকল অভাব কাশ্মীর-দেশীয় কেশবাচার্য্যের সহিত বিচারকালে শ্রীগৌরকৃষ্ণ পরিপূরণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের শিষ্য-বংশ-পারম্পর্য্যে উদিত শ্রীবল্লভাচার্য্য-রচিত 'সুবোধিনী' টীকার শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে যে সকল অভাব ছিল, তাহার পরিপূরণ-লীলাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নামক গ্রন্থে সর্ব্বতোভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের কথা বেদ, পুরাণাদি ও মহাভারতপ্রমুখ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে। মহাভারতাদি ঐতিহ্য-গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত ইতিহাস এতদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হয়। এতৎ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বর্ণিত হইতেছে,—

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন **জন্মে** সেই বাস্তব-সত্য পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই সত্য ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্কপন্থার আবাহন করিয়াছে।

(১) ব্রহ্মার **প্রথম মানস জন্মে** শ্রীনারায়ণ হইতে ফেণপগণ, তাঁহাদের নিকট হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে চন্দ্র প্রথমে বাস্তব-সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার (২) **দ্বিতীয় চাক্ষুষ জন্মে** শ্রীনারায়ণের কৃপা-ক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র, এবং রুদ্র হইতে বালিখিল্যগণ সেই সত্যে উপনীত হন। (৩) ব্রহ্মার **তৃতীয় বাচিক জন্মে** শ্রীনারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্‌বেদের আকর-মন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘশাসিগণ এবং তাঁহাদিগের নিকট হইতে মহোদধি (রত্নাকর) ঐকান্তিকধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার **চতুর্থ শ্রৌত জন্মে** আরণ্যকসহ বেদশাস্ত্রে সাতত-ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, মনু হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং তাঁহা হইতে তৎপুত্র সুবর্ণাভ সাত্বত-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার পূর্ব্বোক্ত মানস, চাক্ষুষ, বাক্যজ ও শ্রবণজ,—এই চারিপ্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগের

ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে ত্রেতাযুগের ন্যায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার আরব্ধ হয় নাই। ফেণপ, বৈখানস, সোম, রুদ্র, বালিখিল্য, সুপর্ণ, বায়ু, মহোদধি, স্বারোচিষ মনু, শঙ্খপদ ও সুবর্ণাভ প্রভৃতি প্রাগ্‌বন্ধ-যুগের হরিজনগণের সকলেই একায়ন-শাখী ছিলেন। তৎকালে বৈদিক শাখার কোন বিভাগ ছিল না বলিয়াই বৈদিক ঋষিগণ 'একায়ন-শাখী' নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাগুক্ত ফেণপ, বৈখানস, বালিখিল্য ও পরবর্ত্তিকালে ঔড়ুম্বরগণ পূর্ব্বসম্প্রদায় চতুষ্টয়ের অনুসরণে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার কালেও বানপ্রস্থের শাখা বিশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন। (৫) ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার **পঞ্চম নাসত্য জন্মে** শ্রীনারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐ ধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করেন। (৬) তৎকালে ব্রহ্মার **ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে** ব্রহ্মা হইতে বর্হিষ্মৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বত-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। (৭) ব্রহ্মার **সপ্তম পাদ্মজন্মেই** শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, আদিত্য, বিবস্বান, মনু ও ইক্ষাকু প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ ভাগবত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিষশাসি-সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজ জন্মে প্রকটিত হন।

ব্রহ্মসম্প্রদায় ও রুদ্র-সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে

শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপা লাভ করেন। তাঁহাদের অধস্তন বালিখিল্যগণই ব্রহ্ম ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন।

সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চমজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা-প্রারম্ভে ঐকান্তিক-ধর্ম্ম লাভ করেন।

কালপ্রভাবে চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক যথার্থ বেদসিদ্ধান্তের প্রতিকূলে যে চতুর্দ্দশপ্রকার প্রবল মতবাদ কলিকালে প্রচারিত হইয়াছিল, উহাদের কথা শ্রীসায়ন-মাধব 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে' উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহা সংক্ষেপে এই—

১। বেদবিদ্বেষী অন্যাভিলাষী, আধ্যাত্মিক গুণোপাসক নাস্তিক 'চার্ব্বাক্'-সম্প্রদায়।

২। ক্ষণিকবাদী গুণোপাসক নাস্তিক তার্কিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়।

৩। স্যাদ্‌বাদী গুণোপাসক তার্কিক জৈন আর্হৎ-সম্প্রদায়।

৪। নিরীশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক সাংখ্যবাদী কাপিল-সম্প্রদায়।

৫। সেশ্বর নির্গুণাত্মবাদী তার্কিক পাতঞ্জল-সম্প্রদায়।

৬। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী শ্রৌতক্রব কেবলাদ্বৈত বিচারপর (হরিবিমুখ) শাঙ্কর-সম্প্রদায়।

৭। বাক্যার্থবেদী শ্রৌতক্রব সগুণোপাসক মীমাংসক-সম্প্রদায়।

৮। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরাঙ্গীকারী সগুণোপাসক নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়।

৯। উৎপত্তি-সাধনাদৃষ্টবাদী শব্দপ্রমাণান্তরানঙ্গীকারী সগুণোপাসক বৈশেষিক সম্প্রদায়।

১০। পদার্থবেদী শ্রৌতব্রুব সগুণোপাসক বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়।

১১। নিরস্ততর্ক শৈব ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী জীবন্মুক্ত বিচারপর সগুণোপাসক রসেশ্বর-সম্প্রদায়।

১২। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মৈক্য-বাদী সগুণোপাসক প্রত্যভিজ্ঞ-সম্প্রদায়।

১৩। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী আত্মভেদবাদী বিদেহমুক্তি-বাদী কর্ম্মানপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক নকুলীশ পাশুপত শৈব-সম্প্রদায়।

১৪। ভোগসাধনাদৃষ্টবাদী বিদেহমুক্তিবাদী আত্মভেদ-বাদী কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরবাদী সগুণোপাসক শৈব-সম্প্রদায়।

শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক পরমহংসলীলাভিনয়কারী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু "নানামত-গ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজন-দ্বিপান্। কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্॥" শ্লোকদ্বারা প্রাপঞ্চিক তর্কপন্থিদিগকে শ্রীব্যাসের আনুগত্য-লাভের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধা-নন্দ সরস্বতী আশ্রমীর বেষে সেই পারমহংস্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য দৈব-বর্ণাশ্রমিগণের জগদুপদেশক হইয়াছেন। তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী-বহন-সূত্রে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত প্রচারক-সম্প্রদায়কে শ্রীরূপানুগ বলিয়া জানিতে যেন কাহারও বিবর্ত্ত উপস্থিত না হয়,—ইহাই আমার সকাতর প্রার্থনা।

বাহ্য প্রাপঞ্চিক ধারণা-বশে পরমহংসানুগত বৈষ্ণব-

দাসানুদাসের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ যেন কাহারও সত্য-দর্শনে বাধা না দেয়,—ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশিত সাধন-তত্ত্ব অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ নহে, কিন্তু ন্যূনাধিক সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐগুলি সাধন বলিয়া বহুমানিত হয়। অন্যাভিলাষীর ঐহিক ফললাভ, কর্ম্মীর পারলৌকিক নশ্বর ফললাভ, নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বাভাব-জন্য স্বরূপ-বিনাশ-চেষ্টা প্রভৃতি সাধ্যবস্তু ভগবৎপ্রেমার সহিত তুলনা হয় না। ভগবৎপ্রেমা যাঁহার নিকট সাধ্যবস্তুরূপে নিত্যকাল পরিদৃষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল, তাঁহাদের সাধ্য বিচার প্রাপঞ্চিক বা ঔপাধিক অজ্ঞানের সহিত সমশ্রেণীস্থ। এই সাধ্য-সাধন-বিচারের কথা শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণনকারী পারমহংস্য-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু শ্রীকবিরাজগোস্বামী স্বীয় উপাস্যবস্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতলীলা-বিগ্রহে সুষ্ঠু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সাধ্যের উদ্দেশে সাধকের চেষ্টার নামই 'সাধন'। সাধকের স্বরূপ-জ্ঞানের অন্তর্গত বর্ত্তমান প্রপঞ্চ ও পঞ্চকোষাবৃত, সুতরাং এই আবরণ-পঞ্চকের উন্মোচন সাধিত না হইলে সাধ্য-ভূমিকার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার, সাধ্য-বস্তুকে প্রপঞ্চান্তর্গত করিবার ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে সাধ্যাভিধেয়ের প্রতি অবিচারিত বিধান পরিলক্ষিত হয়। এজন্য, সাধনকালীয় ভক্তের অনর্থনিবৃত্তি-চেষ্টা কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া সাধারণের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইলেও সাধনভক্তি কেবলমাত্র ঔপাধিক

সম্বন্ধবিশিষ্ট মনোনিগ্রহলক্ষণাত্মক ব্যাপারমাত্র নহে। উহা-নিরুপাধিক সেবা-প্রবৃত্তিস্বরূপা ও তৎফলে (গৌণভাবে) দ্বিতীয়াভিনিবেশজ অতদ্বস্তুর সংসর্গরহিত মনোনিগ্রহ-লক্ষণাত্মিকা। এতদুদ্দেশে পঞ্চরাত্রে লিখিত হইয়াছে যে,

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥
"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"
"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

এবং ভক্তিস্বরূপবর্ণনে পঞ্চরাত্র বলেন,—

"সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত সেই বিচারসমর্থনকল্পে (১) শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি-মুখে—

"মতির্নকৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

(২) ব্রাহ্মণবর্য্য ভরতের উক্তিমুখে,—

"বহুগুণৈস্তত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈর্বিনামহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥"

এবং শ্রীব্রহ্মার উক্তি-মুখে—

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে ভক্তিরই সাধনত্ব এবং উন্নতরসাত্মক প্রেম-ভক্তিকেই সাধ্য-প্রেমার সহিত অবিচ্ছিন্ন অভিধেয়রূপে স্থির করিয়াছেন।

প্রপঞ্চে উদিত সকল আচার্য্যই ভগবদ্বস্তুকে 'সম্বন্ধ', ভগবৎসেবাকে 'অভিধেয়' এবং ভগবৎপ্রীতিকেই 'ফল'রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তবে তাঁহাদের অধস্তনগণ সেই সকল কথায় অন্যাভিলাষ-মিশ্রা, কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা সেবাকে সাধনাত্মক অভিধেয়রূপে গ্রহণ করায় ফলকালে নিত্যভক্তির অধিষ্ঠান বিস্মৃত হইবার ছলনা দেখাইয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে আত্মার নির্ম্মলা বৃত্তি 'ভক্তি' আচ্ছাদিত হওয়ায় শ্রীব্যাসদেবের নিজ-গুরূপদেশের সহিত উহা অমিল হইয়া পড়ে, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে শ্রীব্যাস-দেবের বাস্তববস্তুর নির্ম্মলদর্শনে আমরা অবগত হই যে,—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপূরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা ॥"

শ্রীগৌরসুন্দরের সাধ্য-সাধন-বিচার-প্রণালীতেও ভাগবতের এই পরম সত্য প্রাপ্ত হই। এজন্যই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষানুসরণে—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

এই শ্লোক-মুখে সাধ্যসাধন-বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমা—প্রাপ্যাধিকারের সকল প্রাপ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহা লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বদ্ধাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই একমাত্র সম্বল। এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানই আজন্মমরণকাল আমাদের সহায়। এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে আমরা ভগবানের অচিচ্ছক্তি-পরিণত-জগতে বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। এই অচিচ্ছক্তি-পরিণামই প্রতিকূলভাবে আমাদের অভিনিবেশ বর্দ্ধন করে এবং উত্তরোত্তর অচিচ্ছক্তি-পরিণত বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর সন্ধান আমরা পাই না। কিন্তু ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকৃত-প্রস্তাবে আমাদের কল্যাণ-বিধান-নিমিত্তই এই অসীম, পরিচ্ছিন্ন, কালক্ষোভ্য সংসারে তাপত্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং তাপত্রয়ের উন্মূলন-নিমিত্ত ব্যাসদেব-কথিত শ্রীভাগবত-

গানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার, স্বীয় পার্ষদ শিক্ষক-সম্প্রদায়ের অভাবাদি পূরণ করিবার জন্য স্বয়ং আচার্য্যের বেষে স্বীয় ভজনমুদ্রা অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু লিখিত চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গের, এবংতন্মধ্যে নবধা ভক্তিরই প্রাধান্য বর্ত্তমান; আবার, পাঁচ-প্রকার সেবা তদপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ, তন্মধ্যে আবার শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ একমাত্র অপরিহার্য্য ভক্ত্যঙ্গ। অপর-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে হইলেও শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হন। শ্রীভগবদ্বাণীতে যে শ্রীনামের সেবারূপ কীর্ত্তন কথিত হয়, তাহা শ্রবণ-মুখেই কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রবণাদিমুখে শ্রীরূপ-দর্শন, গুণ-গ্রহণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্যোপলব্ধি ও লীলাবস্থিতিরূপ দ্বিবিধ বৈচিত্রময় নিত্যকার্য্যে আমাদিগকে অবস্থিতি করায়। তৎকালে আমরা নশ্বর নাম, রূপ গুণ ও ক্রিয়া বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি প্রদেশে অবস্থান করি। তথায় আমাদের বর্ত্তমান নশ্বর অস্থি, মাংস, মজ্জা ও তৎসংশ্লিষ্টে দ্রব্যসমূহ সঙ্গে লইয়া যাই না। এই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিলাভের একমাত্র সাধনই বৈকুণ্ঠ-নামকীর্ত্তন। বৈকুণ্ঠ শ্রীনাম মায়িক-নামের সহিত তুল্যপর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে।

প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তু বা ভাবের পরিচয় প্রদানকারি-সংজ্ঞাগত নাম ও বৈকুণ্ঠ-নির্দ্দেশক নাম—পরস্পর শক্তিগত সামর্থ্যে পৃথক্। বৈকুণ্ঠ নাম—নামীর সহিত অভিন্ন, কিন্তু

মায়িক নামসমূহ—চক্ষুঃ প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ভাব-দ্বারা সমর্থনযোগ্য বস্তু হইতে ভিন্ন। বৈকুণ্ঠ নাম—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, সচ্চিদানন্দরসবিগ্রহ ও চিন্তামণি, আর মায়িক অপূর্ণ, বদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন সংজ্ঞাসমূহ—অনিত্য, অশুদ্ধ, ও খণ্ডিত। সুতরাং বৈকুণ্ঠ নামকে যদি কেহ মায়িক খণ্ডিত নশ্বর বস্তুর নির্দ্দেশক নামমাত্র জ্ঞান করেন, তাহা হইলে ঐ ধারণা নাম-ভজনে অন্তরায় উপস্থিত করিবে। ইহাকেই শ্রীগৌরসুন্দর 'নামাপরাধ' বা 'বৈষ্ণবাপরাধ' বলিয়াছেন। যেরূপ অলব্ধজ্ঞান শিশু অভিজ্ঞ অভিভাবকের বাক্য অবহেলা করিয়া ক্লেশ পায়, তদ্রূপ ভক্তিপথে বিচরণশীল জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে অনাদর করিয়া অপর দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিকে আচার্য্য-জ্ঞানে অনুগমন করেন। তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের পথে কণ্টক আরোপিত হইবে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"

শ্রীনামভজন-কালে যে সকল অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে সেব্য-সেবকের বৈপরীত্য-বুদ্ধিনাম্নী ভোগপিপাসা ও মুক্তিপিপাসা প্রধান অন্তরায়রূপে বাধা দেয়। তজ্জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রপঞ্চে

লীলাভিনয়ই আমাদের সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য এবং সেই মহাজনের পথই সর্ব্বথা অনুসরণীয়। শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যুষিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারংতমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

এই শ্লোক ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধনের আদর করিতে গেলে আমাদের বৃথা সময় নষ্ট হইবে মাত্র। আমরা ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দের এইরূপ প্রচার অবলম্বন করিয়াই কীর্ত্তন-পথে অগ্রসর হইব,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরেভ্যো নমঃ।

অষ্টোত্তরশতশ্রীমদাচার্য্যদেবের

ত্রিপঞ্চাশত্তম আবির্ভাব-বাসরে

শ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে

শ্রীগৌড়ীয়-মঠস্থ

সেবকবৃন্দের

প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

(১)

যাঁহার নাম অষ্টোত্তর-শতশ্রী-সমন্বিত ও বিষ্ণুপাদ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী; যাঁহার উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর অত্যুজ্জ্বল বৈকুণ্ঠ-বপু-প্রভায় তর্কপন্থি-ভক্তিপ্রতীপগণও কুণ্ঠিত ও তিরস্কৃত; যিনি অন্তর্দর্শিরূপে কুতার্কিক ও অন্যাভিলাষী কপট ব্যক্তি-গণের মর্ম্মস্থলের কৈতবরাশি উদ্ঘাটিত করেন, যিনি দেশিক-র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎস্বরূপ-তদ্রূপবৈভবজ্ঞ, কালজ্ঞগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্, পাত্রজ্ঞগণের মধ্যে সদসৎসঙ্গ-বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা কোবিদ্, বস্তুবিদ্গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, যিনি অদ্বয়জ্ঞানে চিদ্বিলাস ও চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যে অদ্বয়জ্ঞান দর্শন করেন, যাঁহাতে সমস্ত সুরগণ তাঁহাদের নিখিল সদ্গুণের সহিত বাস করেন, যিনি শ্রীহরির সকল

মহাগুণের বসতিস্থল ; পারমহংস্য ও দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-মর্য্যাদা-স্থাপন, লুপ্ততীর্থোদ্ধার, ভক্তবিহার ও পরা-বিদ্যাপীঠ-প্রতিষ্ঠা, সাত্বতগ্রন্থ-প্রকাশ প্রভৃতি বিষ্ণুবৈষ্ণব-বৈভব-প্রচারই যাঁহার লীলা ; যিনি সম্বন্ধজ্ঞান-দাতৃরূপে জীবকুলকে সনাতন-বস্তুর পরিচয় ও জীবপ্রভুরূপে অচিদ্বিলাস ভোগবাদ ও চিদ্বিলাস-বিরোধি-নির্ব্বিশেষবাদ নিরাশ করিয়া শ্রীহরি ও হরিজনপূজা শিক্ষা দান করেন, শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ সেই আচার্য্যবর কি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন ?

(২)

উপনিষৎ "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" মন্ত্রে যে চিল্লীলা-মিথুনের আরাত্রিক করেন, সেই শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধরের প্রেষ্ঠ-বিগ্রহ বলিয়া যিনি 'শ্রীবার্ষভানবী-দয়িত' নামে প্রসিদ্ধ ; যাঁহার নিরুপম-সেবা-শোভায় অসমানোর্দ্ধ-রূপ-লাবণ্যলহরী-সিন্ধু ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরও মুগ্ধ ; যিনি ব্রজ-নিকুঞ্জ-যুব-দ্বন্দ্বের লীলাবিলাস-সম্পাদনোপযোগি দাক্ষ্য ও বৈদগ্ধ্য-গুণে বিভূষিত ; যিনি মূল-আশ্রয়-বিগ্রহের সুখৈককামিরূপে বিষয়-বিগ্রহের সহিত আশ্রয়বিগ্রহের মিলনপ্রয়াসী হইয়া আশ্রয়কে বিষয়মনোমোহন-ভূষণে ভূষিত করেন ; যিনি অভিধেয়-দাতা প্রেমস্বরূপে ও দয়িতস্বরূপে স্বয়ং সর্ব্বদা শ্রীরাধাগিরিধারীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় প্রিয়-জনগণকে নিজ আরাধ্যতম ঈশ্বরীর সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধা-দয়িত কবে আমাদিগকে স্বীয় পাল্য-জ্ঞানে কুঞ্জ-সেবা দান করিবেন ?

(৩)

যিনি সৎসিদ্ধান্ত-অলস, কৃষ্ণকীর্ত্তন-বিমুখ, জাড্যগ্রস্ত মূকবধির-জগৎকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণ-কোলাহলপ্রমত্ত করাইয়া সার্থকনামা হইয়াছেন ; যিনি বর-জানুবিলম্বি-ভুজযুগল ও কষিতকাঞ্চনজিনি-বর্ণ ধারণ করিয়া বিষয়বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রয়ালম্বনাভিমানি-নিত্যানন্দ-রামের অনুরূপ রূপবিশিষ্ট ; যিনি অনুগত ভক্তগণকে কৃষ্ণ-সেবা-প্রসাদ যথাযথ বণ্টন ও ভবদাবদগ্ধ জগতে শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী সেচন করিয়া অমন্দোদয়-দয়া-গুণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন ; 'শ্রুতেক্ষিত'-ভক্তিসিদ্ধান্ত-কীর্ত্তনরূপ-আচার-প্রচারই যাঁহার লীলা, যিনি গৌরশক্তিস্বরূপে স্বীয়-অভীষ্টদেবের প্রগাঢ়সেবা-তৃষ্ণা-সৌরভ-বিস্তারী বিপ্রলম্ভ-বিলাপকুসুমকদম্ব বিতরণ করেন, সেই শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘু-নাথাভিন্নবিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪)

যিনি ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ব্বে সৌভাগ্যবতী পুণ্যময়ী মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে উদয়াচল-সিন্ধুতটে শুদ্ধভক্তিজগতের এক নবীন মঙ্গল-প্রভাতের উদ্বোধন করিয়া শ্রৌতপন্থি-তত্ত্ববাদি-গণের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং অধুনা যুগপৎ গৌড়, ব্রজ ও ক্ষেত্রমণ্ডলের মধ্যগগনে চিজ্জ্যোতির্ম্ময় কুরাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-ভাস্কররূপে দীপ্তি পাইতেছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫)

সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি এবং তৎপরবর্ত্তী শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের লীলা সঙ্গোপন করিবার পর পারমার্থিক রাজ্যে এক মহাপ্রলয়তমঃ উপস্থিত হয়, সেই সময় যিনি 'উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ'—এই ব্যাস-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষণপূর্ব্বক নীলাচলে সমুজ্জ্বল চন্দ্রমারূপে উদিত হইয়া ক্রমে গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের পারমার্থিক আকাশের কৈতব-কুজ্ঝটিকা অপসারিত করেন, সেই আচার্য্যশশীর করপ্রভায় কবে আমরা উদ্ভাসিত হইতে পারিব ?

(৬)

যাঁহার শুভ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার তপ্তকাঞ্চন গৌরললাটপটে অজিতজয়া পরা-বিদ্যার ঊর্দ্ধপুণ্ড্র এবং যাঁহাকে সহজ-ব্রাহ্মণের সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া জগদ্গুরু লোকাচার্য্যরূপে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭)

যিনি তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্যের গৃহে আবির্ভাব ও আশৈশব অবস্থান-হেতু কৃষ্ণসেবাময় বৈষ্ণব-গার্হস্থ্যের প্রতি আন্তরিক সমাদর এবং যৌবনে মূর্ত্তিমদ্বৈরাগ্য-স্বরূপ ভক্তরাজ শ্রীগুরুবরের সঙ্গ করিয়া হরিবিমুখ-গৃহব্রতধর্ম্মের-প্রতি অনাদর-প্রদর্শনদ্বারা প্রাকৃত-সাহজিক কুযোগিগণের

গৃহান্ধকূপমগ্নতা ও অপ্রাকৃত সাহজিক শ্রীপরমহংসকুলের হরিভজনময় গৃহে গোলোকপ্রতীতির নিত্য পার্থক্য প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮)

যাহাতে উক্ত সহজ পরমহংসদ্বয়ের সকল মহাগুণ একাধারে দেদীপ্যমান থাকিয়া ভগবদ্ভক্তি, ভগবজ্জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিতেছে, সেই অপ্রাকৃত-গুণনিধি আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯)

যিনি শ্রীরূপানুগ-পন্থায় শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্ব্ব মহাজনগণের ভজনস্থানসমূহে দীর্ঘকাল ভজন, তথা হইতে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচরণক্ষেত্রসমূহ দর্শন, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি প্রাচীন শ্রৌতপন্থী আচার্য্যগণের স্ব-লিখিত ও তাঁহাদের অধস্তনগণের রচিত আকরগ্রন্থ-ভাষ্যাদি, তথা অসৎমতনিরসনকল্পে অপরাপর-দার্শনিকগণের যাবতীয় বক্তব্যবিষয় আলোচনা করিয়া সাত্বতসম্প্রদায়াচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়বৈভবে পারদর্শী হইয়া সুপ্রাচীন গৌড়পুর শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনা-দ্বারা অনুগত-মণ্ডলীকে ভক্তিসিদ্ধান্তে সুনিপুণ করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০)

যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন শ্রীব্রজপত্তন আশ্রয়পূর্ব্বক বহু বৎসরকাল সর্ব্ববিধ কৃষ্ণেতরসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অহর্নিশ একমাত্র শ্রীনামপ্রভুর সঙ্গ করিয়াছেন, সেই শ্রীনামৈক-জীবন আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১১)

যিনি শ্রীধাম আশ্রয় করিয়া কখনও বা শ্রীধামোৎপন্ন শাক-পত্রাদি স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক হবিষ্যান্নমাত্র গ্রহণ, কখনও বা ভূতলকে খাদ্যাধার ও শয়নরূপে অঙ্গীকার প্রভৃতি অনুষ্ঠান-দ্বারা বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহার অহৈতুক বৈরাগ্য, বৈরাগ্যবিগ্রহ শ্রীমদ্‌গৌরকিশোরেরও প্রীতি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, সেই বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরস-রসিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১২)

যিনি নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় শত-কোটি মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া দীক্ষা-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধালু জীবকুলকে সেই শ্রীনাম-মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই আচার-প্রচার-পরায়ণ সর্ব্বগুরু আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৩)

যিনি সংকীর্ত্তন-পিতা গৌর-নিত্যানন্দের প্রদত্ত, নামা-চার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের প্রচারিত, শ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ

মহামন্ত্র ব্যতীত অশ্রৌতপন্থিগণের স্বকপোল-কল্পিত ছন্দো-বন্ধরূপ নামাপরাধকে কখনও 'শ্রীনাম'রূপে স্বীকার করিয়া মহামন্ত্রে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি ও অশ্রৌতপন্থার প্রচারে প্রশ্রয় প্রদান করেন না, সেই শ্রীনামৈকজীবন শ্রৌতপন্থী আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৪

যিনি স্বীয় গুরুদ্বয়ের পারমহংস্য-বেশের প্রতি মর্য্যাদা-প্রদর্শন-কল্পে স্বয়ং সহজ পারমহংস্যে অধিষ্ঠিত হইয়া ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কাষায়বস্ত্র পরিধান এবং পরমেশ্বর শ্রীগৌর-সুন্দরের একদণ্ড সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন-নিমিত্ত আপনাকে তদাশ্রিত-জ্ঞানে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-দাস্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৫)

যাঁহার কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-তৎপরতা মলিনদৃষ্টি ফল-ভোগপর কর্ম্মী ও ফল্গুত্যাগিকুলের নিকট বিষয়ীর চেষ্টার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া তাঁহাদিগের বঞ্চনারই কারণ হয়, যিনি স্বীয় আচরণ-দ্বারা অনুগত ভক্তমণ্ডলীকে সর্ব্বতোমুখিনী হরিসেবার তাৎপর্য্য শিক্ষা প্রদান করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সেই অচিন্ত্য-অগাধ-চরিত্র আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৬)

যিনি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগুরু বা প্রচ্ছন্ন-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী প্রাকৃত-সাহজিকের ন্যায় ফল্গুবৈরাগ্য বা বাহ্য কৃত্রিম-বৈরাগ্য-প্রদর্শন-দ্বারা জড়-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া ভয়ঙ্করী আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা সাধনপূর্ব্বক রূপানুগত্ব-ধর্ম্ম পরিহার করেন না, সেই যুক্তবৈরাগ্যবান্ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৭)

যিনি নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীমন্নবদ্বীপের পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়া প্রতিবৎসর বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে শ্রীধাম-সেবায় অধিকার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধন করিতেছেন, জীবে অতুল-দয়াময় সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৮)

যিনি প্রতিবৎসর শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে সহস্র সহস্র বাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীগৌরলীলা-স্থলীসমূহ দর্শন ও সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরির সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করেন, সেই জীব-দুঃখ-কাতর আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১৯)

যিনি প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমা-কালে অসংখ্য ধাম-যাত্রীকে প্রচুর-পরিমাণে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত বৈচিত্র্যপূর্ণ

মহাপ্রসাদ বিতরণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় করাইয়া থাকেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২০)

যিনি ভক্ত-জন-সঙ্গে নবদ্বীপ-বনে ভ্রমণ করিতে করিতে ঋতুদ্বীপান্তর্গত চম্পহট্টে গৌরপার্ষদ দ্বিজ-বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-গদাধর-বিগ্রহের প্রতি ভৃতক-পূজকের নানা প্রকার সেবাপরাধ এবং শ্রীমন্দিরের জীর্ণতা ও সেইস্থানকে হিংস্র-জন্তুর আবাস-ক্ষেত্ররূপে দেখিতে পাইয়া হৃদয়ে প্রভূত বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন এবং অচিরে শ্রীমন্দির ও তৎস্থানের যথাযোগ্য সংস্কার বিধান করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন, সেই লুপ্ততীর্থ-গৌরব-পুনঃ-প্রকটনকারী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২১)

যিনি নবদ্বীপান্তর্গত মোদদ্রুম-দ্বীপে শ্রীচৈতন্যলীলার শ্রীব্যাসদেব ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের লীলাভূমি গৌড়-নৈমিষ-ক্ষেত্রকে তৃণগুল্মাদি দ্বারা সমাকীর্ণ, পরিত্যক্ত-ভূমিরূপে দেখিতে পাইয়া সেইস্থানের সংস্কারবিধান ও তথায় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক শ্রীনিত্যানন্দভৃত্যবর ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের সেবিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ যত্নবান্ হইয়াছেন, সেই লুপ্তধাম-গৌরব পুনঃ-প্রকটনকারী আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২২)

যিনি নবধাভক্তি-রূপী শ্রীনবদ্বীপধামের নয়টী দ্বীপের প্রত্যেকটীতে এক একটি করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকটন ও ছত্রস্থাপনপূর্ব্বক শ্রীধামের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, ও করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা স্বয়ং আচরণ-পূর্ব্বক ভক্তগণকে ধামসেবার আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন, সেই লোক-শিক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৩)

যিনি দশবিধ ধাম-পরাধের বিচার-দ্বারা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ও ভূতক দেবলসম্প্রদায় প্রভৃতির শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুদেবের প্রতি অবজ্ঞা, নিত্যধামে অনিত্য বুদ্ধি, ধামবাসী ও ধাম-ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, স্বভোগার্থ বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধামসেবার ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহকে জড়ীয় পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য-দেবতীর্থের সহিত সম-জ্ঞান ও পরিমাণচেষ্টা, ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদ-জ্ঞান প্রভৃতি শুদ্ধভক্তি-বাধকধর্ম্মের বর্ণন করিয়াছেন, সেই শ্রীধামসেবা-নিপুণ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৪)

যিনি অপরাধ-ভঞ্জন-পাট কুলিয়া-নবদ্বীপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর নামপ্রচার-লীলার পুনরভিনয় প্রদর্শন করিয়া স্বমহিমা-

প্রভাবে স্ব-চরণে ভীষণ অপরাধী ব্যক্তিকেও তদপরাধের জন্য অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া শোধন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যানন্দাভিন্ন-স্বরূপ পাষণ্ডদলনবানা আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৫)

কুলিয়া-নবদ্বীপে স্বহস্তে নিজগুরুদেবের সমাধি-প্রদান-কালে কোনও অপবিত্র মর্কট-বেষী স্ত্রীসম্ভাষী ব্যক্তি যাহাতে নিজ-প্রভুবরের পরমপবিত্র সচ্চিদানন্দময় তনু স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা না করে, তজ্জন্য গুরুগম্ভীর বাক্য বলিয়া যিনি মর্কট-বেষধারিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই গুরু-মর্য্যাদাভিজ্ঞ শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৬)

যিনি শুদ্ধভক্তিপ্রচারার্থ পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে বহু অনুগত আচার্য্য-পণ্ডিতগণের সহিত পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিগণকে অসৎ গুরুব্রুবগণের করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে নবজীবন প্রদান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৭)

যিনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান নগরী ঢাকা-সহরে সপার্ষদে শুভবিজয় করিয়া বিদ্ধভক্তি ও সেব্যবস্তুজীবীর ধর্ম্ম নিরসন-পূর্ব্বক উক্ত নগরীকে শুদ্ধ-সংকীর্ত্তন-বন্যায় প্লাবিত এবং তথায়

শুদ্ধভক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই পতিতোদ্ধারী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৮)

যিনি শ্রীমধ্বাবির্ভাব-বাসরে ঢাকা-নগরীতে 'শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ' স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তিপ্রচার ও শুদ্ধভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(২৯)

বঙ্গদেশবাসী সাধারণ জনমণ্ডলীর, এমন কি, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ব্রুব-সমাজের নিকট শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বপাদের কথা অবিদিত ছিল, কিন্তু যিনি শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-মঠে শুভবিজয় করিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞ-মাধ্বদর্শন-সম্বন্ধে একবার ক্রমাগত তিন দিবস-ব্যাপী বিপুল-গবেষণাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞান-বিৎ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩০)

যিনি ঢাকা-নগরীতে ঊর্জ্জাব্রতকালে একমাস-কাল যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া অভূতপূর্ব্ব বিদ্বদনুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩১)

যিনি শ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমা প্রবর্ত্তন করিয়া নিজ-ভক্ত-গণের সহিত গৌরলীলা-রসোদ্দীপক গৌর ও গৌরজনগণের লীলাভূমিসমূহ পর্য্যটন করিয়াছেন, সেই গৌরপ্রেমিক গৌর-জনবর আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব?

(৩২)

যিনি গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কালে সর্ব্বত্র স্বয়ং ও অনুগত ভক্তমণ্ডলী-দ্বারা গৌর ও গৌরজন-মহিমা এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিত শুদ্ধভক্তির কথা গৌড়দেশে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন ও করাইয়াছেন, সেই গৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচারকবর আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব?

(৩৩)

গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা-কালে সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণঠাকুরের শ্রীপাটে "দীক্ষা-বিধানের দ্বারা জীব-মাত্রেরই যে অপ্রাকৃতত্ব-লাভ ও দীক্ষিত-ব্যক্তিতে জাতি-বুদ্ধি যে বৈষ্ণবাপরাধ" —এইসকল সত্য কথা যিনি শাস্ত্রযুক্তিমূলে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সদানন্দলীলাভিনয়কারী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব?

(৩৪)

যিনি অতীর্থ-স্থানসমূহকে তীর্থীভূত এবং মলিনজন-সংস্পর্শে দূষিত তীর্থসকলকে পুনরায় পবিত্র করিয়া মহাতীর্থ-

রূপে পরিণত করিবার জন্য সপার্ষদে সমগ্রভারতবর্ষ পর্য্যটন-পূর্ব্বক স্বীয় 'পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ তীর্থস্বরূপ অষ্টোত্তরশতশ্রীযুত আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৫)

যিনি হরিকথা প্রচার করিতে করিতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ, তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রাকৃত পদাঙ্কপূত স্থানসমূহে প্রভুর স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ আগ্রহান্বিত হইয়া পরমোল্লাসের সহিত পর্য্যটন করিয়াছেন, সেই পরিব্রাজকবর্য্য আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৬)

যিনি সাত্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের আবির্ভাব-ভূমি ও ভজনস্থলসমূহ সন্দর্শন এবং আচার্য্যগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং আচরণ করিয়া আচার্য্যানুগত্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৭)

প্রকৃতিসুন্দরী সকল সেবাসম্ভারের সহিত যথায় সর্ব্বদা সমুপ-স্থিত এবং শ্রীদেবীর সকল সম্পদে যে-স্থান নিত্য সমুজ্জ্বলিত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শিষ্টাগ্রগণ্য শ্রীমল্লক্ষণদেশিকের আবির্ভাব

ভূমি তৌণ্ডীরমণ্ডলান্তর্গত মহাভূতপুরীতে শুভবিজয় করিয়া যিনি তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সত্যের পরম-চমৎকারিতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৮)

পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত যোগমায়া যাঁহার মৌলিমালারূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই বিমানশৈলেন্দ্রের দ্বারা শোভমান এবং ভার্গব-রামের পরশুপ্রভাবে সমগ্রতীর্থের সমাবেশস্থল, সংসারার্ণবতরণি যতিরাজ আনন্দতীর্থের প্রকটভূমি গৌর-পদাঙ্কপূত পাজকা-ক্ষেত্রে শুভ বিজয় করিয়া যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-কীর্ত্তন-মুখে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৩৯)

যিনি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-পাদের সেবিত শ্রীমন্নাথজীর দর্শনলুব্ধ হইয়া নাথদ্বারে শুভবিজয় করিলে তত্রত্য মঠাধীশ-কর্ত্তৃক শ্রীনাথজীর প্রসাদ-বসনাদিদ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সানন্দে স্বগণসহ শ্রীনাথজীর সন্ধ্যারাত্রিক-সেবা দর্শন করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪০)

যিনি শ্রীনাথদ্বারে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও আচার্য্যগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের নিকট

সাত্বত-সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের যাবতীয় তথ্য বিবরণাদি ও দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানবিৎ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪১)

যিনি ভক্তগণসহ শ্রীমন্নিত্যানন্দ-পদাঙ্কিত হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া স্বগণকে জড়মতি কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগিগণের ক্লেশমাত্রে পর্য্যবসিত অধিরোহ-চেষ্টার নিরর্থকতা জানাইয়াছেন, সেই ভক্ত্যেকশিক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪২)

যিনি ইন্দ্রপ্রস্থ, অমৃতসহর, লাহোর, তক্ষশিলা প্রভৃতি ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ স্বীয় ভক্তগণের সহিত পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে জাগতিক নশ্বরতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রদর্শন এবং তত্তৎস্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া পাত্রাপাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় করাইয়াছেন, সেই উদারচরিত আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৩)

যিনি ভূস্বর্গ-কাশ্মীরপ্রদেশে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দিগ্বিজয়ি-কেশব-কাশ্মীরি-বিজেতা নিমাই-পণ্ডিতের অমন্দোদয়া

দয়ার কথা প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৪)

যিনি মুম্বাই-সহরে তত্রস্থ বিবুধ-মণ্ডলীর নিকট স্বয়ং হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নিজানুগত প্রচারকগণের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীগৌরহরির কথা প্রচার করাইয়াছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৫)

যিনি শম্ভলে শুভবিজয় করিয়া ভক্তগণের নিকট বিষ্ণু-যশার গৃহে কল্কিদেবের ভবিষ্যদাগমন-বার্ত্তা কীর্ত্তনমুখে পার-মার্থিক ভারতের চিত্রসমূহ ভক্তহৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৬)

যিনি জয়পুরে অভিধেয়াধিদেব-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দকে দর্শন করিয়া প্রেমাকর্ষণপূর্ব্বক শ্রীরাধাবন নবদ্বীপে আনয়ন করেন, পরে নিজ-ভক্তজনকে অভিধেয়াধিদেবের পাদপদ্ম-সেবায় অধিকার-প্রদানার্থ নিজ-হৃদয় হইতে বাহিরে বিগ্রহ-যুগলের সেবা প্রকাশ করেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৭)

যিনি শ্রীরামলীলানিকেতন অযোধ্যাপুরীতে সরযূ-নদীর তীরে ভক্তগণের নিকট বজ্রাঙ্গজীর শুদ্ধদাস্যের কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমুরারি-গুপ্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্র বিচার করিয়াছেন, সেই গৌরপ্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৮)

যিনি নৈমিষারণ্যের চক্রতীর্থে ভক্তগণের নিকট ব্রহ্মার সৃষ্ট মনোধর্ম্ম-চক্র অর্থাৎ আরোহ-দর্শনের গতি স্তব্ধ করিয়া সুদর্শন-চক্র অর্থাৎ অধোক্ষজ-দর্শনের স্বয়ং অবরোহ বা প্রাকট্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্ববিৎ আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৪৯)

যিনি ভক্তগণের সহিত একাম্রকাননে শ্রীভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র-পাল-শিবের সন্দর্শন-কালে 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম'-কথিত স্তোত্র কীর্ত্তন করিতে শিবসন্নিধানে ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে নিরুপাধিকা প্রীতি-প্রার্থনা-মুখে শুদ্ধভক্তগণের শিবভক্তির আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫০)

কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীগৌর-সুন্দরের সহিত শ্রীরূপ স্মৃতিপথে উদিত হইলে যিনি ভাবাবেশে

তাঁহাদের আস্বাদিত "আহুশ্চ তে" এবং "প্রিয়ঃ সোঽয়ং"-শ্লোকযুগলের অপূর্ব্ব-মাধুর্য্যামৃতাবশেষ আস্বাদন করিয়া বিপ্রলম্ভভাবে বিহ্বল হইয়াছিলেন, সেই বিপ্রলম্ভরস-পরিপোষ্টা আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইব ?

(৫১)

যিনি যাবটগ্রামে ব্রজ-গোপিকাগণের গৃহে নবনীত, তক্র প্রভৃতি যাচ্ঞা করিয়া তাহা পরম-প্রেমভরে আস্বাদন করিতে করিতে অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের নিকট ব্রজরামাগণের বাৎসল্য ও পালনীশক্তির অনির্ব্বচনীয়তার কথা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫২

যিনি যাবটগ্রামে স্বীয় প্রিয়তমজনের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে তত্রস্থ ব্রজগোপীগণের মধ্যে শ্রীবার্ষভানবীর হৃদ্‌গত কৃষ্ণান্বেষণপরা চেষ্টা ও গাঢ়তৃষ্ণা লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই পরম-প্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৩)

যিনি শ্রীবৃষভানুপুরে ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় ঈশ্বরী শ্রীবার্ষভানবীর মহিমা-কীর্ত্তনমুখে তাঁহার দাস্য ভিক্ষা করিয়া

শ্রীরাধাদাস্যই যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের চরমফল, ইহা নিজ অন্তরঙ্গজনকে কীর্ত্তন করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-শিক্ষা-প্রদাতা আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৪)

ব্রজের সঙ্কেতের পথে পরিভ্রমণকালে যাঁহার জিহ্বায় ভাবানুযায়ী অপ্রাকৃত রসগীতিসমূহ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই -ব্রজরজ্ঞ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৫)

যিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত ব্রজবীথিসমূহে বিচরণ করিতে করিতে ব্রজেশ্বরীর অনুচরীবৃন্দ ব্যতীত কালিন্দী-কেলিকল্যাণ-কলহংস শ্রীকৃষ্ণেরও দুরবগাহ্য সর্ব্ববিদ্যার অবতংসস্বরূপিণী তুঙ্গবিদ্যার বিরচিত "রাধারস-সুধানিধির" পীযূষ-তরঙ্গে অবগাহন করিয়া রাধামহিমাপ্রচারক শ্রীগৌর-সুন্দরের ভাবে বিভাবিত হইয়াছেন, সেই গৌর-প্রেম-রসিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৬)

যিনি নন্দগ্রামে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণপ্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট কত নিগূঢ় রহস্য

ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই পরম-প্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৭)

যিনি কৃষ্ণলীলা-স্থলীতে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা ভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেও বহিরঙ্গ-লোকের নিকট ভাব সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট হৃদ্‌গত ভাব গোপন করিতে পারেন নাই, সেই পরম-প্রেমিক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৮)

যিনি শ্রীবার্ষভানবীর অত্যন্ত নিভৃত-সেবায় কুশল ও শ্রীস্বরূপ-রূপের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়াও মহানুভব গম্ভীর রসিক ভক্তগণের আদর্শ-চরিত্র-প্রদর্শন-কল্পে প্রশান্ত-মহা-সাগরের ন্যায় পরম-গম্ভীর থাকিয়া প্রাকৃত-সাহজিক ও অনধিকারি-সমাজকে কৃত্রিম ভাবুকতার কাপট্য-নাট্য হইতে সতর্ক করিয়া থাকেন, সেই শুদ্ধ-রূপানুগ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৫৯)

যিনি "প্রাকৃতরসশত-দূষণী" নির্ম্মাণ করিয়া প্রাকৃত-সাহজিকগণের আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাময়ী দুর্দ্দশার কথা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং যিনি

অনুগত-মণ্ডলীর নিকট ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-রচয়িতার প্রদর্শিত ক্রমপন্থার সুষ্ঠু-বিচার জানাইয়াছেন, সেই রূপানুগ আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬০)

কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীমদ্ ভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব-চরণানুচর শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব-প্রমুখ গোস্বামিচরণ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার বিশ্ববার্ত্তা সমগ্র বিশ্বে পুনরায় সুপ্রচার-কল্পে যিনি সেই সভার সুযোগ্য পাত্ররাজের সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত আছেন, সেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ-সভাজন-ভাজন রূপানুগ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬১)

যিনি দৈববর্ণাশ্রমিগণের সেশ্বর পারমার্থিক সমাজ সংগঠন-পূর্ব্বক সমগ্র জগতের মঙ্গল-সাধনার্থ সচেষ্ট হইয়াছেন এবং যিনি জগতে বৃত্ত-ব্রাহ্মণতার বিচার প্রদর্শন করিয়া শ্রীমন্মহা-ভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রাদি সদাচারস্মৃতি ও ছান্দোগ্যাদি পরা-শ্রুতির যথার্থ প্রয়োগ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই শুদ্ধ-সনাতনধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬২)

যিনি "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া পারমার্থিক-জগতে সাত্বত-শাস্ত্রোক্ত দৈব-বর্ণা-

শ্রমধর্ম্মের সন্ধান, তথা অদৈব-বর্ণাশ্রমরূপ প্রচলিত মতবাদ-গ্রাহ হইতে সত্যানুসন্ধিৎসু জীবকুলকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংরক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৩)

যিনি বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের দ্বারা মেদিনীপুরের অন্তর্গত বালিঘাই-গ্রামের সভাতে প্রেরিত হইয়া স্বীয় অমর্ত্ত্য আচার্য্যোচিত সদাচার ও অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা সমগ্র গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলের নির্ব্বাচিত বৈষ্ণব-পণ্ডিত-সভ্যবৃন্দ, তথা সহস্র সহস্র সুধীবিবুধের নিকট নিরপেক্ষ-শাস্ত্র-যুক্তিমূলে শ্রীহরিজন বৈষ্ণবের পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের মহোপকার এবং পারমার্থিক গৌড়ীয়-সমাজে এক নবযুগের মঙ্গল ঊষার উদ্বোধন করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-কেশরীর চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৪)

যিনি শ্রীগৌর-পদাঙ্করঞ্জিতা কাশীপুরীর প্রসিদ্ধ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে সুগভীর ও সুদার্শনিক তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া তত্রস্থ অধ্যাপক ও বিবুধমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৫)

যাঁহার অপ্রাকৃত-পাণ্ডিত্য, সুদার্শনিক সদ্বিচার ও সৎ-সিদ্ধান্ত জাগতিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের অক্ষজজ্ঞানে দুর্ব্বোধ্য ও দুরবগাহ্য, কিন্তু তদনুগত একটী মানবকের নিকটও ঐ-সকল তাঁহার কৃপায় সুবোধ ও সরল, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৬)

যিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত সজ্জনহৃদয়ানন্দবর্দ্ধিনী শুদ্ধভক্তিপরা পরা-পত্রী শ্রীসজ্জনতোষণীর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া এবং বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ গৌড়ীয়-পত্রের প্রকটন করাইয়া শুদ্ধহরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ নিবারণ ও কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তিপথকে সুগম করিয়া দিতেছেন, সেই কারুণ্যবারিধি আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৭)

যিনি সার্ব্বভৌম-মহাকোষ 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা' সম্পাদন এবং রামানুজীয় বেদান্ত-তত্ত্বসার, প্রপন্নামৃত প্রভৃতি সাত্বতসম্প্রদায়ের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা এবং মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সদাচার-স্মৃতি, গীতা-ভাষ্য, মহাভারত ও গীতা-তাৎপর্য্যনির্ণয়, ভাগবত-তাৎপর্য্য, তত্ত্ব-মুক্তাবলী, মধ্ববিজয়, মণিমঞ্জরীপ্রভৃতি প্রাচীন

গ্রন্থ গৌড়ীয়-ভাষ্যসহ প্রচার করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবক্রব জগতের অনভিজ্ঞতা-কালিমা অপনোদন এবং গৌড়ীয়-সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের অতুলনীয়া চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৮)

যিনি গোস্বামি-আচার্য্যগণের অগাধবোধ হৃদ্‌গত-ভাব-গাম্ভীর্য্য-সিন্ধু ও সিদ্ধান্তসুধা-সরিতে জীবকুলকে নিষ্ণাত করাইবার জন্য বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীব্রহ্মসূত্র, শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলী, শ্রীসিদ্ধান্ত-দর্পণ প্রভৃতি বহু গোস্বামিগ্রন্থের শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই রূপপ্রিয় মহাজন আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৬৯)

যিনি বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-রচনা এবং বক্তৃতাদি-দ্বারা জাতি-সামান্যবাদ, প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ, গৌরনাগরীমতবাদ, জাতি-গোস্বামিবাদ, জাতি-বৈষ্ণববাদ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ, গৃহিবাউলবাদ, চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, ঈশবশ্যসাম্যবাদ, নির্গুণ-সগুণৈক্যবাদ, আরোহবাদ, অক্ষজজ্ঞান-প্রমত্ততা-বাদ, স্বেচ্ছাচারিতা-বাদ গুরুবৈষ্ণবাবজ্ঞা-বাদ সিদ্ধ-সাধক বা সাধ্য-

সাধন-সাম্যবাদ, সর্ব্বদেবৈক্যবাদ প্রভৃতি অসংখ্য শুদ্ধভক্তি-বিরোধী মতবাদ নিরাস করিয়া জগতে শুদ্ধ-ভাগবতধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই শুদ্ধভক্তিসাম্রাজ্যৈক-সংরক্ষক আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭০)

যিনি দুর্জ্জনমুখচপেটিকা-স্বরূপ 'প্রতীপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর'-নামক প্রবন্ধ প্রচার করাইয়া বৈষ্ণববিদ্বেষি-ভক্তিপ্রতীপ-গণকে নিরুত্তর এবং সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭১)

যিনি 'তদশ্মসারং'-শ্লোকের শুদ্ধব্যাখ্যা-দ্বারা 'কৃত্রিম-অভ্যাসপরায়ণ বা পিচ্ছিলচিত্ত জনগণের সাময়িক অশ্রুপুল-কাদি কখনই চিত্তদ্রবতার লক্ষণ নহে, পরন্তু অনর্থ ও অপ-রাধোত্থ চিত্তকাঠিন্যেরই পরিচায়ক',—ইহা বিশেষরূপে সাধকভক্তগণকে জানাইয়া তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধন করিয়া-ছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭২)

প্রাকৃত-অভিমানগ্রস্ত ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধিকল্পে 'কপট-দৈন্যরূপ দাম্ভিকতা' যে 'তৃণাদপি'-শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে

এবং আপনাকে 'বৈষ্ণবের গুরু' বলিয়া অভিমানকারী ব্যক্তিও যেন কীর্ত্তনের অধিকারী অর্থাৎ 'তৃণাদপি সুনীচ' নহেন,—ইহা যিনি মঙ্গলেচ্ছু জনগণকে বিশেষরূপে জানাইয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৩)

যিনি "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ"—এই ভাগবতীয় পদ্যের বিশুদ্ধ-ব্যাখ্যা-দ্বারা 'অনর্থযুক্ত ব্যক্তির জড়ীয় ধারণায় রাধা-কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে অনর্থেরই বৃদ্ধি হয়' জানাইয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদ নিরসন-পূর্ব্বক জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৪)

যিনি শ্রীগীতগোবিন্দের "মেঘৈর্মেদুরম্বরং" এই মঙ্গলা-চরণ-শ্লোকের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলার বহুপূর্ব্বে শ্রীজয়দেবের হৃদয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিষয় ভক্তগণ-সমীপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৫)

যিনি 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্'—এই শ্রৌতবাণীর মর্ম্ম ও শিক্ষা সর্ব্বদা ভক্ত-

গণের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য নিত্য নব-নব-ভাবে তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, সেই শব্দ-ব্রহ্ম নিষ্ণাত ভাগবতোত্তম আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৬)

যিনি কুযোগিগণের মনোধর্ম্ম-নিরাসকল্পে মনঃশিক্ষাচ্ছলে স্ব-রচিত সুপ্রসিদ্ধ গীতিতে জনসঙ্গ ও নির্জ্জনতা, ভোগ ও ত্যাগ, শিষ্যানুবন্ধ ও শিষ্যগ্রহণে বিরাগ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ যে জড়া-প্রতিষ্ঠারই প্রকার-ভেদ, তাহা জানাইয়া সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণের চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৭)

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-রহিত বিষয়ের প্রাকৃতত্ব ও কৃষ্ণ-সেবনোপ-যোগি-বিষয়ের অপ্রাকৃতত্ব কীর্ত্তন করিয়া যিনি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জড় পার্থিববস্তুসমূহে রাগ বা দ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিখিলবস্তুর শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োগই যুক্তবৈরাগ্য এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ আচারের সহিত প্রচারই চেতনের একমাত্র ধর্ম্ম ইত্যাদি ভজনপ্রয়াসীর একান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ স্বকৃত গীতিতে পরিস্ফুট করিয়া সুকৃতিমান্ জীবের অজ্ঞানতিমির বিনাশ করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৮)

"যাহ ভাগবত পঢ় বৈষ্ণবের স্থানে"—গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ-স্বরূপের এই বাক্যের মর্য্যাদা-স্থাপন-মানসে সর্ব্বসাধারণকে পরাবিদ্যানুশীলনে সুযোগ-প্রদানার্থ যিনি শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপধামে ভক্তিশাস্ত্রের যথারীতি অধ্যাপনা ও সার্ব্বভৌম পরীক্ষাদির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ভক্ত-গণকে বিবিধ ভগবদ্দাস্যসূচক সংজ্ঞায় মণ্ডিত করিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, সেই পরাবিদ্যোৎসাহী শ্রীস্বরূপানুগ-বর্য্য আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৭৯)

যিনি মহর্ষি পাণিনিপ্রোক্ত গৌড়পুরে শ্রীনিমাইপণ্ডিতের সমকালীয় সারস্বতসম্পদের পুনরুদ্ধারার্থ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীসারস্বতপীঠ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াছেন, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮০)

যিনি শ্রীগৌরাবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরে সমগ্র ভারতের শুদ্ধসনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক একটি বিরাট্ বিদ্বৎসম্মিলনীর উদ্বোধন এবং তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুদার্শনিক সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া পারমার্থিক জগতে পরমেশ্বর শ্রীগৌর-সুন্দরের অনর্পিতচরী বদান্যতার কথা বিঘোষিত করিতে

অভিলাষ করিয়াছেন, সেই গৌরনিজজন আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮১)

যিনি হরিবিমুখ জগতে কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া ভক্ত-সঙ্ঘারামে ভারতের সর্ব্বত্র হরিবসতি-স্থল সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই কীর্ত্তন-প্রচারক লোকদুঃখদুঃখী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮২)

যিনি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও মাথুরমণ্ডল,—এই গৌর-লীলা-নিকেতনত্রয়ে শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ প্রকটন কল্পে গৌড়মণ্ডলে গৌরাবির্ভাবক্ষেত্রে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠ, গৌড়দেশের রাজধানীতে 'শ্রীগৌড়ীয়-মঠ', পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্ব-প্রধান নগরীতে 'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠ' এবং ক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীপুরুষোত্তমে 'শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ', ক্ষেত্রপালপুরীতে 'ত্রিদণ্ডি-মঠ', উৎকলের সর্ব্বপ্রধান নগর কটক-সহরে 'শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠ', ব্রহ্মগিরিতে 'শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয়-মঠ' এবং শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীধাম-বৃন্দাবনে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমঠ' সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং ও নিজ-ভক্তগণের দ্বারা সর্ব্বত্র শুদ্ধ-সনাতন-ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৩)

যে-স্থলে ব্রহ্মার মনোময়ী নেমি বিশীর্ণ ও গভস্তিনেমির

অবতরণ হইয়াছিল, যেস্থানে যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত ষষ্টি-সহস্র ব্রহ্মর্ষি শৌক্রবিপ্রেতরকুলে অবতীর্ণ মহাভাগবত শ্রীল সূতগোস্বামি-মহারাজকে আচার্য্যের আসন প্রদান করিয়া শ্রৌতপন্থি-বৈষ্ণবসদ্‌গুরুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বিচার করিয়াছেন, যে-স্থান পারমহংসী-সংহিতা 'সাত্বতী-শ্রুতি' শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্গানে মুখরিত হইয়াছিল, যে-স্থানে শ্রীস্বামিচরণ 'ভাবার্থ দীপিকা' প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, যে-স্থান শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের পাদস্পর্শে সদা বীর্য্যবান্ থাকিয়া সেবোন্মুখ জীবের হৃদ্দৌর্ব্বল্য বিনাশপূর্ব্বক চিদ্‌বল আধান করিতেছেন, সেই গোমতী-তটস্থিত শ্রীনৈমিষারণ্যক্ষেত্রে "শ্রীমদ্ভাগবত-বিশ্ববিদ্যালয়"-স্থাপনার্থ যিনি বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন এবং তথায় পারমহংসী-সংহিতার শ্রবণ-কীর্ত্তনের কেন্দ্ররূপে 'শ্রীপরমহংস-মঠ' স্থাপন করিয়াছেন, সেই ভাগবতধর্ম্ম-সংরক্ষক পরমহংস-আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৪)

যিনি কখনও তাঁহার কোনও অনুগত জনকে নিজ-পদাশ্রিত হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করেন না, যিনি বলিয়া থাকেন, 'আমি এতদূর নিষ্ঠুর হইতে পারিব না যে, কাহাকেও হরিভজন ছাড়িয়া গৃহে যাইতে আদেশ করিব', সেই অকৃত্রিম ভক্তবাৎসল্য-বিহ্বল-হৃদয় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৫)

যেমন বান্ধব-হৃদয় সর্ব্বদা বান্ধবের অনিষ্ট আশঙ্কাই করে, তদ্রূপ যিনি অত্যল্পকালের জন্যও কোনও সেবকের সেবা-চেষ্টার সংবাদ না পাইলে সেবকের সেবা-বিঘ্নাশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন, সেই স্বগণ-স্নেহময় আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৬)

তটস্থ-ধর্ম্মের স্বভাবানুসারে কোনও সেবক সেবা-পথ হইতে কেশ-পরিমাণ বিচ্যুত হইলেও যিনি সেই সেবকের নিকট চেতনময়ী বীর্য্যবতী বাণী কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বিনাশ করেন এবং কেশে ধরিয়া সেবককে বিপথ হইতে উদ্ধার করেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৭)

যিনি শ্রৌতপন্থায় নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং সেই কীর্ত্তিত শ্রৌতবাণীর পুনরাবৃত্তি স্বীয় অনুগজনের মুখে শ্রবণ করিয়া সমধিক উল্লসিত হন, সেই কীর্ত্তনকারি-বিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৮)

যিনি আ-শৈশব অশ্রৌত ভাষীর নিকট মূর্ত্তিমান্ দম্ভ স্বরূপে প্রতিভাত, যিনি কোনও দিন কোন অশ্রৌতবাক্যের বিন্দু-

মাত্র আদর করেন না, সেই একনিষ্ঠ শ্রৌতপন্থী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৮৯)

যিনি ভাগবতমার্গীয় কেবলনামাশ্রয়ীর শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ-বিচারের ঔচিত্য এবং অনর্থযুক্ত নামাশ্রয়ীর কৃত্রিমভাবে রূপ-গুণ-লীলা-স্মরণ-চেষ্টারূপ পৌত্তলিকতা বর্জ্জনের কর্ত্তব্যতা সাধুশাস্ত্রগুরুবাক্যমূলে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯০)

যিনি পারমার্থিক-সমাজে সাত্বতশাস্ত্রানুমোদিত দৈব-শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তন, পাঞ্চরাত্রিকী-দীক্ষাশ্রয়ীর উপনয়ন-সংস্কারের একান্ত কর্ত্তব্যতা প্রভৃতি বিষয় প্রচার করিয়া সদাচার-স্মৃতির লুপ্ত-প্রয়োগ-পদ্ধতির পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯১)

যিনি সাত্বতশাস্ত্রোল্লিখিত বিষ্ণুনামসূচক বার, তিথি, নক্ষত্র ও মাসাদির প্রচলন, ব্যাসপূজাদি-ভক্ত্যনুষ্ঠান এবং চাতুর্ম্মাস্যাদি বৈষ্ণবব্রতপালনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রচার করিয়া লোক কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই লোক-গুরু আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯২)

যিনি অনর্থযুক্ত অনধিকারীর পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-কীর্ত্তনাদি-শ্রবণ-নিষিদ্ধতা এবং দীক্ষিত ব্যক্তির দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও জাতরূপ,—এইকলিস্থানপঞ্চকের সর্ব্বতোভাবে পরিহারকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিয়া যথার্থ বৈষ্ণবাচার প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৩)

যিনি সাত্বতশাস্ত্রানুমোদিত বৃত্ত বা লক্ষণবিনির্দ্দেশ্য দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন ও বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্য-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতপক্ষে ভাগবত-ধর্ম্ম যুগপৎ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৪)

যিনি শ্রীধাম-বৃন্দাবনের বিদ্বৎসংসদে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা-মুখে কৃষ্ণের পরাৎপরত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বিবুধমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন এবং শ্রীধামে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ'-নামক শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৫)

যিনি 'শ্রৌতপন্থী কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর কোন মূল্য নাই',—ইহা ছলাভি-

জাত্যাদি-মদমত্ত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিবার জন্য দৈন্যবশে নিজ-পাণ্ডিত্যাদি অভিমানের কথা উল্লেখ করিয়া নিষ্কিঞ্চন-সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে উহার অকিঞ্চিৎকরতা-উপলব্ধির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই দৈন্যমূর্ত্তি লোকশিক্ষক আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৬)

যিনি হরিকথা-কীর্ত্তন-রসপানে উন্মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হন, সেবকগণ তাঁহাকে সময়োচিত মহাপ্রসাদ-সম্মানাদির কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেও যাঁহার তদ্বিষয়ে সাময়িক কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় না, সেই আচার্য্য-বরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৭)

যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু-সম্মানিত 'জগদ্‌গুরু' শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিচরণ-সম্বন্ধে অনুদ্ঘাটিত-তথ্যসমূহ জগতে প্রচার করিয়া সেই জগদ্‌গুরুকে কেবলাদ্বৈতী নির্ব্বিশেষবাদী অপরাধী-বলিবার নিরয়জনক প্রচেষ্টা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৮)

যিনি 'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামিপাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের মধ্যযুগীয় আচার্য্য ও 'নাম-কৌমুদী'কার শ্রীলক্ষ্মীধরের গুরুভ্রাতৃরূপে প্রচার করিয়া যথার্থ আচার্য্য-

সম্মান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(৯৯)

যিনি অতি-বাল্যকালে নৃসিংহ-স্তোত্র রচনা করিয়া জগতে শুদ্ধভক্তিবিঘ্নবিনাশনের অর্চ্চনা প্রচার করিয়াছেন, যিনি স্বীয় অনুগত প্রচারক-ভক্তগণের মধ্যে শ্রীনৃকেশরীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সেই শুদ্ধভক্তি-প্রচারকবর আচার্য্য-কেশরীর চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০০)

যিনি সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে প্রচলিত বৈদিক অষ্টোত্তরশত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-নাম ও তৎসম্প্রদায়গত সপ্তশত ত্রিদণ্ডিগণের চরিত্র প্রচার-দ্বারা উক্ত-সম্প্রদায়ের লুপ্ত-গৌরবোদ্ধার এবং শ্রীসর্ব্বজ্ঞস্বামীর অধস্তন-আচার্য্য শ্রীশিহ্লন-মিশ্র ও শ্রীধরস্বামীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্বীয় শ্রীগৌরনিষ্ঠ-মহিমার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, গৌরপ্রেষ্ঠ সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০১)

যিনি শ্রীমদ্‌রামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব, শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী ও শ্রীমন্‌নিম্বাদিত্য,—এই সাত্বত-সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়কে

তাঁহাদের উপাস্য মূল-গুরুর সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে আকর-মঠরাজের চতুষ্কোণবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরে সংস্থাপন এবং সকলের কেন্দ্রস্থলে সাবরণ বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০২)

যিনি স্বীয় ভক্তগণকে যথার্থভাবে শ্রীনিত্যানন্দ-রামের অনুগত এবং ভক্তব্রুবগণকে তাহাদের নিত্যানন্দানুগত্যের নামে নিত্যানন্দের চরণে ভোগবুদ্ধি ও ভীষণ অপরাধ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিবৎসর শ্রীধামে নিত্যানন্দাবির্ভাব-উৎসবোপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই নিত্যানন্দাভিন্ন-তনু আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৩)

যিনি কৃষ্ণভজনপ্রদর্শিনী পরা-বিদ্যাবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ, যাঁহার কীর্ত্তিত চেতনময়ী বাণীর প্রভাবে শত শত নিষ্কপট চরিত্রবান্ ব্যক্তি নিঃশ্রেয়সার্থী হইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সার্ব্বকালিক হরিভজনে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেই কীর্ত্তনকারি-বিগ্রহ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৪)

পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া পরা-ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়রসমগ্ন

ব্যক্তিগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিগণ সর্ব্বতোভাবে প্রাণায়ামাদি-ক্লেশ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, জ্ঞানিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবামাধুরী-চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীগৌরসুন্দর আবার পরবর্ত্তিকালে যাঁহার জিহ্বায় শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ হইলে বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কর্ম্মাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধসেবা-ধর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, অনেকে প্রাণায়ামাদি বৃথা কুযোগ-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগযুক্ত হইয়াছেন, বহু ব্যক্তি ছলধর্ম্ম, বিদ্ধধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মসমূহের হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অহৈতুক আত্মধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছেন, শত শত ব্যক্তি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীর ছলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া গুরুগৌরাঙ্গ-দাস্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এমন কি, অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ বহুব্যক্তি চতুর্ব্বিধমুক্তি-প্রদায়িনী লক্ষ্মীপতিরতি অপেক্ষাও শ্রীগৌর-গৌরজনানুগত্যে শ্রীরাধাদাস্যের পরম-চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া তত্তৎসম্প্রদায়নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরশক্ত্যাবিষ্ট নরোত্তমরূপী শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৫)

যাঁহার অপ্রাকৃতসেবা-শোভাময়ী বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা জগতের যাবতীয় অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগী বা বৈষ্ণব-

পরিচয়াকাঙ্ক্ষী আচার্য্যব্রুবগণের জড়-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাকে কুৎসিতা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণীর ন্যায় প্রতিপাদন করিয়াছে; সেই রূপানুগবর আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৬)

যিনি অনুক্ষণ বলিয়া থাকেন, 'গাছের ফল, নদীর জল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, সুরম্য সৌধরাজি, উৎকৃষ্ট যান, স্যন্দন, বিজ্ঞানাবিষ্কৃত বিলাসোপকরণসমূহ ভোক্তাভিমানী জীবের ভোগের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, ঐ সকলের ভোক্তা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ'—সেই সর্ব্বভূতে কৃষ্ণ ও কাষ্ণ দর্শনকারী ভাগবতোত্তম আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৭)

যিনি, আ-ব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই নিরন্তর হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, হরিভজন ব্যতীত ইতর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, অনুভূতি বা কল্পনা-ই মায়া"—এইরূপ উপদেশবাণী নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণকে সার্ব্বকালিকী হরিসেবায় নিয়োজিত করেন, সেই আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৮)

যিনি স্বয়ং অভিধেয়-কীর্ত্তন-বিগ্রহরূপে মূর্ত্তিমান্ সম্বন্ধ-জ্ঞানস্বরূপ শ্রীগৌরকিশোরের সহিত প্রয়োজন-কৃষ্ণপ্রেমময়-

মূর্ত্তি-শ্রীভক্তিবিনোদের সন্ধান প্রদান করিয়া শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেই কীর্ত্তনকারী আচার্য্যবরের চরণে কবে আমরা প্রপন্ন হইতে পারিব ?

(১০৯)

যিনি এই প্রপত্তি-প্রসূন-স্তবক পরা-ভক্তির সহিত কর্ণাবতংস বা কণ্ঠভূষণরূপে ধারণ করিবেন, তিনি ভাগবত-বেদ্য জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্বন্ধ, রহস্য-প্রয়োজন ও তদভিন্ন-অঙ্গ-অভিধেয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বাণীর আশ্রয়ে নিত্য গৌর-গোবিন্দ-লীলারসাস্বাদনে অধিকারী হইবেন।

(১১০)

ভগবদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের চরিতাখ্য-প্রসূনের দ্বারা মালিকা-রচনায় যত্নবান্ হইয়া অতিশয় অনৈপুণ্য-বশতঃ আমরা যে-সকল ক্রমবিপর্য্যয় ও অজ্ঞাত সেবাপরাধ অর্জ্জন করিলাম, অদোষদর্শী সজ্জনবৃন্দ কৃপা-পূর্ব্বক তাহা মার্জ্জনা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি-প্রসূনাঞ্জলী-প্রদানে আমাদিগকে যোগ্যতা প্রদান করুন। ইতি—

শ্রীচরণদাস্যভিক্ষু—

প্রপন্ন

শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত সেবকবৃন্দ

ওঁ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য-
অষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-
মহারাজস্য

পঞ্চাশত্তম-প্রকটোৎসবে
তচ্চরণাশ্রিতানাং শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠসেবকবৃন্দানাং

অভিনন্দনপত্রং

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।"
"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।"

৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দে গোবিন্দাখ্যমাসি
চতুর্থ-দিবসে কৃষ্ণচতুর্থ্যাং প্রকাশিতঞ্চ।

ঢাকা, মনোমোহন প্রেস
শ্রীহরপ্রসন্ন গাঙ্গুলি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আচার্য্যদেব। আমরা কি দিয়া আজিকার এই পুণ্যবাসরের অভিবন্দন করিব? আপনি আমাদের মরুতুল্য হৃদয়ক্ষেত্রে শুদ্ধভক্তিলতাবীজ রোপণপূর্ব্বক তথায় নিয়ত হরিকথারূপপূতনিস্যন্দিনী সেচন করতঃ যে ভক্তিকুসুম প্রস্ফুটিত করাইবার প্রযত্ন করিতেছেন তাহা লইয়াই আজ আমরা পার্থিব গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পৃথিবীপূজার ন্যায় অথবা গঙ্গোদকে গঙ্গাপূজার ন্যায় ভবদীয় শ্রীচরণযুগলে অঞ্জলি দিতে উদ্যত হইলাম।

স্বামিন্, আপনার অদ্ভুত ও নিরবচ্ছিন্ন মহানুভাবরাশি আমাদের ন্যায় সেবাবিমুখ ক্ষুদ্র জীবের অচিন্ত্য ও অগম্য। আপনার শক্তিতেই আমাদের ন্যায় মূকও কবিত্বশক্তি লাভ করে, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়, অনভিজ্ঞ বালকও পরস্পর বিবাদমান নানামতবাদরূপনক্রমকরাদিহিংস্রজন্তুসঙ্কুল সিদ্ধান্তসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

হে প্রভো! আপনি অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তের এবং লোককল্যাণের বারিধিস্বরূপ। আপনি সংসারদাবানলসংস্পৃষ্ট-লোকপরিত্রাণের জন্য কারুণ্যবারিবাহরূপে কৃপাপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইয়া অনাদিভগবদ্বহির্ম্মুখজীবকুলের উপর যে শান্তিবারি বর্ষণ করিতেছেন তদ্দ্বারা আপনার অন্তরঙ্গ ও প্রপন্নভক্তবৃন্দ এবং একমাত্র পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণই অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ও করিবেন। মলয়ানিল সর্ব্বত্র সমভাবে প্রবাহিত হইলেও তদ্দ্বারা যেমন একমাত্র সারবান্ বৃক্ষসমূহই সারচন্দনে পরিণত হয়, তদ্রূপ, ভবদীয় কৃপাবায়ু সুকৃতী জীবগণকেই মধুময় করিতেছে। শ্রুতি তাহাই সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবঃ যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতাঃ কুশলানুশিষ্ট॥"

হে দেব! বর্ত্তমান যুগে আপনার আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, আপনার আবির্ভাবের পূর্ব্বে জীব-মাত্রেরই একমাত্র নিত্য সনাতন আত্মধর্ম্ম—শুদ্ধাভক্তি এই ধরাধাম হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরপ্রচারিত বেদপ্রতিপাদ্য সনাতনধর্ম্ম তদীয়

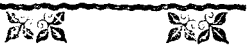

চরণানুচর শ্রীল রূপসনাতনজীবপাদাদি আচার্য্যবৃন্দ এবং তৎপরে ল শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইলেও কালের কুটিলগতিতে জড় লোক সমূহ তাহার বিকৃতভাবকেই যখন সনাতনভক্তিধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক বঞ্চিত হইতেছিলেন এবং যখন তথাকথিত সভ্যজগৎও বিকৃতধর্ম্মের পূতিগন্ধে নাসিকাকুঞ্চন করিয়া তদানীন্তন ধর্ম্মাচারিগণের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তখন আপনি একাধারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় উদ্ভাসিত হইয়া এবং বৈরাগ্যযুক্ত প্রেমসাধনার আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেব—প্রচারিত সুনির্ম্মল সনাতন ধর্ম্মের প্রস্ফুটিত প্রেমপ্রসূন পুনরায় জগজ্জনের হার্দ্দ নাসিকাগ্রে ধারণ করিয়াছেন।

আচার্য্যপ্রবর! জড়বাদ, নাস্তিক্যবাদ, তথা ঈশ্বরসংশ্রব-চাতুর্য্যযুক্ত নিরীশ্বর কর্ম্মজড়স্মার্ত্তবাদ ও তদ্‌বিরোধী নিরাকারব্রহ্মবাদ, এবং নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ, শুদ্ধাভক্তির নামে প্রচ্ছন্নস্মার্ত্তবাদ, কৃষ্ণভজনের ছলে ইন্দ্রিয়-তর্পণ, প্রচারকের সজ্জায় কনক—কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের চেষ্টা, ভাবুক ও রসিকের মুখাবরণে নানাবিধ কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা লোক প্রতারণা, তৃণাদপি সুনীচতার নামে কপটদৈন্য, নির্জ্জনভজনের নামে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা, পারমহংস্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের ছলে গৃহব্রতধর্ম্ম যাজন, ষড়বেগদাস মায়ামুগ্ধ

ক্ষুদ্র জীব হইয়াও আচারবান্ ষড়বেগবিজয়ী আচার্য্য বা গোস্বামীর পদবী বৃথা রক্ষণের জন্য বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি সকৈতব ধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্যে ও বিভৎস চীৎকারে যখন ধরাধাম কম্পমান হইয়াছিল এবং যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলগৌরকিশোরদাস গোস্বামী পরমহংস বাবাজি মহারাজ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধ নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবগণ ঐসকল কৈতবপূর্ণ অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের অভ্যুত্থান এবং প্রোজ্ঝিতকৈতব সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি এবং তৎসঙ্গে নিঃসহায় কোমলশ্রদ্ধ সত্যানুসন্ধিৎসু বালিশ জনের দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিয়া কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণযুগলে নিয়ত অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছিলেন তখন শ্রীগৌরসুন্দরের শুভেচ্ছায় ঐসকল গৌরগতপ্রাণ পরদুঃখদুঃখী নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের অশ্রুমোচনের জন্য এবং সৎসিদ্ধান্তরূপ শস্ত্রের দ্বারা দুষ্কৃতব্যক্তিগণের কুসিদ্ধান্তপূর্ণ মনোধর্ম্ম সমূহ নিরাসকল্পে আপনি এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইলেন।

স্বামিন্! আপনার আবির্ভাবে জগতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য পুনরায় প্রকাশিত হইল। বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তপদলেহী, পঞ্চোপাসকী, অসদাচারী বৈষ্ণবব্রুবগণ, গুরুব্রুবগণ, ব্রাহ্মণব্রুবগণ, আচার্য্যব্রুবগণ, ধার্ম্মিকব্রুবগণ দুরন্তকলির ন্যায় বিভ্রাটে পড়িয়া দূরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে

লাগিলেন। কিন্তু আপনি নিজকে রাজরাজেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ—সুন্দরের আজ্ঞাবাহক চিন্ময়ধামবাসী দূত জানিয়া ও প্রভুর গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিয়া বহির্ম্মুখ লোকের চীৎকারে বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করতঃ অপ্রতিহতা গতিতে নিজ কার্য্যে চলিয়া যাইতেছেন। কারণ—

"হস্তী চলে বাজার্‌মে কুত্তা ভুখে হাজার্।
সাধুন্‌কে দুর্ভাবনহি, যঁও নিন্দে সংসার॥"

আর্য্য! আপনাতে বহির্ম্মুখ গতানুগতিকজনানুবন্ধ, বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধী সমাজানুবন্ধ, এমন কি শিষ্যানুবন্ধ মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ দেখিতে পান নাই। আপনি শুদ্ধভক্তিপ্রচারকার্য্যে আচার্য্য শ্রীল জীবপাদের ন্যায় সিদ্ধান্তনিপুণতা, ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় দৃঢ়তা, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দের ন্যায় গুরুগৌরাঙ্গ ও গৌরজননিষ্ঠা, শ্রীল স্বরূপ দামোদরের ন্যায় নিরপেক্ষতা ও সংযম, শ্রীল রূপসনাতনের ন্যায় দৈন্য, শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের ন্যায় জীবদুঃখে কাতরতার আদর্শ একাধারে প্রদর্শন করতঃ সহৃদয় পিতার সদৃশ আমাদের ন্যায় অজ্ঞ বালবগণকে যেন হস্তে ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠ রাজ্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য নিয়ত প্ররোচনা করিতেছেন।

প্রভো! অপনার অসংখ্য অপ্রাকৃত গুণাবলী ক্ষুদ্র জীব আমরা কি ইয়ত্তা করিব? বহির্ম্মুখ মুখর জগৎ আমাদের এই সকল প্রয়াস দেখিয়া ব্যঙ্গহাস্য করিবে, কত কি বলিবে

কিন্তু, স্বামিন্, বিষ্ণু, হারিত পরাশর জৈমিন্যাদি প্রথিতনামা লোকপূজ্য মহাজনগণ পর্য্যন্ত যখন হরিজনের অধোক্ষজ চরিত্র বুঝিতে সক্ষম হন নাই তখন বহির্ম্মুখ অক্ষজবাদী জড়লোকগণ যে ঐরূপ আচরণ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

"বিষয় মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যাধন, কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥"
*　　*　　*
"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
*　　*　　*
"বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়" ॥

আর্য্য! আপনি যে সমাজের কতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী তাহা বহির্ম্মুখ সামাজিকগণ বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আপনাকে বুঝিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ একমাত্র যথার্থ আচার্য্যই আচার্য্যের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এমন একদিন আসিবে যে দিন সমগ্র গৌড়দেশ ভারতবর্ষ, সমগ্র জগৎ আপনার ন্যায় ভগবৎপ্রেরিত অপ্রাকৃত স্পর্শমণি অনাদর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল বলিয়া শিরে করাঘাতপূর্ব্বক রোদন করিবে।

আচার্য্যদেব! শুকদেবসদৃশ ঊর্দ্ধরেতা পরমহংসপুরুষ ও অকৈতব সেবাধর্ম্মের সাক্ষাৎ বিগ্রহস্বরূপ আপনি ভারতবর্ষের

বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধ হরিসেবার কেন্দ্র সমূহ সংস্থাপন করতঃ নরমাত্রকেই স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অধিকার দিতেছেন, আপনার অন্তরঙ্গ আদর্শ শিষ্যবৃন্দের দ্বারা প্রকৃত গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, স্বয়ং বর্ণাশ্রমাতীত পুরুষ হইয়াও দৈব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপন মানসে তথা পরমহংস্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা, মহত্ব সংরক্ষণ ও গ্লানি দূরীকরণার্থে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাহ্যিক বেশ ও আচরণ স্বীকার করতঃ জীবকুলকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে হরিতোষণপ্রণালী শিক্ষা দিতেছেন। সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষাগুরু আচার্য্যরাজের এই শিক্ষা গ্রহণ করিবেন, বহির্ম্মুখ ব্যক্তি বিপরীত বুঝিয়া দৈবী মায়ার করাল-কবলে নিপতিত হইবে।

দেব! আপনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদবৃন্দের প্রকটস্থলী এবং লুপ্ততীর্থসমূহ পুনরুদ্ধার ও তাঁহাদের সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিয়া শ্রীগৌরমণ্ডলের লুপ্ত শোভার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা এবং ভিন্ন ভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে ভক্ত ও ভগবানের অবির্ভাবতিরোভাব উপলক্ষে তাঁহাদের মহিমাস্মারক উৎসবাদিরূপ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান-সমূহ প্রবর্ত্তন করিয়া শত শত জীবকে স্বচরণান্তিকে আগমন করিবার সুযোগ প্রদান এবং বহু বহু জীবের নিত্যকল্যাণো-পযোগী ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন।

পরিব্রাজক প্রবর! আপনি স্বয়ং তীর্থস্বরূপ হইয়াও ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থসমূহে পর্য্যটন করিয়া স্বীয় অন্তঃস্থিত তীর্থপাদ শ্রীগোবিন্দদেবের পবিত্রতাবলে মলিনজনের পাপমলিন-তীর্থসকলকে পুনরায় মহাতীর্থরূপে পরিণত করিয়াছেন এবং অতীর্থস্থানসমূহকে তীর্থীভূত করিয়া তৎ তৎ স্থান হরিভক্তি মন্দাকিনীধারায় প্লাবিত করিতেছেন। যাহারা কেবল জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রীর অভিমানমঞ্চে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারা ঐ মন্দাকিনীর শান্তিসলিলে অভিষিক্ত হইতে পারিতেছেন না।

হে আর্য্য! কেবল তাহাতেও আপনি ক্ষান্ত হন নাই; আপনি জগজ্জীবের স্থায়ী কল্যাণের জন্য এবং গৌড়ীয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আপনার তীর্থযাত্রার অমূল্য অভিজ্ঞান গৌড়ীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গৌড়ীয় সাহিত্য মন্দিরে প্রবেশার্থিগণকেও গৌড়মণ্ডলের অধিবাসিগণের মায়িক ভোগবৃত্তি ব্যতীত বৈকুণ্ঠের সাহিত্যগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। কলিযুগপাবন-স্বভজন-বিভজনপ্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবচরণানুচর শ্রীল রূপসনাতনজীব প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ যে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সৎকার সম্পাদন করিয়াছিলেন আপনি পুনরায় সেই সভার সুযোগ্য পাত্ররাজের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জাতিকুল-নির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসী জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব এবং প্রত্যেকেই

সদ্গুরুর নিকট প্রপন্ন হইলে পুনঃ শুদ্ধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবেন—এইশ্রুত্যুক্ত বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন এবং শ্রীলরূপসনাতন ও শ্রীজীবপাদের ন্যায় দৃঢ়শাস্ত্র যুক্তিতে যাবতীয় কুসিদ্ধান্ত নিরসনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধোক্ষজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছেন। আপনি আপনার পরিব্রাজক সেবকবৃন্দের দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র শুদ্ধাভক্তিপ্রচার, সাময়িক পত্র ও পুস্তিকাদির সাহায্যে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা, গৌরজনের মহত্ত্ব, হরিভক্তির সনাতনত্ব, বিষ্ণুর সর্ব্বারাধ্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব, বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, বিষ্ণু-আরাধনার অধোক্ষজত্ব প্রচার পূর্ব্বক সনাতনধর্ম্ম ও তদন্তর্গত শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন্ করিতেছেন। আপনি শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের অকাট্য যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা গ্রন্থসমূহ যথা—শ্রীলজীবপাদের ষট্সন্দর্ভ, শ্রীলগোপালভট্ট গোস্বামীর সৎক্রিয়াসারদীপিকা, শ্রীলরূপপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রমেয়রত্নাবলী, শ্রীল প্রবোধানন্দস্বরস্বতীপাদের সঙ্গীতমাধব ও নবদ্বীপশতক, আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি বহু বহু গ্রন্থের সৎ-সিদ্ধান্ত ও গবেষণাপূর্ণ মনোরম ভাষ্যসকল গৌড়ীয় ভাষায়

নির্ম্মাণ করিয়া এবং বহু বহু অপ্রকাশিত ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থরাজি প্রকাশ পূর্ব্বক রূপানুগশুদ্ধভক্তিধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতেছেন এবং জীবকুলের নিঃশ্রেয়া লাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আপনি মনোহর গীতমালা রচনা করিয়া আমাদিগকে অল্পাক্ষরে অনেক সারবান্ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। আপনার রচিত—"মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব?"—এই গীতিটীতে শুদ্ধবৈষ্ণবের লক্ষণ, ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য, জড় ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, অক্ষজ জ্ঞান ও অধোক্ষজভক্তি, সকৈতব নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, ও অকৈতব নিত্য হরিসেবার পার্থক্য এবং নির্জ্জনভজনের অধিকার নির্ণয় প্রভৃতি শুদ্ধপরমার্থমন্দিরে প্রবেশার্থিগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ অল্পাক্ষরে অতি মধুর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আবার আপনি বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুভাষ্যস্বরূপ সকল-কুসিদ্ধান্তনিরাসপর গৌড়ীয়ভাষ্য নির্ম্মাণ এবং চারিটি সাত্বত সম্প্রদায় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ভাষ্য সংযুক্ত করিয়া, গৌড়ীয় ভাষায় তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন ও তৎসঙ্গে সাত্বতগণের মীমাংসা সংবলিত করিয়া "বেদান্তকল্পদ্রুম" নামে বেদান্ত ভাষ্য ও "বৈষ্ণবমঞ্জুষা" নামক সার্ব্বভৌমিককোষগ্রন্থ সঙ্কলন করিতে ব্রতী হইয়া গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ অভাবসমূহ মোচন করি-তেছেন এবং সর্ব্বতোভাবে আচার্য্য পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের শুভেচ্ছায় জগতে আপনার সুদীর্ঘ অবস্থান

হইলে বিশ্ববাসী সুকৃতিবান্ জীব আরও কতভাবে লাভবান্ হইতে পারিবেন।

আচার্য্যরাজ! আপনি আচার্য্য শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রতি শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভুর বাক্যের যাথার্থ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতঃ যুগপৎ আচর ও প্রচার দ্বারা "তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য"—এই পদ লাভ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও বিষ্ণুদীক্ষার প্রভাবপ্রতিপাদক সাত্বতসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত, পঞ্চমবেদ শ্রীমহাভারত, সাত্বতস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসারদীপিকা, সাত্বততন্ত্র শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রের স্পষ্ট আদেশ—যাহা আচর্য্যব্রুবগণ বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তশাসনের করাল কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে প্রতিপালন করিতে সাহসী না হইয়া কেবল বৈষ্ণবচরণে অপরাধ সঞ্চয় করিতেছিলেন, আপনি সেই সকল সাত্বতশাস্ত্রানুশাসন সিংহহুঙ্কারে জগতে প্রচার করিয়া বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব সংস্থাপন করিতেছেন। শ্রীবৈষ্ণবে কর্ম্মমার্গীয় নশ্বর ব্রাহ্মণতা কেন ব্রহ্মজ্ঞতার পর্য্যন্ত অসদ্ভাব নাই তাহা একমাত্র আপনিই এই যুগে প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি, নারায়ণে শিলা বুদ্ধি, মহাপ্রসাদে আহার্য্য বস্তু বুদ্ধি, ভৌম বস্তুতে পূজ্য বুদ্ধি, কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি নরকপাতের হেতু একমাত্র

আপনিই অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তাচারী বৈষ্ণবব্রুবগণ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে ও বৈষ্ণবাপরাধের ফলে ঐ সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না।

আর্য্য! অবৈষ্ণবস্মার্ত্তাচারের প্রাবল্যে বৈষ্ণববেশধারিগণের মধ্যেও প্রেতশ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রসাদে ও শ্রীনারায়ণে স্পর্শদোষ-জ্ঞান, বিষ্ণুর সহিত দেবতান্তরের সমজ্ঞান, কৌলিক ও লৌকিক অযোগ্যগুরুনিষ্ঠা, মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, ভাগবতব্যবসায়, কীর্ত্তনব্যবসায়, প্রচ্ছন্ন অহংগ্রহোপাসনা, প্রভৃতি অপধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে পরমার্থধামেও ভুক্তিমুক্তিশিক্ষক কপটগুরু, কপটভক্ত, বেষোপজীবী জড়পাণ্ডিত্যাভিমানী, কুতার্কিক, অক্ষজযুক্তিবাদী, জাত্যাভিমানী, কপটী, স্ত্রীসঙ্গী, লাভপূজা ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, ফল্গুবৈরাগী, বর্ণাশ্রমাভিমানী কর্ম্মজড়স্মার্ত্তাচারী, ভক্ত্যাভিমানী আচার্য্যাভিমানী, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী, অহংগ্রহোপাসক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ—পুতনা, তৃণাবর্ত্ত, যমলার্জ্জুন, বকাসুর, প্রলম্বাসুর, যাজ্ঞিকবিপ্র, কৈশীদৈত্য ও ইন্দ্রাদি কংসপ্রেরিতচরগণের ন্যায় আবির্ভূত হইয়া অভিন্ন ব্রজধাম শ্রীগৌরমণ্ডলে উৎপাত আরম্ভ করিলে, সাধুজনপরিত্রাতা শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল পাষণ্ডগণকে সৎসিদ্ধান্তরূপ শস্ত্রের দ্বারা বিনাশ করিবার জন্য তদীয় নিজজন—আপনাকে প্রেরণ

করিয়াছেন। ঐ সকল পাষণ্ডগণ ব্যতিরেকভাবে আপনার আচার্য্যলীলার পুষ্টিসাধন করিতেছে।

গোস্বামিন্! হরিজনবিদ্বেষীর প্রতি আপনি বজ্রাদপি কঠোর এবং হরিসেবকের প্রতি আপনার হৃদয় সুকোমল কুসুম হইতেও কোমল। কেশরীকে যেমন গজশার্দ্দূলাদি প্রাণিগণ উগ্রবিক্রম এবং তদীয় শাবকগণ অনুগ্র, বৎসল, কৃপাময় ও স্নেহময় বলিয়া অনুভব করে তদ্রূপ জন্মৈশ্বর্য্যাদিমদমত্ত বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষিজনও আপনাকে প্রচণ্ডপরাক্রম মূর্ত্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ মনে করে আবার হরি ও হরিজননিষ্ঠ শরণাগত ভক্তগণ আপনাকে অতিশয় কৃপালু, বদান্য, শান্ত ও বৎসল বলিয়া উপলব্ধি করেন।

অদোষদর্শি পতিতপাবন প্রভো! আপনি যখন আমাদের ন্যায় নিতান্ত বহির্ম্মুখ, অন্ধ, বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে নিমজ্জমান্ অতএব ভক্তিরসামৃতপানে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিগণকেও কেশেধারণপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়া বৈরাগ্যযুক্তভক্তিরসপানে সর্ব্বদা প্ররোচিত করিতেছেন তখন আপনি যে পরদুঃখে কতদূর দুঃখী তাহা আপনিই জানেন।

আচার্য্যপ্রবর! আপনি অসীম কল্যাণগুণার্ণব। আমরা ঐ সাগর কর্ত্তৃক বেলাভূমিতে কৃপাপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত উপলরাশির কতিপয় মাত্র সংগ্রহ করিতে প্রযত্ন করিলাম। আপনার যে সকল অন্তরঙ্গ ভক্ত আপনার অন্তরে অবগাহন করিয়া আপনার গুণরাশিতে নিষ্ণাত হইয়াছেন এবং

বহুমূল্য মণিপ্রবালাদি সংগ্রহ করিতেছেন তাঁহারাই সুষ্ঠুভাবে আপনার মহত্ত্ব বর্ণন করিতে সক্ষম হইবেন।

হে মুকুন্দপ্রেষ্ঠ! উপসংহারে আমাদের এই প্রার্থনা, যেন আমরা কোটী কোটী জন্মেও ভবদীয় সেবকানুসেবকের পদ লাভ করিয়া আপনার প্রীতি কামনায় নিযুক্ত থাকিতে পরি। কারণ আপনার কায়মনোবাক্যজনিত যাবতীয় চেষ্টা সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়েই হরিদাস্যে নিযুক্ত। সুতরাং একমাত্র আপনার সেবা দ্বারাই আমাদের অধোক্ষজ শ্রীমুকুন্দদেবের সেবা লাভ হইবে। আমরা যেন নিষ্কপট হইয়া আপনার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে দিতে বলিতে পারি——

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্য মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

শ্রীপাদপদ্মসেবাসুখমত্তভক্তমধুকরগণোচ্ছিষ্টাভিলাষি—

দীনাতিদীনানাং

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠাশ্রিতসেবকবৃন্দনাম্।